ডিজিটাল বাংলাদেশ
Digital Bangladesh

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

প্রকাশকাল

২৮ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৩ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
www.ptd.gov.bd

যোগাযোগ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
ফোন: +৮৮০ ২ ৯৫১১০৪৩
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৫১৫৫৯৯
ই-মেইল: info@ptd.gov.bd

সূচি

I. বাণী

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৭
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা ৯
- মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ১১
- সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ১৩

II. সম্পাদকীয় ১৪

১. বিভাগ পরিচিতি ও সংশ্লিষ্ট তথ্য ১৫

২. দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম ৩৯

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ৪১
- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) ৬৯
- টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড ৭৯
- বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ৯১
- টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) ৯৯
- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি) ১০৭
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ১১৫
- বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) ১২৩
- ডাক অধিদপ্তর ১৩১
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ১৪৭

৩. ২০২১-২২ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব ও ব্যয় ১৫৫

৪. এক নজরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গত ১৪(চৌদ্দ) বছরে (২০০৯-২০২২) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১৫৯

৫. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ১৭৩

৬. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন ১৭৯

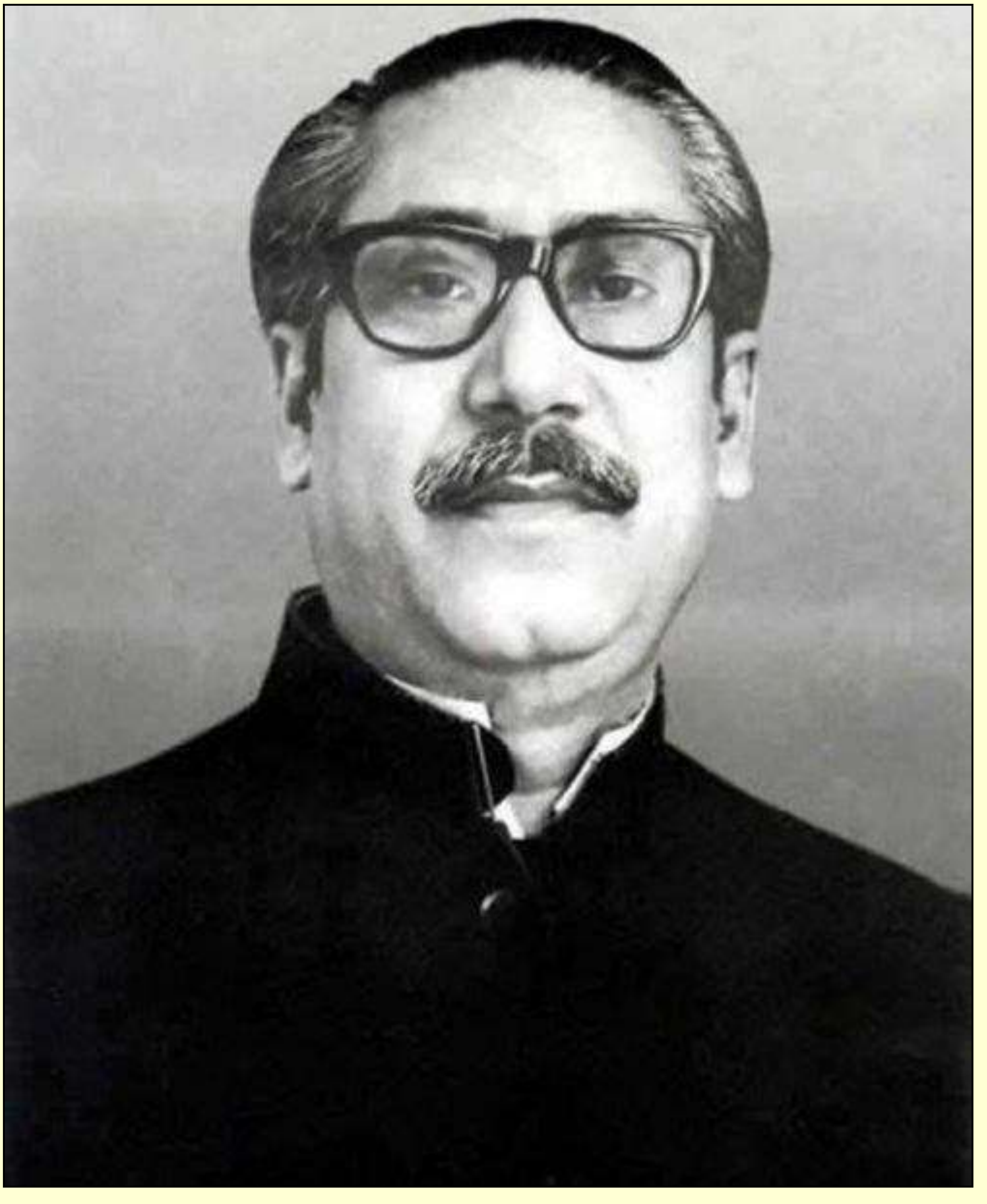

‘সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।’

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘প্রযুক্তি আমাদের যেমন সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় তেমনি সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে। নিরাপত্তার দিকটা আমাদের গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা প্রতিদিন বাড়তে থাকবে, প্রতিদিন নতুন নতুন চিন্তা আসবে। এজন্য গবেষণার উপর আরও গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা বেশি, আমরা যদি এদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে বর্তমান বাংলাদেশকে ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করতে পারব এবং শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক এবং সবদিক থেকে আরও এগোতে পারব।’

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

‘অনুকরণ নয় উদ্ভাবন, ডিজিটাল বাংলাদেশের দর্শন। আমরা এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে প্রতিটি মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন হবে. উদ্ভাবন আর গবেষণায় ভর করে বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে।’

- সজীব আহমেদ ওয়াজেদ

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

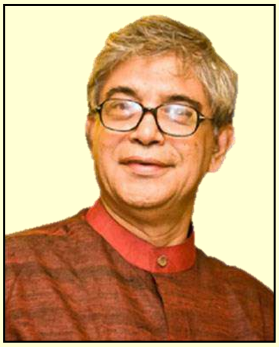

মোস্তাফা জব্বার
মন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবার যাত্রায় বাংলাদেশ জিডিপির হিসাবে ২০০৯ সালের ৫৭তম থেকে বর্তমানে বিশ্বের ৪০তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদের দিকনির্দেশনায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর সফল বাস্তবায়নে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছে। বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে সরকার ২০২১ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা হিসাবে 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' অর্জনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অগ্রণী ভূমিকা বিবেচনায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর জন্য কানেক্টিভিটি এবং সেবার উন্নয়ন ও নিশ্চিতের দায়িত্বও এ বিভাগের।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তির অভিযোজনে সরকার সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়সহ হাওর ও দুর্গম অঞ্চলে উচ্চগতির ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক স্থাপন, নতুন আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ও টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবলের সাথে সংযোগ, দেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণ এবং ৫জি প্রযুক্তির সেবা প্রবর্তনের মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে দেশের প্রায় শতভাগ জনগোষ্ঠী ও ভৌগোলিক এলাকায় ইন্টারনেটসহ ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোবাইল ও পিএসটিনসহ মোট টেলিফোন সংযোগসংখ্যা প্রায় ১৮.৪৫ কোটি এবং ইন্টারনেট সংযোগসংখ্যা প্রায় ১২.৬২ কোটি। দেশে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের পরিমাণ গত জুলাই ২০২১ মাসের ২,৮৫০ জিবিপিএস হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ৪,৪০০ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে। স্বল্পমূল্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদানে সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সারাদেশে তারভিত্তিক ইন্টারনেটের একই রেট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি IIG এবং NTTN-এর সেবাসমূহের জন্য অভিন্ন ট্যারিফ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া, মোবাইল অপারেটরদের অনুকূলে হ্রাসকৃত ভিত্তিমূল্যে ১৯০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ নিলামের মাধ্যমে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে দেশের ০৬টি সাইটে পরীক্ষামূলকভাবে বাণিজ্যিক ৫জি সেবা চালু করা হয়েছে। বিদ্যমান ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ককে ৫জি সেবা প্রদানের উপযোগী করতে সরকারের গৃহীত প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দেশে এখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মোবাইল সেট উৎপাদনকারী বা সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা ১৮% থেকে ৩০% এরও বেশী মূল্য সংযোজন করছে। বাংলাদেশ এখন নিজস্ব চাহিদা মেটাতে অপটিক্যাল ফাইবার, ডাক্ট এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামও উৎপাদন করছে। আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-6 সংযোগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণের কার্যক্রমও এগিয়ে চলছে।

সাশ্রয়ী ও উন্নত মানের সেবা নিশ্চিতকরণে আমাদের উদ্যোগের ফলেই বাংলাদেশ ২০২১ সালে জাতিসংঘের ব্রডব্যান্ড কমিশনের Affordability Cost Target সমূহ অর্জন করেছে। ডিজিটাল মাধ্যম ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ফলশ্রুতিতে গত জুলাই ২০২১ মাসে ITU প্রকাশিত Global Cybersecurity Index (GCI), 2020-এ বাংলাদেশ ২০১৮'র সূচক হতে ২৫ ধাপ এগিয়ে ৫৩ তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে।

সরকার সারাদেশে ডাক ও সংশ্লিষ্ট সেবার আধুনিকীকরণে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সারাদেশে ৮,৫০০টি ডাকঘরে পোস্ট ই-সেন্টার চালুর পাশাপাশি ডাকঘরসমূহকে ডিজিটাল ডাকঘরে পরিণত করা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে নির্মাণকৃত ১৪টি মেইল প্রসেসিং এন্ড লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টারে ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন, চিলিং চেম্বারসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। ডাক অধিদপ্তরের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের কাজও চলমান আছে। ডাক অধিদপ্তরের উদ্যোগ 'নগদ' ইতোমধ্যে দেশের একটি প্রধান ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সেবায় পরিণত হয়েছে। এছাড়া পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের আওতা বৃদ্ধির পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় দেশের সকল বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস ও মেইলিং অপারেটর সেবাকে যথাযথ সুশাসনের আওতায় আনার লক্ষ্যেও সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রতিবেদন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' গড়তে এ বিভাগ এবং অধীনস্থ সকল দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সকলকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফা জব্বার

মোঃ খলিলুর রহমান
সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যক্রম, গৃহীত কর্মসূচী, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদন ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি সরকারি কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এর দিক-নির্দেশনায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। 'রূপকল্প ২০২১' এর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছে। এ স্বপ্ন পূরণের জন্য ঐতিহ্যগত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পণ্য ভিত্তিক শ্রমঘন অর্থনীতির উপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তে বৈশ্বিক জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী অর্থনীতির সমান্তরালে চলাই বর্তমানের প্রধান চ্যালেঞ্জ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে আগামী দিনে সমাজ ও অর্থনীতির সকল ক্ষেত্র দেশের ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের উপর নির্ভর করবে। 5G, ক্লাউড কম্পিউটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডাটা, ইন্টারনেট অব থিংস, থ্রিডি প্রিন্টিং, ব্লকচেইন এবং সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম এর ন্যায় নতুন প্রযুক্তির উদ্ভবের কারণে কর্মসংস্কৃতি ও মানবসম্পদসহ প্রতিটি সেক্টরের সমস্ত মৌলিক উপাদানগুলির ডিজিটাল রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অবকাঠামো, সংযোগ, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়ার প্রচলন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমালা, পরিকল্পনা, আইন, পদ্ধতি, পরিচালনার মানদণ্ড, ডিজিটাল স্পেসে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুসংহত করতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

দেশে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় গত জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে দেশে টেলিফোন সংযোগ প্রায় ৭২ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৫৩ লক্ষ। ফলে সর্বশেষ জনশুমারির ভিত্তিতে দেশে টেলিঘনত্ব ১১১.৯৭% এ উন্নীত হয়েছে এবং ইন্টারনেট পেনিট্রেশন প্রায় ৭৬.৪২% এ দাঁড়িয়েছে। গত এক বছরে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার প্রায় ১২০০ জিবিপিএস বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বৈশ্বিক অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নেটওয়ার্ক বিস্তার ও নতুন অবকাঠামো স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দুর্গম অঞ্চলসহ দেশব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, বিদ্যমান ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের উন্নয়ন, মহাকাশে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' উৎক্ষেপণ, তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান আছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে বিটিসিএল-এর টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক আধুনিকায়নের কাজ চলমান আছে। টেলিটক অন্যান্য মোবাইল অপারেটরের সাথে প্রতিযোগিতার পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার কাজ করছে। দেশীয়ভাবে টেলিযোগাযোগ ইকুইপমেন্ট ও সরঞ্জামাদি সংযোজন ও উৎপাদনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সাশ্রয়ের লক্ষ্যে টেলিফোন শিল্প সংস্থা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেসর সমৃদ্ধ দোয়েল ল্যাপটপ, টেলিফোন সেট, মোবাইল ব্যাটারি ও চার্জার, এনার্জি মিটার সংযোজন করে বাজারজাত করছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড দেশেই কপার ক্যাবল ও অপটিক্যাল ফাইবার উৎপাদনের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক ক্যাবল উৎপাদনের জন্য প্লান্ট স্থাপন সম্পন্ন করেছে।

ডাক সেবার আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার সনাতন পদ্ধতির ডাক ও এজেন্সি সেবাসমূহকে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক সেবায় রূপান্তরসহ মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, ডিজিটাল কমার্স ডেলিভারি ইত্যাদি বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি সারাদেশে ডাক পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পোস্টাল ভ্যান ক্রয়সহ ডাক সেবার জরাজীর্ণ অবকাঠামোসমূহের অধিকাংশ পুন:নির্মাণ করা হয়েছে এবং মেইল প্রসেসিং এন্ড লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টারের ন্যায় নতুন অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, কভিড-১৯ অতিমারির মধ্যেও ডাক বিভাগ প্রদত্ত পার্সেল সার্ভিস ব্যবসা-বাণিজ্য সচল রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়তে সক্ষম হবো- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ খলিলুর রহমান

সম্পাদকীয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

উপদেষ্টা

মোস্তাফা জব্বার
মাননীয় মন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

মোঃ খলিলুর রহমান
সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

সম্পাদনা পর্ষদ

- **মোঃ আসলাম হোসেন, যুগ্ম সচিব**
- প্রিয়সিন্ধু তালুকদার, উপসচিব
- হরিদাস ঠাকুর, উপসচিব
- সৈয়দ শরিফুল ইসলাম, উপসচিব
- ফাতিমা-তুজ-জোহরা ঠাকুর, উপসচিব
- মো: শরিফুর রহমান, উপপরিচালক

'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা ইতোমধ্যেই উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কাতারে সামিল হয়েছি এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপদান করতে পেরেছি। আমাদের আগামীর পথচলা ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' অর্জন, ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ এবং সর্বোপরি 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' বাস্তবায়ন।

দেশ আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় শামিল। এ অগ্রযাত্রায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে গৃহীত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নেও এ বিভাগের অন্যতম মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। আমাদের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বিশ্ব পরিমণ্ডলে সামনের কাতারে থাকা। ডিজিটাল ক্ষেত্রে বর্তমানে যে বিপ্লব চলছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হওয়ার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠবে পরবর্তী প্রজন্মের স্মার্ট বাংলাদেশ।

প্রতি বছর ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের গৃহীত কার্যক্রম, সফলতা ও অর্জন নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে এই বিভাগের বার্ষিক কার্যসম্পাদন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি সর্বসাধারণকে অবহিত করাই এর উদ্দেশ্য। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সন্নিবেশপূর্বক ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সম্পাদিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রেরণ করে প্রতিবেদন প্রকাশনায় সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি তথ্যসমৃদ্ধ ও বিস্তৃত আকারে প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বারের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞ। প্রতিবেদন প্রকাশে সচিব মহোদয় সার্বক্ষণিক পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁর প্রতিও সম্পাদনা পর্ষদ গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। প্রতিবেদনে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। অধ্যায়সমূহ হচ্ছে যথাক্রমে বিভাগ পরিচিতি, দপ্তর/সংস্থার পরিচিতি ও কার্যক্রম, ২০২১-২২ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব আয় ও ব্যয়, ২০২১-২২ অর্থবছরসহ গত ১৪ বছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং সচিত্র ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম ও বিভাগ সম্পর্কিত কতিপয় ঐতিহাসিক দলিলাদি।

প্রতিবেদনটি হতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে এ বিভাগের স্টেকহোল্ডারসহ সকল পেশা ও শ্রেণির মানুষ সম্যক ধারনা লাভ করতে পারবেন মর্মে বিশ্বাস করি।

মোঃ আসলাম হোসেন
যুগ্ম সচিব
ও
আহ্বায়ক
সম্পাদনা পর্ষদ

প্রথম অধ্যায়

বিভাগ পরিচিতি ও সংশ্লিষ্ট তথ্য

১. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

দেশে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও ডিজিটাল খাতের উন্নয়ন, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং এসংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রবিধান, গাইডলাইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপর ন্যস্ত। গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে 'ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' পুনর্গঠনপূর্বক এর আওতায় 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ' এবং 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ' নামে দুইটি বিভাগ গঠন করা হয়;

১.১ লক্ষ্য

জনগণের জন্য সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন এবং সমসাময়িক প্রযুক্তি নির্ভর ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণ;

১.২ উদ্দেশ্য

- ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বের সাথে নিরাপদ যোগাযোগ ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা; দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে ডাক ও টেলিযোগাযোগের অত্যাধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা;
- জনগণের স্বার্থ রক্ষাপূর্বক ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান;

১.৩ কার্যাবলি

Rules of Business, 1996 এর SCHEDULE-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions)-এ উল্লিখিত ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপর ন্যস্ত বিষয়সমূহ সংশোধনপূর্বক গত ১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। উক্ত সংশোধনী অনুযায়ী বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ-

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তাদের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন বাস্তবায়ন এবং সংশোধন; ডাক সুবিধা ও সেবাসমূহ; পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকসহ অন্যান্য অনুমোদিত ব্যাংকিং কার্যক্রম; ডাক জীবনবীমা; ডাক প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ও কুরিয়ার সেবাসমূহ;
- ডাক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রদেয় বিভিন্ন এজেন্সি সেবা; দেশে ও বিদেশে দূর-আলাপন, ন্যারোব্যান্ড ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট, তথ্য যোগাযোগ এবং এ সংশ্লিষ্ট সেবাসহ সকল প্রকার টেলিযোগাযোগ সেবা; প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী ও পরিষেবা প্রদানকারীসহ সামগ্রিক টেলিযোগাযোগ শিল্প;
- নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম, অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার তথ্য ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক, যোগাযোগ উপগ্রহ এবং উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র ইত্যাদিসহ টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়ন; টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে প্রদত্ত তৃতীয়পক্ষীয় অ্যাপ্লিকেশন (over the top Application) সেবাসমূহ;
- বেতার তরঙ্গ, Telephone Numbering, IP Address, Country Code Top Level Domains এবং টেলিযোগাযোগ ও তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন সনাক্তকারী নম্বরসহ টেলিযোগাযোগ খাতের সম্পদসমূহ; টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও উপাদানসমূহের পাশাপাশি তাদের ব্যবহার/ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, সাইবার নিরাপত্তা; টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ;
- টেলিযোগাযোগ খাতসংশ্লিষ্ট মান (standard), প্রটোকল (protocol), প্রক্রিয়া (procedure) এবং নিয়মাবলি (codes); ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি), মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তার বিকাশ; বিভাগের অধীন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগসমূহ;
- বিসিএস (ডাক) ও বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডার সার্ভিসের প্রশাসনিক কার্যক্রম; আর্থিক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম;

- বিভাগের অধীন নিম্নোক্ত অধিদপ্তর, অধীনস্থ দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ-
  - (ক) ডাক অধিদপ্তর;
  - (খ) টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি);
  - (গ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি);
  - (ঘ) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল);
  - (ঙ) বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল);
  - (চ) বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বিসিএসএল);
  - (ছ) টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) লিমিটেড;
  - (জ) টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টিবিএল);
  - (ঝ) বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল);
  - (ঞ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ।

- ডাক ও ও টেলিযোগাযোগ খাতে লাইসেন্সিং ও নিয়ন্ত্রণ (Regulation); বিভাগের উপর অর্পিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক সত্ত্বার সাথে প্রোটোকল এবং চুক্তি স্বাক্ষর; এ বিভাগের উপর অর্পিত বিষয় সকল আইন; বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে তদন্ত, অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ের ফি ও চার্জ (আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত);

১.৪ বিভাগের কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা ও গাইডলাইন/নির্দেশিকাসমূহ

(ক) টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত

আইন

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০৬, ২০১০);
- বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০০৯;
- বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৯;
- The Wireless Telegraphy Act, 1933;
- The Telegraph Act, 1885;

বিধি

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২;
- সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০২১;

প্রবিধান

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২;
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২২;
- The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (ANS Operator’s Quality of Service) Regulations, 2018;
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮;

নীতিমালা

- জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৮;
- আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার টেলিযোগাযোগ সেবা নীতিমালা, ২০১০;
- জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০০৯;

গাইডলাইন

- Regulatory and Licensing Guidelines for PSTN;
- Regulatory and Licensing Guidelines for invitation of Proposals/Offers for Issuing Zonal License to Private Operator for Establishing, Operating and Maintaining PSTN Services in Central Zone, Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Renewal of Cellular Mobile Phone Operator License for Establishing, Operating and Maintaining Cellular Mobile Phone Systems and Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for invitation of Proposals/Offers for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining 3G Cellular Mobile Phone Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for invitation of Proposals/Offers for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Mobile Number Portability Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License for Tower Sharing in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Offers/Proposals for Issuing License to Build, Operate and Maintain Submarine Cable Systems and Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Offers/Proposals for Issuing License to Build, Operate and Maintain International Terrestrial Cable (ITC) Systems and Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Satellite Operator in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Offers /Proposals for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining International Gateway (IGW) Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Offers /Proposals for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining International Internet Gateway (IIG) Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Offers /Proposals for Issuing License for Interconnection Exchange (ICX) Services Establishing, Operating and Maintaining in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/ Offers for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining Broadband Wireless Access Services in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License to VoIP Service Provider (VSP) in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Internet Service Provider (ISP) in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines for VSAT Hub Operator and VAST User;

- Regulatory and Licensing Guidelines for Internet Protocol Telephony Service Provider License;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Nationwide Telecommunication Transmission Network;
- Regulatory and Licensing Guidelines for Issuing License to National Internet Exchange (NIX) in Bangladesh;
- Regulatory and Licensing Guidelines (Amended) for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining Vehicle Tracking Service in Bangladesh;
- Regulatory Guidelines for Issuance of Registration Certificate for Providing Telecommunication Value Added Services (TVAS) In Bangladesh;
- Infrastructure Sharing Guidelines;

(খ) ডাক সম্পর্কিত

আইন

- The Post Office Act, 1898 (২০১০ সনের ১ নং আইন দ্বারা সংশোধিত);
- The Post Office National Savings Certificates Ordinance, 1944;
- The Post Office Cash Certificates Act, 1917;
- The Government Savings Banks Act, 1873 ;

বিধি

- The Bangladesh Post Office Rules, 1961;
- Sanchayapatra Rules, 1977;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১৩;
- বাংলাদেশ পোস্ট অফিস (গেজেটেড ও নন গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫;

নীতিমালা

- পরিবার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৯ (সংশোধিত-২০১৫);
- পেনশনার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত-২০১৫);

ম্যানুয়াল/ কোড

- Post Office Manual, Volume I (Legislative Enactments);
- Posts and Telegraphs Manual Volume II (General Regulations);
- Post Office Manual Volume III (Schedule of Administrative Powers of Officers of the Bangladesh Post Office);
- Posts and Telegraphs Manual Volume IV (Establishments);
- Post Office Manual Volume V (Post Office and Mail Service General Regulations);
- Post Office Manual Volume VI (Post Office);
- Post Office Manual Volume VII (Railway Mail Services);
- Post Office Manual Volume VIII (Post Office and Railway Mail Service Supervising Officers);
- Posts, Telegraphs and Telephones Initial Account Code Volume I (General Account Code);
- Foreign Post Manual Volume- I LETTER MAIL (Including Airmail);
- Foreign Post Manual Volume- I I PARCEL POST;
- Postal Life Insurance Manual Chapter I To XIII;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বাংলাদেশে ৫জি প্রযুক্তির বাণিজ্যিক পরীক্ষামূলক সেবা উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত অপারেটর টেলিটকের মাধ্যমে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, বাংলাদেশ সচিবালয়, সাভারে জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ধানমন্ডি-৩২ এবং শের-ই-বাংলা নগরে এই সেবা চালু করা হয়েছে।

১.৫ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিভিন্ন শাখাসমূহ এবং অর্পিত দায়িত্ব

(ক) প্রশাসন-১

- **প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা:** বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাদের কার্যবিবরণী ও কার্যবণ্টন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা; রাজস্বখাতে পদসৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, পদ স্থানান্তর, বিলুপ্তি ও জনবল উদ্বৃত্তকরণ বা আত্তীকরণ ও নিয়োগ; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শৃঙ্খলা, বিভাগীয় মামলা, আপীল ও রিভিশন; বিভাগ, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন; বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ, পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল মঞ্জুরি; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছুটি মঞ্জুর ও অনুমোদন; বিভাগের ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পিআরএল ও পেনশন; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মী প্রশাসন ব্যবস্থাপনা; বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ, স্টাডি ট্যুর, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মিটিং; অর্থনৈতিক সমীক্ষা;

- **সমন্বয় বিষয়ক কার্যাবলি:** অন্যান্য প্রশাসনিক ও সমন্বয় বিষয়ক; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার যাচিত বিষয়াদি প্রেরণ ও সমন্বয়; বিভিন্ন সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ;

- **সংসদ বিষয়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটির কার্যাবলি:** জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার নির্বাচন; বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন, ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন; জাতীয় সংসদ অধিবেশনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জবাব প্রেরণ; ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কমিটিসহ অন্যান্য স্থায়ী ও সাব-কমিটির কার্য সম্পাদন; মন্ত্রিপরিষদ কাউন্সিল কমিটি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব কমিটির কার্যক্রম;

- **অন্যান্য:** শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান; প্রটোকল; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ; মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ; বিভাগ এবং ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের খন্ডকালীন কাজ বা পরামর্শক কাজ, লেখা, বইপত্র ছাপানো, রেডিও, টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বিদেশী মিশন ও সংস্থার অনুষ্ঠানে যোগদান অনুমতি প্রদান; বিভাগের আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সিলেবাস হালনাগাদকরণ; নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম; বিভাগের মাসিক সমন্বয় ও অনিষ্পন্ন বিষয়ক সভার কার্য সম্পাদন;

(খ) বাজেট ১ ও ২

- বিভাগ এবং টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও ডাক অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট এবং রাজস্ব আয় ও ব্যয় বিষয়ক কার্যাবলি; অনুন্নয়ন কর্মসূচি; বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ সভার যাবতীয় কার্যাবলি; বিভাগ ও ডাক অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড়, সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন; বিভাগ ও ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ, কম্পিউটার, মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল ইত্যাদি খাতে বিভাজন ও অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান; বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি এবং চূড়ান্ত উত্তোলন; উপযোজন হিসাবের ব্যাখ্যা প্রদান; বিটিআরসি'র বাজেট অনুমোদন; কোম্পানিসমূহের বার্ষিক লভ্যাংশ নির্ধারণ, বাজেট প্রণয়নের জন্য অর্থ বিভাগের চাহিদা অনুসারে সকল প্রকার তথ্য উপাত্ত সরবরাহ, শুল্ক কর নির্ধারণ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের আয় ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংক্রান্ত পর্যাবৃত্ত (periodic) প্রতিবেদন; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(গ) প্রশাসন-২

- **সাধারণ সেবাসমূহ:** বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চিঠিপত্র, সার্কুলার ও ইস্তেহার গ্রহণ ও বিতরণ; বিভাগের যাবতীয় সাধারণ সেবামূলক কার্যাবলি; মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ফেরি পারাপার ও হেলিকপ্টার ব্যবহারের বিল পরিশোধ; আসবাবপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, অকেজো ঘোষণা, চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকরণ;
- **অন্যান্য সেবাসমূহ:** বিভাগের অফিস কক্ষসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা; লাইব্রেরি ও ডকুমেন্ট কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা; কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর প্রদত্ত কল্যাণমূলক কার্যাবলি; অফিস স্থান ও বাসা বরাদ্দ; সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঘ) নিরীক্ষা-১

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও ডাক অধিদপ্তরের সকল প্রকার নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ; বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার নিরীক্ষা এবং পাবলিক একাউন্টস কমিটি, অনুমিত হিসাব ও অন্যান্য কমিটি বিষয়ক কার্যাবলি; দ্বি-পক্ষীয়, ত্রি-পক্ষীয় সভা; নিরীক্ষা আপত্তির পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও ডাক অধিদপ্তরের নিরীক্ষা বিষয়ে সিএজি ও মহাপরিচালক নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ; বিদ্যমান হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ত্রুটি বিচ্যুতি নিরূপণ করে উন্নয়নের সুপারিশ; সিএও কর্তৃক ডাক অধিদপ্তরের হিসাব পেয়ারিং ও কনকারেন্ট অডিট; পেনশনারদের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত পাক্ষিক, মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ; নিরীক্ষা আপত্তি অবলোপন সংশ্লিষ্ট বিষয়; নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; নিরীক্ষা সংক্রান্ত মনিটরিং; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঙ) নিরীক্ষা-২

- সিএজি কর্তৃক পরিচালিত নিরীক্ষা কার্যক্রম; সিএজি-এর অতিরিক্ত কোম্পানিসমূহ ও সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত চার্টার্ড একাউন্ট ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষা; নিরীক্ষা আপত্তি বিষয়ে সিএজি, অডিট অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তর সংস্থার সাথে যোগাযোগ; নিরীক্ষা সংক্রান্তে সরকারি হিসাব কমিটি, অনুমতি হিসাব কমিটির কার্যক্রম; দ্বি-পক্ষীয়, ত্রি-পক্ষীয় সভা ও টাস্কফোর্স বিষয়ক কার্যাবলি; সাধারণ, অগ্রিম ও খসড়াসহ সকল নিরীক্ষা আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা; নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- নিরীক্ষা আপত্তির কারণ অনুসন্ধান, নিরীক্ষা বিষয়ক গবেষণা ও আপত্তি নিরসনে আধুনিক পদ্ধতির উদ্ভাবন; দপ্তর ও সংস্থার হিসাব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সুপারিশ; নিরীক্ষা আপত্তি অবলোপনের ব্যবস্থাপনাকরণ; পেনশন গমনেচ্ছুদের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; বিভাগের নিরীক্ষা শাখাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন; আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং; নিরীক্ষা সংক্রান্ত সকল ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ; নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(চ) ডাক-১

- **প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা:** ডাক অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাদের কার্যবিবরণী ও কার্যবণ্টন, কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং রাজস্ব খাতে পদসৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, পদ স্থানান্তর ও বিলুপ্তি এবং জনবল উদ্বৃত্তকরণ ও আত্তীকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর উন্নয়ন প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো ও পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তর এবং রাজস্ব খাতে স্থানান্তর না হওয়া পর্যন্ত পদ সংরক্ষণ ও বেতন ভাতা মঞ্জুর; বিদ্যমান ডাকঘরের মান উন্নয়নের জন্য রাজস্ব খাতে পদ সৃজন;
- **নিয়োগ ও বদলি:** বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক) ক্যাডার কর্মকর্তাদের নব-নিয়োগ; ডাক অধিদপ্তরের ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের নব-নিয়োগ; ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা ও চাকরির তথ্যাবলি প্রণয়ন; ডাক অধিদপ্তরের ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, চলতি দায়িত্ব, অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান; কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা নির্ধারণ; ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পিএমজি, জেনারেল ম্যানেজার (পিএলআই), প্রিন্সিপাল একাডেমি এবং সমপর্যায়ের পদে নিয়োগ, বদলি, পদস্থাপন; কর্মকর্তাদের ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম অনুমোদন; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সম্মানী ভাতা অনুমোদন; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শিক্ষাছুটি, প্রেষণ, বহি: বাংলাদেশ ছুটি অনুমোদন; পোস্টাল এটাচে লন্ডন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
- **অন্যান্য দায়িত্বসমূহ:** ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা এবং আপীল ও রিভিশন; ডাক অধিদপ্তরের বিসিএস (ডাক) ক্যাডার কর্মকর্তাদের পিআরএল এবং পেনশন মঞ্জুরি; ডাক অধিদপ্তরের এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক) ক্যাডার সংক্রান্ত যাবতীয় আইন, বিধি, ম্যানুয়াল ইত্যাদি বিষয়ক কার্যাবলি; ডাক অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের চাকরি ও বেতন, ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তিগত আবেদন ও অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার আপিল, রিভিউ, রিভিশন; ডাক অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ; শাখা পরিদর্শন ও অধীনস্থদের কার্যক্রম তদারকি ও প্রশিক্ষণ দান; বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, অফিস আদেশমূলে কার্য সম্পাদন;

(ছ) ডাক-২

- **ডাক ব্যবস্থাপনা:** সাধারণ ও স্মারক ডাকটিকেটের অনুমোদন ও মুদ্রণ; বিভিন্ন প্রকার স্ট্যাম্পস্ বিষয়ক কার্যাদি সম্পাদন; ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয়ী হিসাব, পেন্ডিং মানি অর্ডার, ডাক জীবন বীমা, ডাক মাশুল নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়ন; এজেন্সি সার্ভিসের কমিশন এবং নতুন এজেন্সি সার্ভিস; ডাক অধিদপ্তরের সেবার মান উন্নয়ন, বিদ্যমান ডাকঘরের মান উন্নয়ন (পদ সৃষ্টি ব্যতীত), নতুন ডাকঘর স্থাপন ; আন্তর্জাতিক মানি অর্ডার ও জাইরো রেমিট্যান্স; বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক ডাক সার্ভিস ; বিশ্ব ডাক সংস্থা (ইউপিইউ), আঞ্চলিক ডাক সংস্থা এবং বৈদেশিক ডাক প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় এবং কনফারেন্স ও বৈঠক; ডাক বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা পরিশোধ; অভ্যন্তরীণ ডাক সার্ভিস সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতিমালা ও পদ্ধতি;
- **প্রচার, প্রকাশনা ও অভিযোগ:** ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানাদির প্রচার ও তার বিল অনুমোদন ও পরিশোধ; মানি অর্ডার ও রেজিস্টার্ড পার্সেল সম্পর্কিত অভিযোগ এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ডাক অধিদপ্তরের সেবা সম্পর্কিত আবেদন ও অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ; ডাক অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের চাকরি ও বেতন ভাতা, ব্যক্তিগত আবেদন অভিযোগ এবং বিভাগীয় মামলার আপিল, রিভিউ ও রিভিশন ইত্যাদি; ডাক অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কর্তব্যে অবহেলা, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ক কার্য সম্পাদন; বিভিন্ন আদালত ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলা পরিচালনা; ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বয়স প্রমার্জন;
- **অন্যান্য দায়িত্বসমূহ:** ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস ও বাড়ী ভাড়া পরিশোধ ও অনুমোদন; মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কাজ; বিভাগ এবং তার আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার দেওয়ানী, ফৌজদারি, রিট ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলা পরিচালনা; ডাক অধিদপ্তরের অননুমোদিত ক্রয় বা ব্যয়ের আবরণী মঞ্জুরি প্রদান; ডাক অধিদপ্তরের ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল ব্যবস্থাপনা; ডাক অধিদপ্তরের আদায় বা নিষ্পত্তির অযোগ্য সরকারি অর্থ ও উপকরণসমূহের অবলোপন; ডাক অধিদপ্তরের সাধারণ সেবামূলক কার্যাবলি (মহাপরিচালকের ক্ষমতা বহির্ভূত); যানবাহন অকেজো ঘোষণা, ক্রয়, মেরামত, নিবন্ধন চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকরণ, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সিএনজিকরণ; ডাক অধিদপ্তরের ভবন ও অন্যান্য সম্পদ নিলামে বিক্রয়; ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার চালুকরণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(জ) টেলিকম

- টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত আইন, বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন ও সংশোধন; টেলিযোগাযোগ খাতে বিভিন্ন লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল, শেয়ার হস্তান্তর বিষয়ক কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন শুল্ক, কর, ট্যারিফ, রেভিনিউ শেয়ারিং; টেলিযোগাযোগ সেবার বেসরকারিকরণ; রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি খাতে টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপন, স্থানান্তর ও বন্ধকরণ; টেলিযোগাযোগ স্থাপনা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা (কেপিআই) নিশ্চিতকরণ; টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতে সমন্বয় ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ খাতে নিয়োজিত বেসরকারি কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ বিষয়াদি; তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা, ব্রডব্যান্ড নীতিমালাসহ টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি বিষয়ক নীতিমালায় নির্দেশনা অনুযায়ী বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

- বিটিআরসি'র সাংগঠনিক কাঠামো, প্রশাসন ও সেবা, বার্ষিক প্রতিবেদন ও ব্যবস্থাপনা; ইন্টারন্যাশনাল টেলিকম ইউনিয়ন (আইটিইউ), এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি (এপিটি), কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন্স অর্গানাইজেশন (সিটিও) সহ টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও বৈদেশিক টেলিযোগাযোগ প্রশাসনের সাথে চুক্তি, সহযোগিতা ও সমন্বয়সহ অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ; টেলিযোগাযোগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন সার্ক, ডাব্লিউটিও ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সভা ও মতামত প্রদান;

টেলিযোগাযোগ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, পরিসংখ্যান তৈরি, টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং এতদ্‌বিষয়ে প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ; শাখার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঝ) আইসিটি সেল:

- বিভাগের সকল সার্ভার ও ডেস্কটপ কম্পিউটার, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), ই-মেইল সার্ভিস এবং ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থাপনা ও তদারকিকরণ; বিভাগের বিভিন্ন শাখা ও অধিশাখার জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও আনুষঙ্গিক উপকরণসমুহ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সিস্টেমের উন্নয়ন; মন্ত্রণালয়ের সকল কম্পিউটারে সফটওয়্যার ইনস্টল ও হালনাগাদকরণ, ম্যালওয়্যার থেকে কম্পিউটারসমূহের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; নেটওয়ার্ক ও কম্পিউটারসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে 'সিকিউরিটি পলিসি' প্রস্তুতপূর্বক তা প্রয়োগকরণ; বিভাগের ওয়েবসাইটের উন্নয়ন, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ; বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, সার্কুলার ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ; ওয়েবসাইট, মেইল সার্ভিস এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির নিয়মিত ব্যাকআপ সংরক্ষণ;
- সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসরণে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনা ও চিঠিপত্রের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সফটওয়্যার উন্নয়ন এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা; বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থার ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণে পরামর্শ প্রদান; বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও টেকসই করা সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদান এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা বাস্তবায়ন; বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সুপারিশসহ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন; বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার চালনা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার, তথ্য ও সিস্টেমের নিরাপত্তা বিষয়ে করণীয়সহ আইসিটির বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ; আইসিটি সেলের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও স্টেশনারি দ্রব্যাদির স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঞ) কোম্পানি-১

- **প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা:** টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাদের কার্যবিবরণী ও কার্যবণ্টন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং রাজস্ব খাতে পদ সৃজন, সংরক্ষণ, বিলুপ্তিকরণ এবং জনবল উদ্বৃত্তকরণ ও আত্তীকরণ; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর উন্নয়ন প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো ও পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তর এবং রাজস্বখাতে স্থানান্তর না হওয়া পর্যন্ত পদ সংরক্ষণ ও বেতন ভাতা মঞ্জুর; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত নবম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা ও চাকরির তথ্যাবলি প্রণয়ন; ক্যাডার বহির্ভূত নবম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, চলতি দায়িত্ব, অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান; কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (ইঞ্জি.) ও তদূর্ধ্ব পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদস্থাপন এবং পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরি;
- **চাকরির শৃংখলা, বিভাগীয় ব্যবস্থা ও আপীল:** টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা এবং আপিল রিভিউ ও রিভিশন; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও বিটিসিএলসহ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (টেলিকম) ক্যাডার বিষয়ক যাবতীয় আইন, বিধি, ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও সংশোধন; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের দশম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তার চাকরি, পদোন্নতি ও বেতন ভাতা, ব্যক্তিগত আবেদন ও অভিযোগ; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের দশম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং বিভিন্ন আদালত ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলা; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের

ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম অনুমোদন; বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০০৯ অনুসারে বিলুপ্ত বিটিটিবি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপশন, পাওনা পরিশোধ, চাকরি স্থানান্তর ও চাকরি সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কার্যক্রম; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব বিবরণী;

- **অন্যান্য দায়িত্বসমূহ:** শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ দান; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও বিটিসিএল'র যাবতীয় মামলা যেমন-দেওয়ানী, ফৌজদারি, রিট মামলা, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বৈদেশিক চাকরি বা লিয়েনের আবেদন মঞ্জুর;

(ট) কোম্পানি-২

- বিটিসিএল, বিএসসিসিএল, বিসিএসসিএল, টেশিস, বাকেশি এবং টেলিটক কোম্পানির যাবতীয় কার্যাবলি; কোম্পানিসমূহের শেয়ার অফলোড; ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও অভিযোগ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ; জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণের টেলিফোন, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ইত্যাদির বকেয়া ও চলতি বিল বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন; টেলিযোগাযোগ সার্ভিস সম্পর্কিত ব্যক্তিগত আবেদন ও অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ; গ্রাহকদের টেলিফোন বিলের অভিযোগ এবং পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত টেলিযোগাযোগ সার্ভিস সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ; কোম্পানিসমূহ কর্তৃক গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, বিভিন্ন পৌর কর ইত্যাদি ইউটিলিটি সার্ভিস বকেয়া বিল পরিশোধ ও মনিটরিং; কোম্পানিসমূহের দপ্তর ও সংস্থার ক্রয় কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কমিটিতে উপস্থাপন; কোম্পানিসমূহের একীভূতকরণ; কোম্পানিসমূহের অনুমোদিত ক্রয় ও ব্যয়ের আবরণী মঞ্জুরি; কোম্পানিসমূহের আদায় ও নিষ্পত্তির অযোগ্য সরকারি অর্থ ও উপকরণসমূহের মূল্য অবলোপন; কোম্পানিসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল ব্যবস্থাপনা; কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন অফিস ও বাড়ী ভাড়া পরিশোধ ও অনুমোদন; কোম্পানিসমূহের যানবাহন অকেজো ঘোষণা, যানবাহন ক্রয়, মেরামত, নিবন্ধন, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সিএনজিকরণ; কোম্পানিসমূহের ভবন ও অন্যান্য সম্পদ অকেজো ঘোষণা ও নিলামে বিক্রয়; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঠ) পরিকল্পনা-১

- ডাক অধিদপ্তরের জন্য সেক্টর পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি; ডাক অধিদপ্তরের জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়ন; ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন; ডাক অধিদপ্তরের জন্য বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তা এবং অপরাপর বৈদেশিক অনুদানের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, দাতা সংস্থার সহিত যোগাযোগ এবং চুক্তি; প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন; জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (এনইসি), জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ (একনেক), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এবং পরিকল্পনা কমিশনের সহিত ডাক বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রতিবেদন প্রেরণ;
- ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ এবং কাউন্সিল কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অনুসরণ এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; ডাক অধিদপ্তরের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুতকরণ; ডাক অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যাবলি; উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রশাসন শাখায় প্রয়োজনীয় নথিপত্র হস্তান্তর; উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ডাক অধিদপ্তরের যাবতীয় ক্রয় কার্যাদি প্রচলিত সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান; ডাক অধিদপ্তরের যে কোন পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যাবলি; উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প সম্পর্কিত সমস্ত যোগাযোগ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে হুকুমদখল ব্যবস্থাপনা; ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পের অধীনে পদসৃজন প্রক্রিয়াকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন যন্ত্রপাতি, যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল অবমুক্তি; দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ড) পরিকল্পনা-২

- ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিষ্পত্তিকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত বৈদেশিক সাহায্য; জেলাওয়ারী ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প; ডাক অধিদপ্তরের যে কোন পরিসংখ্যান; উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প সম্পর্কিত সমস্ত যোগাযোগ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে হুকুমদখল ব্যবস্থাপনা; ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পের অধীনে পদসৃজন প্রক্রিয়াকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন যন্ত্রপাতি, যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ; ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল অবমুক্তকরণ; দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঢ) পরিকল্পনা-৩

- বিটিসিএল'র সেক্টর পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি; বিটিসিএল'র জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়ন, প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন; বিটিসিএল'র জন্য বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তা এবং অপরাপর বৈদেশিক অনুদানের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, দাতা সংস্থার সহিত যোগাযোগ এবং চুক্তিসমূহ; বিটিসিএল'র চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন; জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (এনইসি), জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ(একনেক), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সহিত বিটিসিএল এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রতিবেদন প্রেরণ; বিটিসিএল'র উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ এবং কাউন্সিল কমিটির সিদ্ধান্তবলি বাস্তবায়ন অনুসরণ এবং এ সম্পর্কীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; বিটিসিএল'র সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুতকরণ; বিটিসিএল'র পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যাবলি; উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রশাসন শাখায় প্রয়োজনীয় নথিপত্র হস্তান্তর; বিটিসিএল'র উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা; উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিটিসিএল'র যাবতীয় ক্রয় কার্যাদি প্রচলিত সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণ; শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ণ) পরিকল্পনা-৪:

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিআরসি, বিএসসিসিএল, বিসিএসসিএল, টেলিটক বাংলাদেশ লি:, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লি:, বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লি: এবং সংস্থা ও বিভাগের নিজস্ব প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ; বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও চুক্তিসমূহ; প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণ; প্রকল্পের অধীনে পদ সৃজন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ; অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন; উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ; এমডিজি এবং এসডিজি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন; দাতা সংস্থাসমূহের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ; প্রকল্পের বিবিধ বিষয়াবলি নিষ্পত্তিকরণ;

(ত) আইন

- বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থার মামলা বিষয়ক কার্যাবলির সমন্বয়; বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সমন্বয় সাধন; এটর্নি জেনারেল অফিসের সাথে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক যোগাযোগ; আইন, বিধি; অধ্যাদেশ ও নীতিমালার উপর মতামত প্রদান; আইন সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাবলি; বিভাগ ও বিভাগের অধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান অর্ডিন্যান্স আইনে রূপান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি;

(থ) হিসাব সেল

- আয়ন ও ব্যয়ন কার্যাবলি; চেকের মাধ্যমে বেতন ভাতা, অন্যান্য অর্থ প্রদান, ব্যাংকের একাউন্ট পরিচালনা ও সিএও অফিসের সাথে হিসাবের সঙ্গতিসাধন; হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিবরণী প্রণয়ন; অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ; বাজেট প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি; বেতন নির্ধারণ, যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত রেজিস্টারসমূহ হালনাগাদকরণ; নন-ট্যাক্স রেভিনিউ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব কার্য সম্পাদন;

১.৬ বিভাগের জনবল

ক্রমিক	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	সর্বমোট
১	সচিব	১	৩৪
২	অতিরিক্ত সচিব	১	
৩	যুগ্মসচিব	১	
৪	যুগ্মপ্রধান	১	
৫	উপসচিব	৫	
৬	পরিচালক	২	
৭	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৪	
৮	সিস্টেম এনালিস্ট	১	
৯	সিনিয়র সহকারী প্রধান	২	
১০	সহকারী প্রধান	২	
১১	প্রোগ্রামার	১	
১২	সহকারী প্রোগ্রামার	১	
১৩	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	১	
১৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	
	উপমোট	৩৪	
১৫	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৬	২৮
১৬	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১১	
১৭	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	
	উপমোট	২৮	
১৮	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৯	৩৩
১৯	কম্পিউটার অপারেটর	৪	
২০	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৮	
২১	হিসাবরক্ষক	১	
২২	ক্যাশিয়ার	১	
	উপমোট	৩৩	
২৩	ক্যাশ সরকার	১	৩৪
২৪	ফটোকপিয়ার মেশিন অপারেটর	১	
২৫	অফিস সহায়ক	৩২	
	উপমোট	৩৪	
	সর্বমোট	১২৯	১২৯

১.৭ বিভাগের অধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

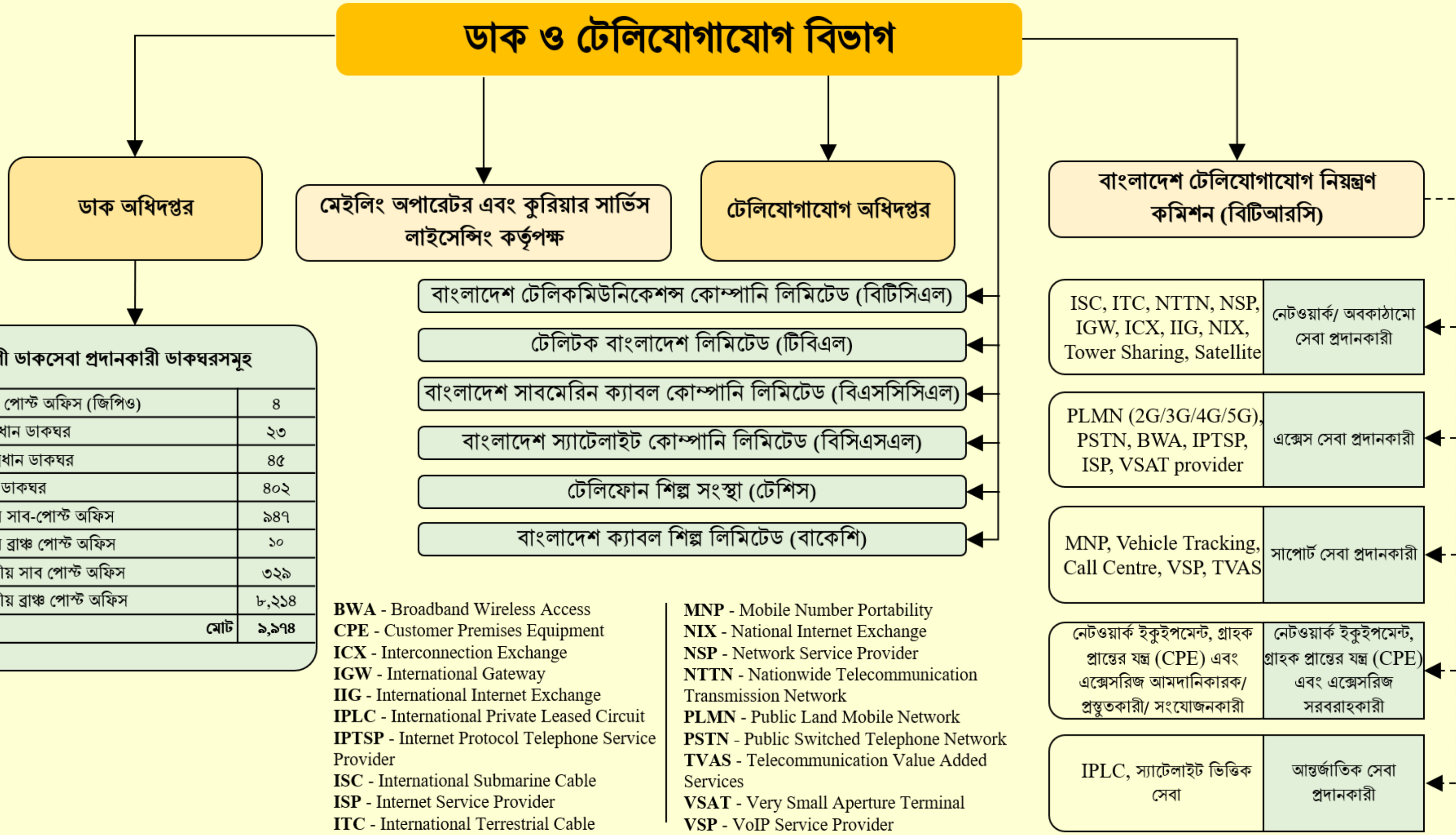

দেশব্যাপী ডাকসেবা প্রদানকারী ডাকঘরসমূহ

জেনারেল পোস্ট অফিস (জিপিও)	৪
এ গ্রেড প্রধান ডাকঘর	২৩
বি গ্রেড প্রধান ডাকঘর	৪৫
উপজেলা ডাকঘর	৪০২
বিভাগীয় সাব-পোস্ট অফিস	৯৪৭
বিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস	১০
অবিভাগীয় সাব পোস্ট অফিস	৩২৯
অবিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস	৮,২১৪
মোট	৯,৯৭৪

BWA - Broadband Wireless Access
CPE - Customer Premises Equipment
ICX - Interconnection Exchange
IGW - International Gateway
IIG - International Internet Exchange
IPLC - International Private Leased Circuit
IPTSP - Internet Protocol Telephone Service Provider
ISC - International Submarine Cable
ISP - Internet Service Provider
ITC - International Terrestrial Cable
MNP - Mobile Number Portability
NIX - National Internet Exchange
NSP - Network Service Provider
NTTN - Nationwide Telecommunication Transmission Network
PLMN - Public Land Mobile Network
PSTN - Public Switched Telephone Network
TVAS - Telecommunication Value Added Services
VSAT - Very Small Aperture Terminal
VSP - VoIP Service Provider

১.৮ বিভাগের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংস্থা

International Telecommunication Union (ITU)

Universal Postal Union (UPU)

Asia Pacific Telecommunity (APT)

Commonwealth Telecommunication Organization (CTO)

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)

GSM Association (GSMA)

Asian-Pacific Postal Union (APPU)

International Organization for Standardization (ISO)

United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO)

United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)

International Telecommunications Satellite Organization (ITSO)

International Telecommunications Satellites (INTELSAT)

International Maritime Satellites (INMARSAT)

3rd Generation Partnership Project (3GPP)

European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO)

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)

South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC)

১.৯ টেলিযোগাযোগ খাতের সার্বিক অগ্রগতির চিত্র

বিষয়	ডিসেম্বর ২০০৮	জুন ২০২১	জুন ২০২২
টেলিডেনসিটি	৩৪.৫০%	১০৪.২৬%	১১১.৯৭%
সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগ সংখ্যা (2G/ 3G/4G)	৪.৬০ কোটি	১৭.৬৪ কোটি	১৮.৪৫ কোটি
ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা	০.৪০ কোটি	১২.১০ কোটি	১২.৬২ কোটি
ইন্টারনেট ঘনত্ব	২.৫০%	৭১.৪৮%	৭৬.৪২%
IIG পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ চার্জ প্রতি মাস প্রতি Mbps (সর্বনিম্ন)	২৭,০০০ টাকা	২৮৫ টাকা	২৪৭ টাকা
আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার	৭.৫ Gbps	২,৬০০ Gbps	৪,০০০+ Gbps
2G সংযোগ সংখ্যা	৪.৬০ কোটি	৭.৬৭ কোটি	৭.৪৭ কোটি
3G সংযোগ সংখ্যা	--	৩.৮৫ কোটি	৩.০৭ কোটি
4G সংযোগ সংখ্যা	--	৬.১৮ কোটি	৭.৯১ কোটি
5G সংযোগ সংখ্যা	--	--	গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাণিজ্যিক পরীক্ষামূলক সেবা চালু হয়েছে।

(ক) ২০২১-২২ অর্থবছরে মাসভিত্তিক সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগ সংখ্যা

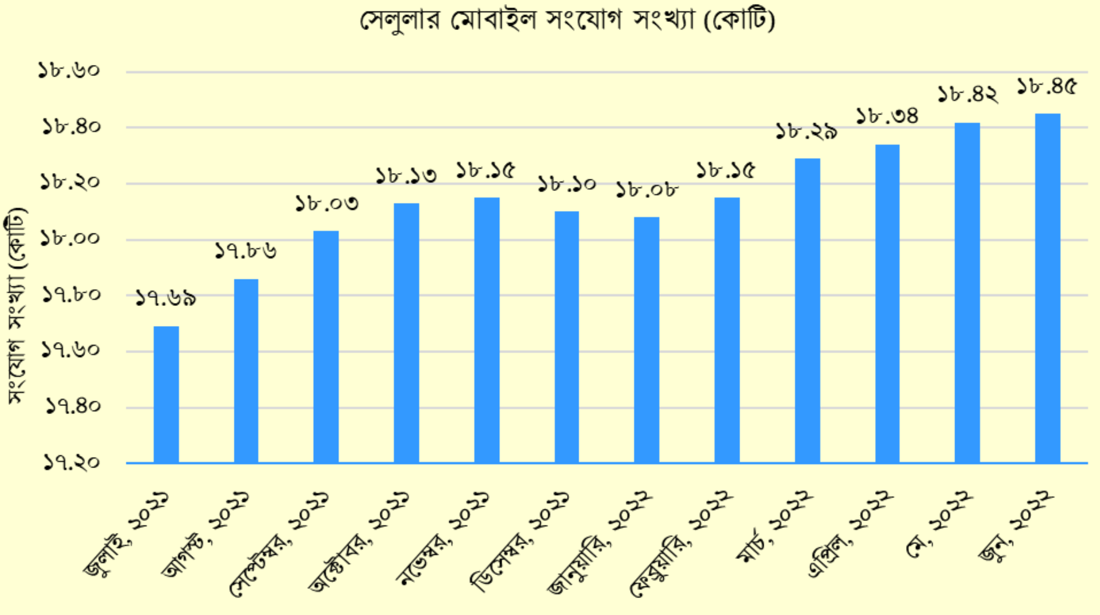

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

(খ) ২০২১-২২ অর্থবছরে সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগের হার

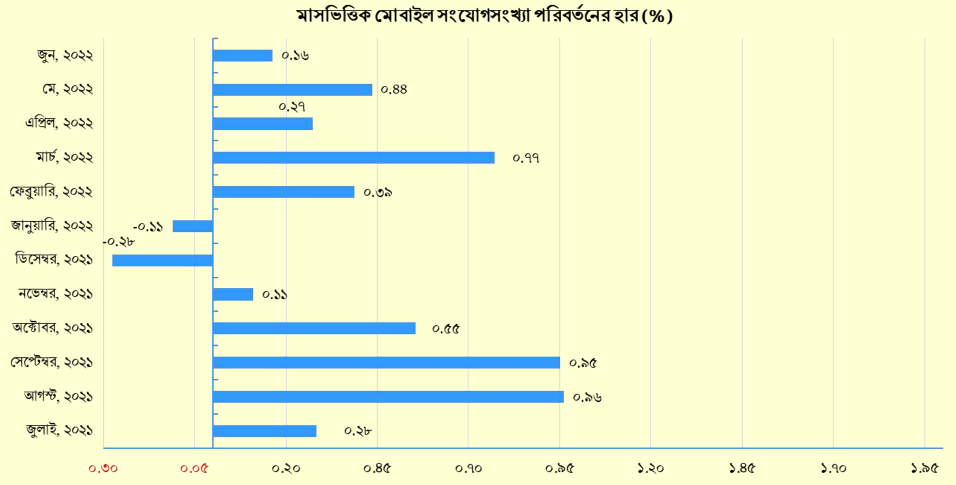

(গ) সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগের অপারেটরভিত্তিক বিন্যাস (জুন ২০২২)

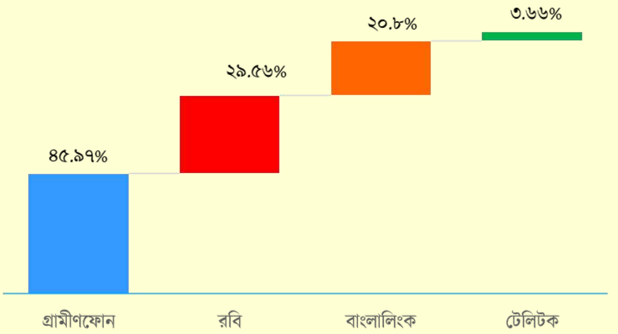

(ঘ) মাসভিত্তিক 2G, 3G ও 4G সংযোগ সংখ্যা পরিবর্তনের চিত্র (জুলাই ২০২১-জুন ২০২২)

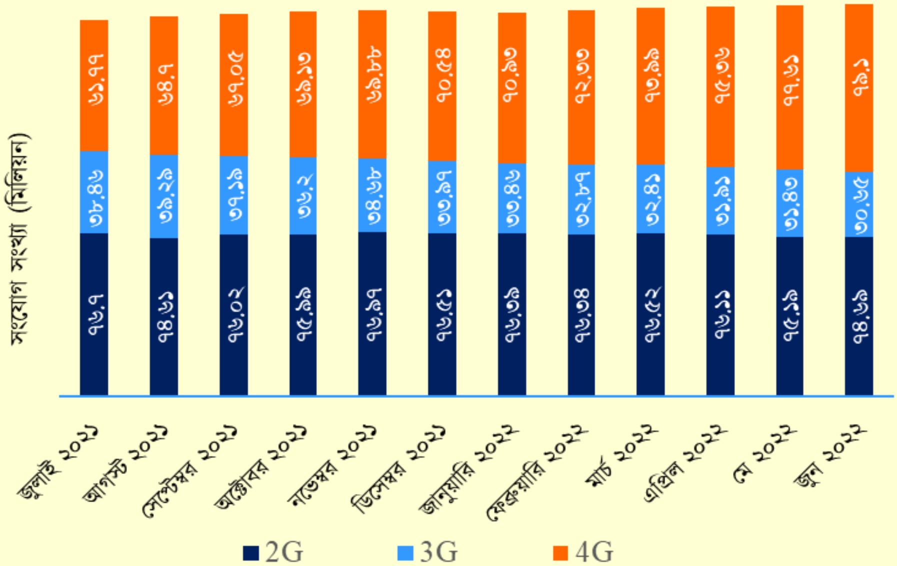

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

(ঙ) ইন্টারনেট সংযোগের বিন্যাস (জুন ২০২২)

সংযোগের প্রকৃতি	সংযোগ সংখ্যা	মার্কেট শেয়ার
সেলুলার মোবাইল (2.5G/ 3G/4G)	১১৫.০৭ কোটি	৯১.১৭%
ISP ও PSTN	১১.১৪ লক্ষ	৮.৮৩%
Wimax (BWA)	০	০%
মোট	১২.৬২ কোটি	--

(চ) ২০২১-২২ অর্থবছরে মাসভিত্তিক ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা

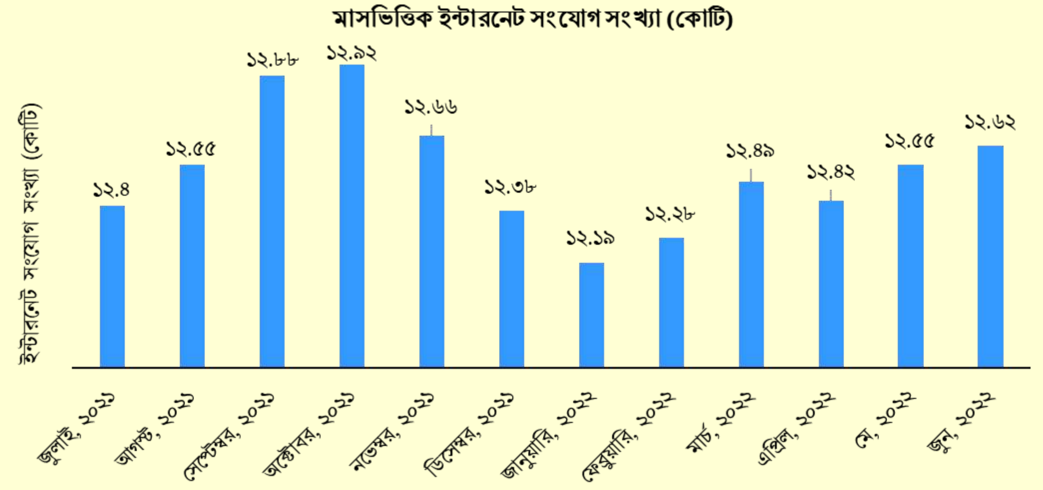

(ছ) ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা পরিবর্তনের হার:

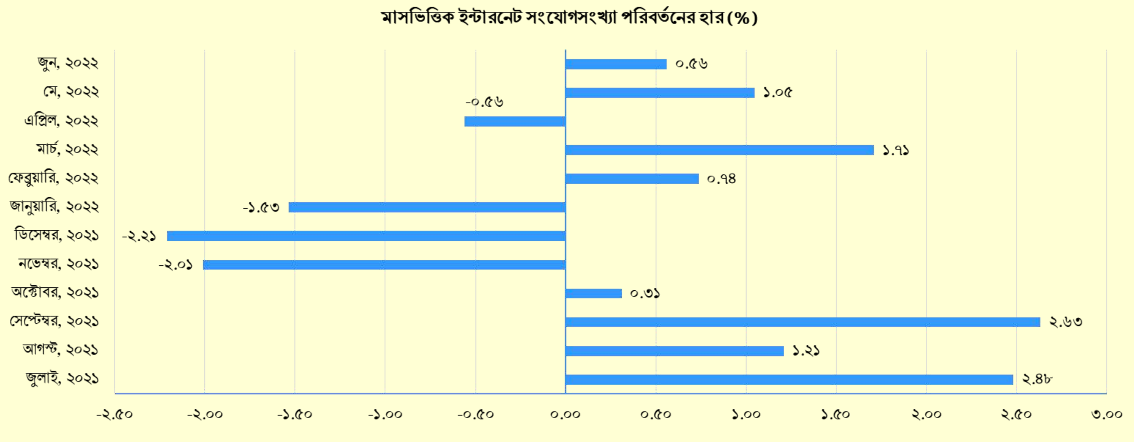

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

১.১০ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিশেষ অর্জন

(ক) ITU/UNESCO Broadband Commission for Sustainable Development নির্ধারিত 2025 Broadband Advocacy Targets এর Target-2 এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ২০৩০ অর্জনে ডিজিটাল সংযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় ITU/UNESCO Broadband Commission for Sustainable Development কর্তৃক প্রবর্তিত 2025 Broadband Advocacy Targets এর Target-2 (Make Broadband Affordable) এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০২০ সালে আংশিক এবং ২০২১ সালে সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে সক্ষম হয়েছে;

- Broadband Advocacy Target-2 এর মূল চাহিদা হলো ২০২৫ এর মধ্যে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশসমূহে এন্ট্রি লেভেলের ব্রডব্যান্ড সেবার মূল্য মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (Gross National Income (GNI) Per Capita) এর ২% এর নীচে নামিয়ে আনা;

- ITU প্রকাশিত ICT Price Baskets (IPB) ডাটা হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ Data Only mobile-broadband Basket (2GB), Fixed Broadband Basket (5GB), Mobile data and voice high-consumption Basket (140 min + 70 SMS + 2 GB), Mobile Data and voice Low-consumption Basket (70 min + 20 SMS + 500 MB), Mobile-cellular Low-usage Basket (70 min + 20 SMS) এই পাঁচটি ক্যাটাগরিতেই প্রাথমিক ব্রডব্যান্ডের মূল্য GNI Per Capita'র ২% এর নীচে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে;

- Broadband Commission নির্ধারিত অন্যান্য Advocacy Target সমূহ অর্থাৎ **Target-1:** Make Broadband Policy Universal, **Target-3:** Get Every one Online, **Target-4:** Promote Digital Skills Development, **Target-5:** Increase use of E-Finance, **Target-6:** Get MSME's Online, **Target-7:** Bridge the Gender Digital Divide এর মধ্যে কয়েকটি ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলো নির্ধারিত সময়ের বহু পূর্বেই অর্জিত হবে মর্মে আশা করা যায়।

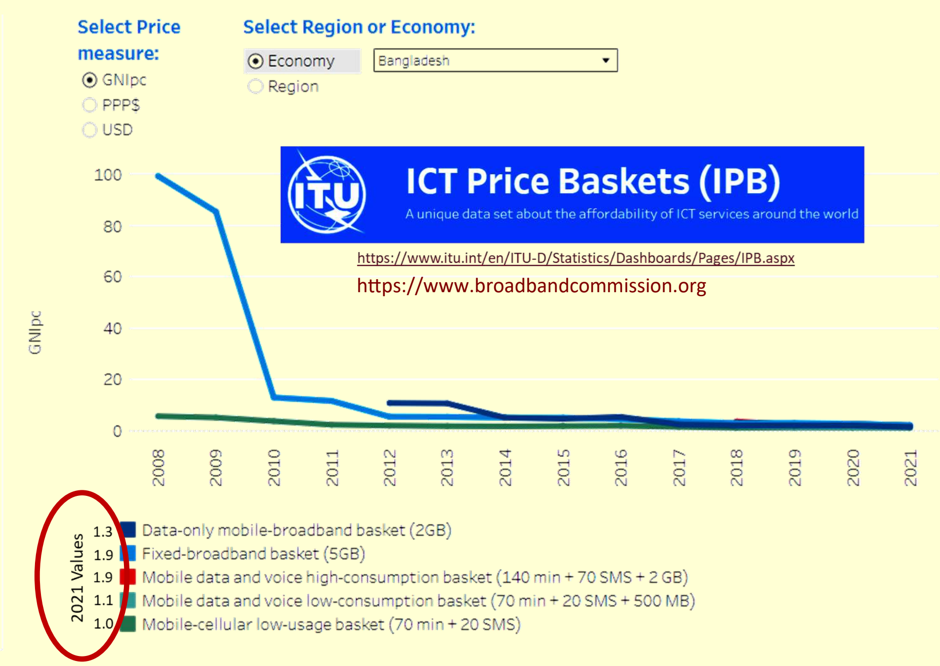

(খ) Global Cybersecurity Index (GCI), 2020-এ বাংলাদেশের ২৫ ধাপ অগ্রগতি

- International Telecommunication Union (ITU) গত ২৯ জুলাই, ২০২১ তারিখে Global Cybersecurity Index (GCI), 2020 প্রকাশ করে। সূচকে বাংলাদেশ ১৮২টি বিবেচিত দেশের মধ্যে ৫৩ তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। ২০১৮ সালের GCI-তে ১৭৫টি বিবেচিত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৮ তম। সূচক প্রণয়নে Global Cybersecurity Agenda (GCA) এর পাঁচটি স্তম্ভ অর্থাৎ Legal Measures, Technical Measures, Organizational Measures, Capacity Development এবং Cooperative Measures সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ছকবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণক সংগ্রহ করা হয়। GCI 2020-তে বাংলাদেশের স্কোর ৮১.২৭ এবং সূচকে প্রথম হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের স্কোর ১০০। উল্লেখ্য, মাননীয় মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ হতে GCI এর জন্য তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণক প্রদান সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়;

Bangladesh (People's Republic of)

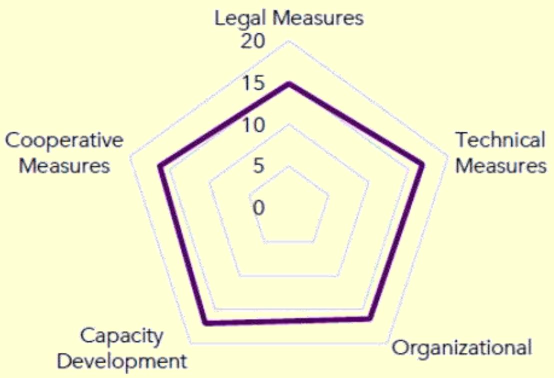

Development Level:
Developing Country, Least Developed Countries (LDC)

Area(s) of Relative Strength
Capacity Development, Technical Measures

Area(s) of Potential Growth
Legal Measures

Overall Score	Legal Measures	Technical Measures	Organizational Measures	Capacity Development	Cooperative Measures
81.27	14.86	16.77	16.39	17.03	16.22

Source: ITU Global Cybersecurity Index v4, 2021

Global Cybersecurity Index (GCI), 2020 –এর বিভিন্ন নির্দেশকসমূহে বাংলাদেশের স্কোর

- GCI, 2020-তে বাংলাদেশ Global Cybersecurity Agenda (GCA) এর পাঁচটি স্তম্ভের ক্ষেত্রেই সুষমভাবে উন্নতি করছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮, ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২০, জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৮, জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ এবং বিভিন্ন কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি ও জাতীয় Computer Incident Response Team (CIRT) [BGD e-GOV CIRT] প্রতিষ্ঠা, ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক আন্ত:রাষ্ট্রীয় চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, পাঠ্যক্রমে ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয় অন্তর্ভুক্তি, জনগণের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় প্রচারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা, বায়োমেট্রিক সিম রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে GCI-তে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

১.৯ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের গৃহীত পদক্ষেপ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের নিমিত্ত ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং অধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বছরব্যাপী কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক পালন নিশ্চিত করেছে। এ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচীসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	বিষয়	কর্মসূচি	তারিখ ও সময়	বাস্তবায়নকারী
০১	জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং আলোকসজ্জা	১৭ মার্চ ২০২১, ২৬ মার্চ ২০২১ এবং ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ সকল দপ্তর ও সংস্থার প্রধান কার্যালয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস ভবনসমূহ, ল্যান্ডিং স্টেশন এবং উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং আলোকসজ্জিতকরণ;	১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ ২০২১ এবং ১৬ ডিসেম্বর ২০২১	সকল দপ্তর ও সংস্থা
০২	সুবর্ণজয়ন্তী' কর্নার স্থাপন	স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও আওতাধীন সকল দপ্তর ও সংস্থার ওয়েবসাইটে ‘সুবর্ণজয়ন্তী’ কর্নার স্থাপন;	২৬ মার্চ ২০২১ এর পূর্বে	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং সকল দপ্তর ও সংস্থা
০৩	‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ স্থাপন	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও আওতাধীন সকল দপ্তর ও সংস্থার ওয়েবসাইটে ‘বঙ্গবন্ধু’ কর্নার’ স্থাপন;	১৭ মার্চ ২০২১ এর পূর্বে	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং সকল দপ্তর ও সংস্থা
০৪	জাদুঘর নির্মাণ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭৪ সালে ১৪ জুন বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধনের স্মৃতি সংরক্ষণের নিমিত্ত বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রকে জাদুঘরে রূপান্তর ও উদ্বোধন;	সুবিধামতো তারিখ ও সময়ে	বিটিসিএল
০৫	৫জি চালু	সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশে ৫জি প্রযুক্তি চালু;	১৬ ডিসেম্বর ২০২১ এর পূর্বে	বিটিআরসি ও টেলিটক
০৬	স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিনপঞ্জি অনুসরণে বছরব্যাপী স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ;	নির্ধারিত তারিখ ও সময়	ডাক অধিদপ্তর
০৭	SMS প্রেরণ	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে SMS এর মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ;	২৬ মার্চ ২০২১ এর মধ্যে	বিটিআরসি
০৮	বাসস্থান প্রদান	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থায় কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত এবং প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের পরিবারের সদস্যদের অথবা এ বিভাগসহ দপ্তর ও সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীদের মুক্তিযোদ্ধা আত্মীয়দের যাদের নিজস্ব জমি আছে এমন কমপক্ষে ০৫ জনকে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল থেকে ০৫টি বাসস্থান প্রদান।	১৬ ডিসেম্বর ২০২১ এর পূর্বে	বিএসসিসিএল

ক্রমিক	বিষয়	কর্মসূচি	তারিখ ও সময়	বাস্তবায়নকারী
০৯	সম্মানী প্রদান	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থায় কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত এবং প্রয়াত অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের পরিবার অথবা এ বিভাগসহ দপ্তর ও সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীদের মুক্তিযোদ্ধা আত্মীয়দের নগদ অর্থ সম্মানী হিসাবে প্রদান।	১৬ ডিসেম্বর ২০২১ এর পূর্বে	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (সহযোগিতায় সকল দপ্তর ও সংস্থা)
১০	আলোচনা সভা	'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন' বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন।	সুবিধামতো তারিখ ও সময়ে	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং সকল দপ্তর ও সংস্থা
১১	বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন	ক) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য 'স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস' বিষয়ক বয়সভিত্তিক কুইজ, চিত্রাঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতার অনলাইন অথবা সরাসরি আয়োজন করে সেরাদের পুরস্কৃত করা; খ) দপ্তর ও সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন; গ) দপ্তর ও সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান।	সুবিধামতো তারিখ ও সময়ে	সকল দপ্তর ও সংস্থা
১২	নতুন পণ্য ও সেবা প্রবর্তন (launching)	ক) স্বাধীনতা দিবসে আইপি কলিং অ্যাপ "আলাপ" সেবা শুভ উদ্বোধন; খ) টেলিটকের গ্রাহকদের জন্য ভয়েস ও ডাটার বিশেষ সাশ্রয়ী প্যাকেজ অফার করা; গ) স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দোয়েল ল্যাপটপ এর নতুন মডেল উন্মুক্তকরণ; ঘ) বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প কর্তৃক একটি নতুন পণ্য উন্মুক্তকরণ;	সুবিধামতো সময়ে	বিটিসিএল, টেলিটক, বাকেশি, টেশিস
১৩	রক্তদান কর্মসূচি	স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন	সুবিধামতো সময়ে	টেলিটক
১৪	স্মরণিকা প্রকাশ	স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তীর বিশেষ স্মরণিকা বা স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ।	সুবিধামতো সময়ে	বিটিআরসি

দ্বিতীয় অধ্যায়

দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে গ্রাহকদের মোবাইলে এসএমএস/ নোটিফিকেশন বাংলায় পাঠানো সংক্রান্ত সেবার উদ্বোধন করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে ২.৩ গিগাহার্টজ ও ২.৬ গিগাহার্টজ স্পেকট্রামের তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ।

২.১ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

- বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে প্রণীত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর অধীনে ৩১ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়;

২.১.১ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন

(ক) বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবার লাইসেন্স ইস্যুকরণ

- দেশে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে বিটিআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের নাম	সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থবছরে ইস্যুকৃত	প্রদানের প্রক্রিয়া
১	Submarine Cable Licenses	১		বিডিং
২	International Gateway (IGW) License	২৪		বিডিং
৩	Interconnection Exchange (ICX) License	২৬		বিডিং
৪	International Internet Gateway (IIG) License	৩৪		বিডিং
৫	Mobile Number Portability (MNP) License	১		বিডিং
৬	Broadband Wireless Access (BWA) License	২		বিডিং
৭	Cellular Mobile Telecom Operator License	৫		বিডিং/ নিলাম
৮	3G Cellular Mobile Phone Services Operator License	৪		বিডিং
৯	4G/LTE Cellular Mobile Phone Services Operator License	৪		বিডিং/ নিলাম
১০	International Terrestrial Cable (ITC) License	৭		বিডিং
১১	Tower Sharing License	৪		বিডিং
১২	Public Switched Telephone Network (PSTN) Operator Licenses *[National: ০৪, Zonal: ০৬, Rural: ০১]*	১১		বিডিং
১৩	VoIP Service Provider (VSP) License	২		বিডিং
১৪	Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) Service Provider License	৬		উন্মুক্ত
১৫	National Internet Exchange (NIX) License	১০		উন্মুক্ত
১৬	Vehicle Tracking Services *[Service License: ৪৭, Service Approval: ০৩]*	৫০	৮	উন্মুক্ত
১৭	Internet Protocol Telephony Service Provider – Nationwide License	৩৯	২	উন্মুক্ত
১৮	Internet Protocol Telephony Service Provider – Central Zone License	২		উন্মুক্ত
১৯	Internet Protocol Telephony Service Provider – Zonal License	৩		উন্মুক্ত
২০	Internet Service Provider – Nationwide License	১২৭	১	উন্মুক্ত
২১	Internet Service Provider – Divisional Licenses	৩৭৩	১৪	উন্মুক্ত
২২	Internet Service Provider –District Licenses	১১৮	১১০	উন্মুক্ত
২৩	Internet Service Provider – Thana/Upazila Licenses	২২২১	৪২৮	উন্মুক্ত
২৪	VSAT User License	১৩	১	উন্মুক্ত
২৫	VSAT Provider License	১		উন্মুক্ত
২৬	VSAT Provider with HUB License	৩		উন্মুক্ত
২৭	Telecommunication Value Added Services (TVAS) Registration Certificate	১৮৩		উন্মুক্ত
২৮	Call Center Registration Certificate	২২৮	১৬	উন্মুক্ত
	মোট	৩,৫০২	৫৮০	

(খ) তরঙ্গ নিলাম – ৩১ মার্চ ২০২২

- দেশের সকল মোবাইল অপারেটর প্রতিনিধিগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ বিটিআরসি কর্তৃক ২.৩ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের বরাদ্দযোগ্য ১০০ মেগাহার্টজ (১০ মেগাহার্টজের ১০টি ব্লক) এবং ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের বরাদ্দযোগ্য ১২০ মেগাহার্টজ (১০ মেগাহার্টজের ১২টি ব্লক) এর তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। নিলামে তরঙ্গের মূল্য ১৫ বছরের জন্য ৬.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারিত হয়। এতে গ্রামীণফোন লিমিটেড ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ড হতে ৬০.০০ মেগাহার্টজ, রবি আজিয়াটা লিমিটেড ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ড হতে ৬০.০০ মেগাহার্টজ, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড ২.৩ গিগাহার্টজ ব্যান্ড হতে ৪০.০০ মেগাহার্টজ এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড ২.৩ গিগাহার্টজ ব্যান্ড হতে ৩০.০০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ ১৫ বছরের জন্য বরাদ্দ গ্রহণ করেছে। বরাদ্দকৃত তরঙ্গের মূল্য ১.২৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভ্যাট ব্যতীত), যা বাংলাদেশি টাকায় ১০,৬৪৫.৭০ কোটি টাকা। বর্ণিত নিলামের মধ্য দিয়ে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব অর্জনের পাশাপাশি বাংলাদেশে মোবাইল অপারেটরদের মোট অ্যাক্সেস তরঙ্গের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় ১২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মোবাইল সেবার মান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে ৭০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে ৪৫ মেগাহার্টজ, ২.৩ গিগাহার্টজ ব্যান্ডে ৩০ মেগাহার্টজ, ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ডে ৪০ মেগাহার্টজ এবং ৩.৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ডে ৪০০ মেগাহার্টজ বরাদ্দযোগ্য তরঙ্গ রয়েছে, যা মোবাইল সেবার মান বৃদ্ধি ও বাজার চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে বরাদ্দ করা হবে;

(গ) মোবাইল তরঙ্গের বার্ষিক চার্জ

- ইতঃপূর্বে ৯০০ ও ১৮০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গ ২জি সার্ভিসের জন্য এবং ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গ ৩জি সার্ভিসের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ৪জি-এলটিই প্রযুক্তির লাইসেন্স প্রদানের সময় ৯০০, ১৮০০ ও ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড তরঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে টেকনোলজি নিরপেক্ষতা সুবিধা প্রদান করায় অপারেটরগণ এই তিনটি ব্যান্ডের তরঙ্গ ২জি, ৩জি ও ৪জি-এলটিই প্রযুক্তি নির্বিশেষে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু বার্ষিক তরঙ্গ চার্জ পরিশোধের ক্ষেত্রে ২জি, ৩জি ও ৪জি-এলটিই প্রযুক্তির লাইসেন্সে আলাদা শর্ত থাকায় অপারেটরদের তরঙ্গ ও গ্রাহকসংখ্যা সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির লাইসেন্সের শর্তের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক Contribution Factor নির্ধারণ করে বার্ষিক তরঙ্গ চার্জ হিসাব করা হত, যাকে ২০২১-২২ অর্থ বছরে একীভূত করে নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত মোবাইল প্রজন্মের পাশাপাশি ৫জি বা পরবর্তী প্রজন্ম চালু হলে গ্রাহক হিসেবে মানুষের পাশাপাশি আইওটি, মেশিন-টু-মেশিন যোগাযোগ, প্রভৃতিকে বিবেচনায় নিয়ে নির্দেশনায় Contribution Factor ও Band Factor এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে। গত ১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ হতে পরিবর্তিত ফর্মুলাটি কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে মোবাইল অপারেটররা উক্ত নির্দেশনার আলোকে তরঙ্গের বার্ষিক চার্জ প্রদান করছে;

(ঘ) সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন

- দেশব্যাপী মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের বিস্তার শক্তিশালী করা এবং দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে মোবাইল সেবা পৌঁছে দিতে ২০০৮ সাল থেকে পার্বত্য রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার পৌর এলাকায় মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহকে ডিজিটাল সেবার অন্তর্ভুক্ত করে স্থানীয় জনগণের টেলিযোগাযোগ সেবা এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি (স্থানীয় প্রশাসন, নিরাপত্তা সংস্থা, হাসপাতাল, বন্দর কার্যালয়, ইমিগ্রেশন সেন্টার, স্কুল-কলেজ, অন্যান্য ব্যবসা ইত্যাদি) স্থাপনার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক স্থাপনের বিষয়ে বিটিআরসি সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি প্রবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ‘বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭’ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে ‘বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস

স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্দেশিকায় প্রান্তিক অঞ্চলে গ্রহণযোগ্য মানের টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি আন্তর্দেশীয় প্রতিবন্ধকতা ও সীমান্ত অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করে চোরাচালানসহ অন্যান্য রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক, কারিগরি এবং নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা নজরদারিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে;

(ঙ) ৫জি বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি

- '৪র্থ শিল্পবিপ্লব (4IR)' -কে বিবেচনায় নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক ও প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ৫জি তথা মোবাইল ব্রডব্যান্ড, আইওটি এবং অধিক নির্ভরযোগ্য ও নিম্নতর বিলম্বের নেটওয়ার্ক তৈরির ধারণাগুলোর প্রায়োগিক দিকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে নানামুখী সেবার বাণিজ্যিক বাস্তবায়নে ক্রমশ: অগ্রসর হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল বহু দেশ ইতোমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে ও পরীক্ষামূলকভাবে ৫জি চালু করেছে;

- গত ৮ মার্চ ২০২১ তারিখে একটি প্রতিযোগিতামূলক নিলাম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৮০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে ৭.৪ মেগাহার্টজ ও ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে ২০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ ৫ বছর ৭ মাস ০২ দিনের জন্য গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। নিলামে নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ১৫ বছরের জন্য এই তরঙ্গের মূল্য ভ্যাট সহ ৯৬৫.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশী টাকায় যার পরিমাণ ৮,১৮৭.৫৩ কোটি টাকা। ২জি লাইসেন্স মেয়াদে অর্থাৎ এই তরঙ্গ ৫ বছর ৭ মাস ০২ দিনের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বিধায় ৭.৫% ভ্যাট সহ তরঙ্গের মূল্য বাবদ আয় ৩০৫২.১৯ কোটি টাকা। এ নিলামের পূর্বে ১৮০০ ও ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে বরাদ্দকৃত স্পেকট্রাম অপারেটরভেদে বিক্ষিপ্ত ছিল, যা দক্ষ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার জন্য অন্তরায়। নিলামের পর বিটিআরসির পরিকল্পনা অনুযায়ী স্পেকট্রাম রি-অ্যারেঞ্জমেন্ট ও পুনর্বন্টনের মাধ্যমে উভয় ব্যান্ডে মোবাইল অপারেটরদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ একত্রিত করা হয়েছে। এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি তথা ৫জি চালুর দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে;

- বাংলাদেশে ৫জি সেবা চালুর জন্য ২.৩ গিগাহার্টজ, ২.৬ গিগাহার্টজ ও ৩.৫ গিগাহার্টজ এ ৩টি ব্যান্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্প্রতি নিলামের মাধ্যমে চারটি মোবাইল অপারেটরের অনুকূলে ২.৩ গিগাহার্টজ ও ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের ১৯০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, ২জি, ৩জি, ৪জি -এলটিই এবং ৫জি'র জন্য আলাদা আলাদা লাইসেন্সিং গাইডলাইন না করে একটি সমন্বিত লাইসেন্স গাইডলাইনের খসড়া তৈরির কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে, যা বিটিআরসি হতে শীঘ্রই ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে;

	গ্রামীণফোন	রবি	বাংলালিংক	টেলিটক	মোট	বৃদ্ধি
সর্বশেষ নিলামের পূর্বে তরঙ্গের পরিমাণ (MHz)	৪৭.৪	৪৪.০	৪০.০	২৫.২	১৫৬.৬	-
নিলামের পর তরঙ্গের পরিমাণ (MHz)	১০৭.৪	১০৪.০	৮০.০	৫৫.২	৩৪৬.৬	১২১%

- টেলিটক ইতিমধ্যে তাঁদের নেটওয়ার্কে ৫জি ট্রায়াল সম্পন্ন করেছে এবং গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংক স্ব-স্ব নেটওয়ার্কে সেপ্টেম্বর ২০২২ এর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে ৫জি চালু করতে যাচ্ছে। পরীক্ষামূলক কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত ফলাফল, বৈশ্বিক ৫জি বাস্তবায়ন এবং সরকারের নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় নীতিমালা চূড়ান্তকরণ সাপেক্ষে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যেই বাণিজ্যিকভাবে ৫জি চালু করা হবে;

(চ) ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) এর অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ

- ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিটিআরসি হতে বিভিন্ন ব্যান্ডে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। বরাদ্দপ্রাপ্ত তরঙ্গের মাধ্যমে আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলত: ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে। এছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক, দূতাবাস ইত্যাদি) তথ্য-যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত তার-ভিত্তিক মূল সংযোগের বিকল্প হিসেবে ওয়্যারলেস সংযোগের প্রয়োজন হয়ে থাকে, যা এরূপ ওয়্যারলেস আইএসপি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ৫জি প্রযুক্তির জন্য নির্ধারিত ব্যান্ডসমূহের মধ্যে অন্যতম ৩.৫ গিগাহার্টজ তরঙ্গ ব্যান্ড হতে বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন আইএসপি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ করা হয়েছিলো। ৫জি প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা বিবেচনায় সরকারি নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ইতঃপূর্বে সংশ্লিষ্ট আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে ৩.৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার (Spectrum Refarming) করা হয়েছে;

- এছাড়াও, বিটিআরসি অব্যবহৃত তরঙ্গ বরাদ্দ বাতিলের মাধ্যমে বেতার তরঙ্গের ন্যায় সীমিত জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের পাশাপাশি তরঙ্গের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে থাকে, যা নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে পূর্বের ন্যায় চলমান রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের শুরুতে সর্বমোট ০৫টি আইএসপি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে 'রয়্যাল গ্রিন লি:' নামক আইএসপি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ অব্যবহৃত থাকায় তা বাতিল করা হয়। বর্তমানে সর্বমোট ০৪টি আইএসপি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ রয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	তরঙ্গের ধরণ	বরাদ্দকৃত তরঙ্গ
১	এক্স-নেট লি:	এক্সেস	৫৫০০-৫৫৬০/ ৫৬০০-৫৬৬০ মেগাহার্টজ (১২০ মেগাহার্টজ)
২	এডিএন টেলিকম লি:	এক্সেস	৫৬৭০-৫৬৮৫ মেগাহার্টজ (১৫ মেগাহার্টজ)
		মাইক্রোওয়েভ	১০১৬১/১০৫১১ মেগাহার্টজ (১০.৫ মেগাহার্টজ)
		মাইক্রোওয়েভ	১৮০৩০/১৯০৪০ মেগাহার্টজ (১৩.৭৫ মেগাহার্টজ)
৩	বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লি:	এক্সেস	৮০৬-৮১৬/ ৮৪৭-৮৫৭ মেগাহার্টজ (২০ মেগাহার্টজ)
৪	বিডিকম অনলাইন লি:	এক্সেস	৫৬৬০-৫৬৭০ মেগাহার্টজ (১০ মেগাহার্টজ)

(ছ) নির্দেশিকা প্রণয়ন

- মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে বিটিআরসি হতে গত ০৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে 'মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট ব্যতীত টেলিযোগাযোগ সেবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে সংযোজন ও উৎপাদন কারখানা স্থাপনের নির্দেশিকা' জারি করা হয়েছে;

- দেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং মানবদেহের স্বাস্থ্য ঝুঁকি রোধকল্পে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং রিসাইক্লিংকরণ অত্যাবশ্যক। টেলিকম ইক্যুইপমেন্টসমূহের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগ হতে 'টেলিকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং সিস্টেম সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০২২' প্রণয়ন করত: গত ০৭ জুলাই ২০২২ তারিখে সর্বসাধারণের অনুসরণের জন্য জারি করা হয়েছে;

(জ) ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর)

- মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি গ্রাহকের জাতীয় পরিচিতি ও নিবন্ধিত সিম কার্ডের সাথে ট্যাগিং করে প্রতিটি মোবাইল ফোন নিবন্ধনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি সেবা গ্রহণ বা প্রদান নিশ্চিত করা, অবৈধভাবে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত সকল মোবাইল ফোনের ব্যবহার বন্ধ করার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করা, ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের চুরি ও অবৈধ ব্যবহার রোধ করা এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুসরণে 'সিনেসিস আইটি লি:' এর অনুকূলে এনইআইআর সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং বিটিআরসি'র পক্ষ হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে এ বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। গত ০১ জুলাই ২০২১ তারিখে এনইআইআর সিস্টেমটি বাস্তবায়নপূর্বক পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। গত ০১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে সকল মোবাইল হ্যান্ডসেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধনের পাশাপাশি চুরি হওয়া মোবাইল ফোন বিটিআরসি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা মোবাইল অপারেটরের গ্রাহক কর্তৃক অভিযোগের ভিত্তিতে ব্লক করা ও পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা রেখে এনইআইআর সিস্টেম পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করা হয়;

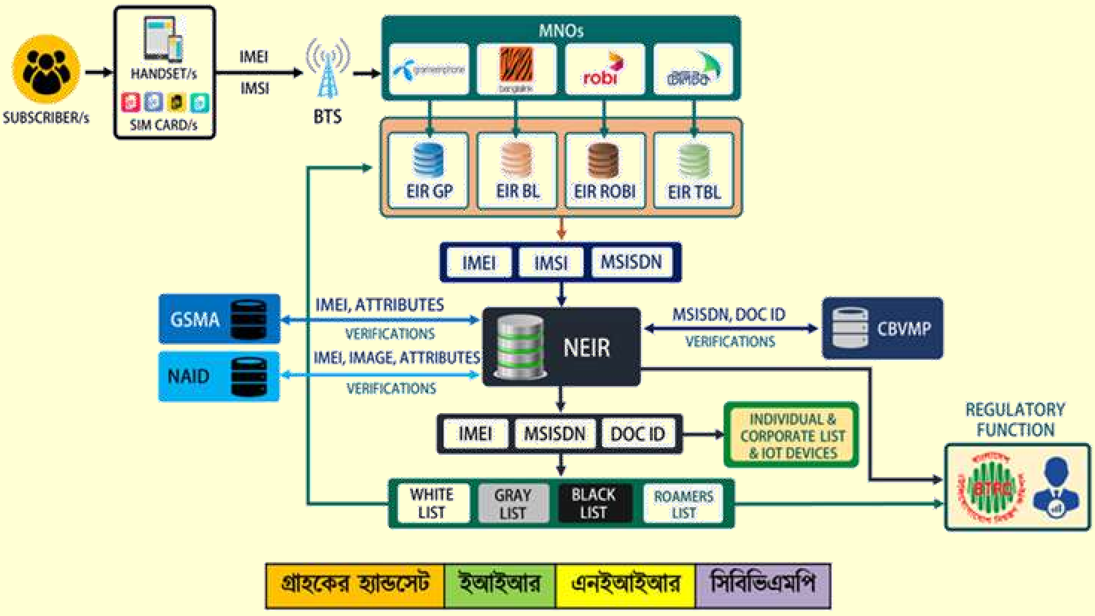

(ঝ) স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

- সরকারের নির্দেশনায় বিটিআরসি আগস্ট ২০১৭ সালে 'স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের নির্দেশিকা (১ম সংস্করণ-ডিসেম্বর ২০১৮) জারি করে। স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের নির্দেশিকার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সর্বমোট ১৫টি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত হয়ে স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট Semi Knocked Down (SKD) পদ্ধতিতে সংযোজন এবং Completely Knocked Down (CKD) বা Surface Mount Technology (SMT) পদ্ধতিতে উৎপাদন করে বাজারজাত করে আসছে;

দেশে স্থানীয়ভাবে মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদন শিল্পের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২,৩৬,৫৪,৪১১টি ২জি ফিচারফোন, ৮০,৬৭৭টি ৩জি স্মার্টফোন, ১,১৫,৫১,৪৫৩টি ৪জি স্মার্টফোন, ২,৫৭,৯৫৯টি ৫জি স্মার্টফোনসহ সর্বমোট ৩,৫৫,৪৪,৫০০টি মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট উৎপাদন করে বাজারজাত করা হয়েছে, যা দেশের মোট চাহিদার সিংহভাগ। ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিআরসি হতে স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের জন্য নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	এনলিস্টমেন্ট প্রদানের অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান	ব্র্যান্ড
১	২০১৭-২০১৮	ফেয়ার ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড	Samsung
২		ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লি.	Walton
৩	২০১৮-২০১৯	বেস্টটাইকুন (বিডি) এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড	Vivo
৪		এডিসন ইন্ডাস্ট্রিজ লি.	Symphony
৫		ওকে মোবাইল লি:	*--Not in Production--*
৬		আলামিন এন্ড ব্রাদার্স	5STAR , AGETEL
৭		আনিরা ইন্টারন্যাশনাল লি:	Winstar, TITANIC
৮		কার্লকেয়ার টেকনোলজি বিডি লিমিটেড	Itel, Techno, Infinix
৯	২০১৯-২০২০	বাংলাট্রনিক্স টেকনোলজি লি:	ODM
১০		বেনলি ইলেক্ট্রনিক এন্ট্রারপ্রাইজ কোং লি:	Oppo, Realme
১১		গ্রামীণ ডিস্ট্রিবিউশন লি:	Lava, Maximus
১২	২০২০-২০২১	ভাইব্রেন্ট সফটওয়্যার (বিডি) লি:	NOKIA
১৩	২০২১-২০২২	মাইসেল টেকনোলজি লি:	mycell
১৪		ডিবিজি টেকনোলজি বিডি লি:	Xiaomi
১৫		লিনেক্স ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশ লি:	Linnex, Bengal, Marlax

স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন সংযোজন/উৎপাদন কারখানার কার্যক্রমের চিত্র

(ঞ) Direct to Home (DTH) সার্ভিস

- গ্রাহক পর্যায়ে Direct to Home (DTH) সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিটিআরসি হতে 'The Direct to Home (DTH) Services Customer Premises Equipment (CPE) Directives, 2015' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আলোকে গত ২৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বেক্সিমকো কমিউনিকেশন্স লিমিটেডের অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ এবং আর্থ স্টেশন ও বেতারযন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণের পর বেক্সিমকো কমিউনিকেশন্স লিমিটেড এর অনুকূলে পূর্বের বিদেশী স্যাটেলাইট হতে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ বাতিল করে ২৯ মে ২০১৯ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' এর Ku ব্যান্ডে ১৮০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়। বর্তমানে ডিটিএইচ গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৪.৫ লক্ষ অতিক্রম করেছে এবং ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিটিএইচ সেবাসংশ্লিষ্ট খাত হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তরঙ্গ চার্জ বাবদ ১৩.৯৪ কোটি টাকা এবং মূসক বাবদ ২.০৯ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১৬.০৩ কোটি টাকা রাজস্ব আহরিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সেবা সংশ্লিষ্ট খাত সরকারের রাজস্ব আহরণে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যায়;

(ট) স্পেকট্রাম মনিটরিং কার্যক্রম

- তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সুষ্ঠু তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা এবং সময়োপযোগী তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম বিভাগের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারিসহ বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবাপ্রদানকারী ও ব্যবহারকারীর অনুকূলে বিটিআরসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। এছাড়াও, বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবাপ্রদানকারী সংস্থা যেমন: মোবাইল ফোন অপারেটর, এফএম অপারেটর, বিডব্লিউএ অপারেটর, সরকারি সংস্থা ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যাসমূহের সমাধান করা হচ্ছে। স্পেকট্রাম মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিটিআরসি'তে পৃথক ০৩টি ভেন্ডরের যন্ত্রপাতি রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

  - TCI International Inc. নামক যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ২০০৯ সালে ০৬টি ফিক্সড মনিটরিং ষ্টেশন, ০৫টি মোবাইল মনিটরিং ষ্টেশন এবং ০১টি পোর্টেবল মনিটরিং ষ্টেশন ক্রয় করা হয়। এ সকল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ২০ কিলোহার্টজ হতে ৩ গিগাহার্টজ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করা যায়;

  - স্পেকট্রাম মনিটরিং সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১৭ সালে Narda Safety Test Solutions GmbH নামক জার্মান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে IDA2 মডেলের ১০টি হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস ক্রয় করা হয়। ঢাকা স্টেশনে ০৫টি এবং চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রংপুর ও বগুড়া স্টেশনে ০১টি করে এই হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস রয়েছে। এ সকল মনিটরিং যন্ত্রের মাধ্যমে ৯ কিলোহার্টজ থেকে ৬ গিগাহার্টজ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও Direction Finding করা যায়;

  - Ministry of Science and ICT, Republic of Korea এর আওতাধীন Central Radio Management Service (CRMS) নামক সরকারি সংস্থার সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় Onpoom Co. Ltd. নামক ভেন্ডরের মাধ্যমে বিটিআরসিকে ২০১৯ সালে ০১টি ফিক্সড মনিটরিং স্টেশন এবং ০২টি পোর্টেবল মনিটরিং স্টেশন প্রদান করা হয়। এ সকল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ২০ মেগাহার্টজ হতে ৬ গিগাহার্টজ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করা যায়;

TCI International Inc. USA	Narda Safety Test Solutions GmbH, Germany	Central Radio Management Service (CRMS), Ministry of ICT, Korea

- তরঙ্গ ব্যবহারকারী বিভিন্ন টেলিকম লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগ, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং সাপ্তাহিক তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ব্যান্ডে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও অবৈধ ট্রান্সমিটার সনাক্তকরণ বিটিআরসির একটি নিয়মিত কার্যক্রম। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সফলভাবে এরূপ ১৮ (আঠারো) টি তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

  - হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি) টাওয়ারে ব্যবহৃত এয়ার-টু-গ্রাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সির (তরঙ্গ) যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে গত ১৫ জুলাই ২০২১ তারিখে বিমানবন্দর এলাকায় বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং প্রতিবন্ধকতার উৎস সনাক্ত করা হয়। বিমানবন্দর এলাকায় অবস্থিত একটি এয়ারক্রাফটের ত্রুটিপূর্ণ ব্ল্যাকবক্স হতে সৃষ্ট ইমারজেন্সি সিগন্যালস (১২১.৫ মেগাহার্টজ) এর কারণে উক্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছিল মর্মে বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস হতে নিশ্চিত হওয়া যায়। বিটিআরসি'র পরামর্শক্রমে ত্রুটিপূর্ণ ব্ল্যাকবক্সটি অপসারণ ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এটিসি টাওয়ারে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা সম্পূর্ণরূপে নিরসন করা হয়;

  - হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি) টাওয়ারে রাডার এ্যপ্রোচ কমিউনিকেশন সিস্টেমে ব্যবহৃত তরঙ্গে (১২১.৩০০ মেগাহার্টজ) প্রতিবন্ধকতা নিরসনে ০৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে বিমানবন্দর এলাকার বিভিন্ন স্থানে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিমানবন্দর এলাকার বাংলাদেশ বিমানের হ্যাঙ্গারে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবস্থিত ড্রিমলাইনার বোয়িং-৭৮৭ বিমানের ভিএইচএফ ট্রান্সমিটার কর্তৃক উক্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছিল মর্মে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম হতে নিশ্চিত হওয়া যায়। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও হ্যাঙ্গারের দায়িত্বে নিয়োজিত বিমানের প্রকৌশলীদের সাথে আলোচনাক্রমে ড্রিমলাইনার বোয়িং-৭৮৭ বিমানের ভিএইচএফ ট্রান্সমিটারটি রিসেট করার মাধ্যমে বর্ণিত তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা সম্পূর্ণরূপে নিরসন করা হয়েছে;

- তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তার উদ্দেশ্যে রবি আজিয়াটা লি: কর্তৃক গুলশান এভিনিউ এলাকায় স্থাপিত Small Cell BTS (Directional Sector Antenna)-এর সিগন্যাল স্ট্রেংথ ও নেটওয়ার্ক কাভারেজ পর্যবেক্ষণের জন্য গত ২৫ মে ২০২২ তারিখে ১৮১৯-১৮২৯ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে দেখা যায় যে, Small Cell সমূহের গড় সিগন্যাল স্ট্রেংথ প্রায় ৫০ মিটার;

- বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মিয়ানমারের টেলিকম নেটওয়ার্ক প্রাপ্যতার সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কক্সবাজার ও টেকনাফ জেলার বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকায় গত ১৬ মার্চ ২০২২ তারিখ হতে ১৮ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে অবস্থিত ০২টি টাওয়ার হতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন এলাকায় (তুমব্রু সীমান্ত এলাকা, ঘুমধুম সীমান্ত এলাকা, বালুখালি সীমান্ত এলাকা, পালংখালি সীমান্ত এলাকা, উনচিপ্রাং সীমান্ত এলাকা, জিম্বংখালি সীমান্ত এলাকা, হ্নিলা সীমান্ত এলাকা, দমদমিয়া লম্ভঘাট সীমান্ত এলাকা, সাবরাং সীমান্ত এলাকা সংলগ্ন) বিভিন্ন ব্যান্ডে (৮৭৫.২৬০-৮৭৯.১৬৬ মেগাহার্টজ, ৯৫৫.৩৫১-৯৫৯.৪৬৬ মেগাহার্টজ, ২১১৫.৫৭৩-২১১৯.৮৭০ মেগাহার্টজ, ২১২৫.১৪৪-২১২৯.৭৩৩ মেগাহার্টজ, ২১৩০.৩১৯-২১৩৪.৯০৯ মেগাহার্টজ এবং ২১৩৫.২০২-২১৩৯.৪৯৯ মেগাহার্টজ) শক্তিশালী তরঙ্গ পরিচালনার প্রমাণ পাওয়া যায়। টাওয়ারদ্বয়ের আনুমানিক অবস্থান যথাক্রমে ২১°১০'৪৮.১'' উঃ ৯২°১১'৫৪.১'' পূঃ এবং ২০°৫২'০৬.০'' উঃ ৯২°২৬'৫২.১'' পূঃ এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বর্ণিত এলাকাসমূহে মিয়ানমারের সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটরের সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে উক্ত মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ হতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়ক তৎপরতা চলমান রয়েছে;

- বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লি: এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গে (৯০০ মেগাহার্টজ, ১৮০০ মেগাহার্টজ ও ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড) প্রতিবন্ধকতা নিরসনের উদ্দেশ্যে গত ০৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকাস্থ গুলশান বারিধারা ও শ্যামলী এবং ১৪ জুন ২০২২ তারিখে ঢাকাস্থ নিকুঞ্জ-১ এলাকায় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া একই ব্যান্ডসমূহে ও রবি আজিয়াটা লি: এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতা নিরসনের উদ্দেশ্যে গত ০৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ঢাকাস্থ চকবাজার এবং ২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ঢাকাস্থ কারওয়ান বাজার এলাকায় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিটিআরসির হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস NARDA IDA-2 দ্বারা উক্ত এলাকাসমূহের বিভিন্ন বাসাবাড়ি হতে তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা উৎস নিরূপণ করা হয় এবং অবৈধভাবে স্থাপিত রিপিটটার ও বুস্টার জব্দ ও অপসারণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা নিরসন করা হয়;

(ঠ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে মোবাইল অপারেটর হতে গ্রাহকদের জন্য সকল ধরনের এসএমএস বা নোটিফিকেশন বাংলায় প্রেরণ

- সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে গত ০৯ মে ২০১৯ তারিখ হতে মোবাইল অপারেটর কর্তৃক সকল ধরনের বাণিজ্যিক এসএমএস বাংলায় প্রদান শুরু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিটিআরসির নির্দেশে বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে অর্ধেক খরচে বাংলা এসএমএস সেবা চালু করা হয়। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সকল মোবাইল অপারেটর হতে গ্রাহকদের জন্য 'সকল ধরনের এসএমএস এবং নোটিফিকেশন বাংলায় প্রেরণ' চালু করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এ সেবার উদ্বোধন করেন;

(ড) এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকাভুক্তির কার্যক্রম

- বিটিআরসি গত ৩০ মে ২০২১ তারিখে এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তির নির্দেশনা প্রদান করেছে। তালিকাভুক্তির মাধ্যমে A2P এসএমএস সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশে নিবন্ধিত যেকোনো প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে এসএমএস সেবা প্রদান করতে পারবে। গত ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখ থেকে A2P এসএমএস এগ্রিগেটর তালিকাভুক্তির সনদ প্রদান শুরু হয়েছে এবং ১৪ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ১২৯ টি সনদ ইস্যু করা হয়েছে। A2P প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির ফলে বিভিন্ন ধরনের ফি ও চার্জসমূহ যথা: আবেদন ফি, নবায়ন ফি, রেভিনিউ শেয়ারিং, প্রশাসনিক জরিমানা, বিলম্ব ফি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বাবদ সরকারি রাজস্ব আদায় সম্ভব হবে;

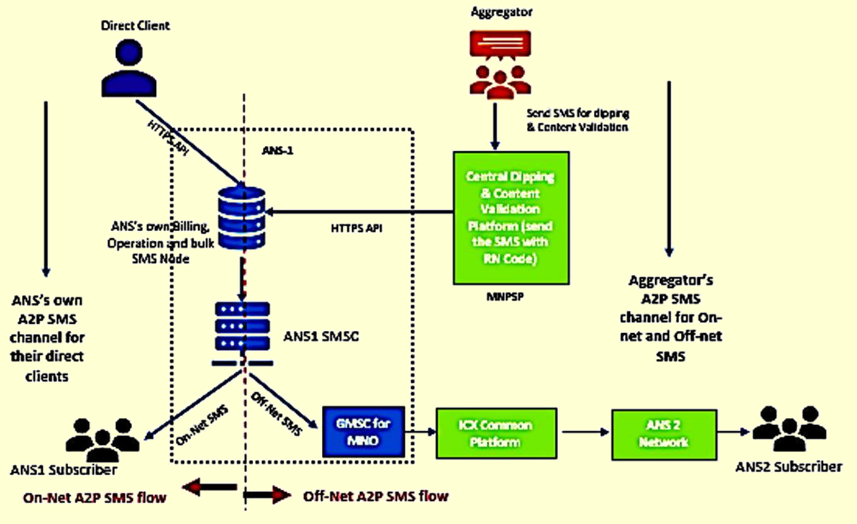

A2P এসএমএস সংক্রান্ত Topology

(ঢ) Do Not Disturb (DND) সেবা চালুকরণ

- মোবাইল অপারেটরসমূহ বিভিন্ন প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের প্রচারণা কাজে প্রমোশনাল এসএমএস প্রদান করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ প্রমোশনাল এসএমএস প্রাপ্তির কারণে বিরক্ত হন। এক্ষেত্রে গ্রাহকগণ Do Not Disturb (DND) সেবা চালু করে প্রমোশনাল এসএমএস প্রাপ্তি বন্ধ করতে পারবেন। বিটিআরসি হতে মোবাইল অপারেটর সমূহকে প্রতি মাসে অন্তত: একবার Do Not Disturb (DND) সেবা চালুকরণ পদ্ধতি জানিয়ে এসএমএস প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গ্রামীণফোনের গ্রাহকগণ *১২১*১১০১#, বাংলালিংক এর গ্রাহকগণ *১২১*৮*৬#, রবির গ্রাহকগণ *৭# এবং টেলিটকের গ্রাহকগণ *১৫৫# ডায়াল করার মাধ্যমে Do Not Disturb (DND) সেবা চালু করতে পারবেন;

(ণ) Cherish/Golden Number অনুমোদন

- নির্দিষ্ট প্যাটার্ন সম্বলিত নম্বরসমূহকে Cherish/Golden Number বলা হয়ে থাকে। অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক উচ্চমূল্যে এধরণের নম্বর বিক্রয় রোধকল্পে বিটিআরসি হতে Cherish/Golden নম্বরসমূহ বরাদ্দের অনুমোদন প্রদান করা হচ্ছে। বিটিআরসি হতে Cherish/Golden Number সমূহের প্যাটার্ন এবং বিক্রয় সংক্রান্ত নির্দেশনা মোবাইল অপারেটরদেরকে প্রদান করা হয়েছে। যে কোন গ্রাহক সংশ্লিষ্ট অপারেটরের কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে গিয়ে এরূপ প্রাপ্তির সুযোগ বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর প্রদান করে আবেদন করতে পারবেন। অপারেটর হতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিটিআরসি যাচাইপূর্বক গ্রাহককে নম্বর বরাদ্দের অনুমোদন প্রদান করবে;

(ত) বিটিআরসি'র নিজস্ব অভিযোগ সেলে আগত অভিযোগসমূহ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম

- টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় গ্রাহক পর্যায়ে অভিযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব অভিযোগ যথাযথভাবে গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য এক্সেস নেটওয়ার্ক সার্ভিস অপারেটরসমূহের নিজস্ব গ্রাহক সেবা কেন্দ্র বা কাস্টমার কেয়ার সেন্টার রয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভিযোগ সমাধান করা না হলে বা সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারীকে অভিযোগ করে গ্রাহক উপেক্ষিত হলে সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক কাস্টমার কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়। শর্টকোড (১০০) এবং ওয়েব বক্স হতে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয় এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। উক্ত শর্টকোডে সরাসরি কল করে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত গ্রাহকগণ টেলিযোগাযোগ সেবা সংশ্লিষ্ট যে কোন অনিষ্পন্ন অভিযোগ অথবা পরামর্শ বিটিআরসির নিকট দাখিল করতে পারেন। গত এক বছরে বিটিআরসির নিকট বিভিন্ন ধরণের অভিযোগের সংখ্যা নিম্নের ছকে প্রদর্শিত হয়েছে;

Complaint Category	Grand Total
Quality of service	5192
Data Speed	2795
Recharge/ Billing	1884
Sim Bar	1515
Data Volume Issue	951
Incoming & outgoing call/SMS related issue	841
Tariff Related Complain	817
Value Added Service (VAS)	723
MNP	650
Sim Registration	587
Package Migration	507
Disconnected Call	485
Unauthorized Handset-NEIR	465
Miscellaneous	356
Unlicensed ISP	232
Social Media & Cyber Complaint	172
Fraudulent Activities	163
Unsolicited Calls/SMS	162
Sim Ownership	141
License Issue	79
Quiz/ Prize/ Award issue	66
Test Call	52
MFS/ Banking	23
Grand Total	**19853**

- বিটিআরসি'র ১০০ কল সেন্টার চালু করার পর হতে এটাকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে কমপ্লেইন বক্স সেবা চালু করা হয়, কল সেন্টারের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং কল সেন্টারের কার্যক্রম ২৪/৭ চালু রাখার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। সম্প্রতি বিটিআরসি একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের সাথে কল সেন্টারের অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। AI ভিত্তিক চ্যাট বট সার্ভিসের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ এবং Smart IVR সিস্টেম চালুকরণের মাধ্যমে অতি সহজে অধিক গ্রাহক কমিশনে অভিযোগ ও পরামর্শ দাখিল করতে পারবে। AI ভিত্তিক চ্যাট বট সার্ভিস ও Smart IVR প্রযুক্তি দেশের সকল সরকারি সংস্থা সমূহের ভিতরে বিটিআরসি প্রথম বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে;

- গত অর্থবছরে মোট ১৯,৮৫৩টি অভিযোগের বিপরীতে ১২,৭৪৮টি অভিযোগ নিরসন করা হয়েছে। অভিযোগ নিরসনের হার ৬৪%;

(থ) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (SOF)

- গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪ জারি করা হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ২১(ক) এর বিধান অনুযায়ী দেশের টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা বঞ্চিত এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নসহ দুর্যোগ মোকাবেলা বা ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বিশেষ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বর্ণিত তহবিলের অর্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে উক্ত তহবিলের আওতায় নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহে অর্থায়ন করা হয়েছে:

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ)' শীর্ষক প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ২২১.৪৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে;

- বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, একই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন' প্রকল্পে জন্য এখন পর্যন্ত ১৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে;

- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wifi) সম্প্রসারণ' প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ৫৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে;

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ' প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ৩৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে;

- টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর মাধ্যমে 'হাওর ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডকে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল হতে সর্বমোট ৩৭৯.৮৭৯৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের আওতায় এ তহবিল হতে 'উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ' শীর্ষক নতুন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে; যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৯.৯৩ কোটি টাকা। সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি
১	টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ);	০১ জুলাই ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০২২	৫০৪.৪৩৩১	৪৩.৯০%
২	স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপন;	০১ অক্টোবর ২০১৮ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২২	৪৪.৪৪০০	৬৭.৫১%
৩	হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband WiFi) সম্প্রসারণ;	০১ এপ্রিল ২০২০-৩০ জুন ২০২৩	৪৪৯.৯১	৯৫.৩১%
৪	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন;	০১ জুলাই ২০২০-৩০ জুন ২০২৩	৪৪.২৪৬৫	৩৩.৯০%
৫	সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ;	০৪ আগস্ট ২০২০-৩১ জানুয়ারি ২০২৩	৮৩.২৫	৪২.০৪%
৬	হাওর ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন;	০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-৩১ মার্চ ২০২২	৩৭৯.৮৭৯৫	৯৫.৩১%
৭	উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ;	০১ ডিসেম্বর ২০২১-৩০ নভেম্বর ২০২৩	৫১৯.৯৩	০

(দ) শুধুমাত্র Text এর মাধ্যমে Facebook, Messenger ও Discover অ্যাপ চালুকরণ

- অধিক সংখ্যক ব্যবহারকারীকে জনপ্রিয় ফেসবুকের সেবার আওতায় আনার জন্য ফেসবুক বিভিন্ন দেশের সেলুলার মোবাইলফোন অপারেটরসমূহের মাধ্যমে Text-Only Facebook এবং Messenger সেবা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই সেবার মাধ্যমে গ্রাহকগণের মোবাইল ডাটা না থাকলেও ফেসবুক অ্যাপ কিংবা ওয়েবের মাধ্যমে ফেসবুকে প্রদর্শিত কন্টেন্ট সমূহের কেবলমাত্র Text দেখতে পারবে এবং Messenger এর মাধ্যমে Text SMS আদান প্রদান করতে পারবে। তবে কোনরূপ ছবি বা ভিডিও Download বা Upload পারবে না। মোবাইল ফোন অপারেটরসমূহের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিটিআরসি হতে মোবাইল ফোন অপারেটরদের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে শুধুমাত্র Text এর মাধ্যমে Facebook, Messenger ও Discover অ্যাপ ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করা হয়। এই সেবার মাধ্যমে গ্রাহক ডাটা ব্যবহার করা অবস্থায় ডাটা শেষ হয়ে গেলে শুধুমাত্র Text এর মাধ্যমে Facebook ও Messenger এ যুক্ত হতে পারবে। একইভাবে ডাটা ব্যবহার করা অবস্থায় ডাটা শেষ হয়ে গেলে শুধুমাত্র Text এর মাধ্যমে Discover অ্যাপ দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে পারবে। গত ০৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী এ সেবার উদ্বোধন করেন;

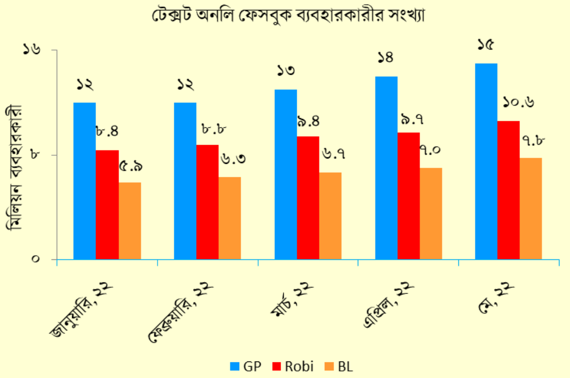

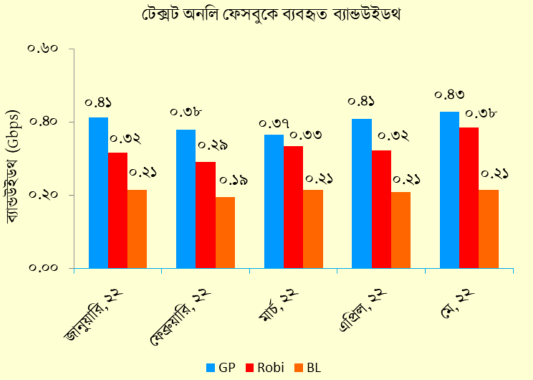

দেশে টেক্সট অনলি ফেসবুকের বর্তমান ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের অপারেটরভিত্তিক চিত্র।

(ধ) আনলিমিটেড ইন্টারনেট প্যাকেজ এবং নিরবচ্ছিন্ন মাসিক ইন্টারনেট প্যাকেজ চালুকরণ

- মোবাইল অপারেটরের ইন্টারনেট ডাটা ব্যবহারের সময়সীমা বেঁধে না দেওয়ার জন্য গ্রাহকগণের দাবির প্রেক্ষিতে গত ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে মোবাইল ফোন সমূহের ডাটা এবং ডাটা প্যাকেজ সম্পর্কিত নতুন নির্দেশিকার বাস্তবায়নের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গ্রাহকদের স্বার্থে সীমাহীন মেয়াদের প্যাকেজ প্রদানের জন্য মোবাইল অপারেটরসমূহকে অনুরোধ করেন। পরবর্তীতে বিটিআরসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী অপারেটরসমূহ ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে মধ্যে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে আনলিমিটেড (মেয়াদবিহীন) ডাটা প্যাকেজ এবং নিরবচ্ছিন্ন মাসিক ইন্টারনেট প্যাকেজ নামক দুইটি বিশেষ ক্যাটাগরি ডাটা প্যাকেজ চালু করে। গত ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বিটিআরসি'র প্রধান সম্মেলন কক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার প্যাকেজ দুটির উদ্বোধন করেন;

(ন) e-SIM কার্ড

- সাধারণ মোবাইল ফোনকে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করার জন্য প্লাস্টিকের উপর প্রিন্টেড ইলেক্ট্রনিক চিপ তথা সিম কার্ড ব্যবহার করা হয়। এই ধরণের সিমকার্ড সাধারণত: প্রতিস্থাপনযোগ্য। অপরদিকে e-SIM Card (Embedded SIM Card) সুবিধাসম্পন্ন মোবাইল ফোনে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ইলেক্ট্রনিক চিপটি Embedded অবস্থায় থাকে। এই ধরণের সিম প্রতিস্থাপনযোগ্য নয়। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে গ্রামীণফোন লিমিটেড দেশে প্রথম e-SIM চালু করার জন্য বিটিআরসির নিকট আবেদন করে। তৎপ্রেক্ষিতে e-SIM এর নিরাপত্তা ও আর্থিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক গত ০৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে গ্রামীণফোনকে e-SIM চালু করার অনুমোদন প্রদান করা হয়;

(প) এক দেশ এক রেট

- বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ব্রডব্যান্ডের সহজলভ্যতা এবং সহনীয় মূল্য নির্ধারণ জরুরি। এজন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বিটিআরসি সারাদেশে প্রান্তিক পর্যায়ে গ্রাহকদের জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ট্যারিফ নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট সকল NTTN, IIG এবং ISP অপারেটরদের সাথে আলোচনা, বাজার চাহিদার উপর নির্ভর করে প্রচলিত ট্যারিফ ও সেবা সমূহের তথ্য সংগ্রহ, মূল্যায়ন, কস্ট-এনালাইসিস ও যৌক্তিকিকরণ, বাজার যাচাই ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করত: প্রান্তিক পর্যায়সহ সারাদেশের জন্য স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদানে 'এক দেশ, এক রেট' ট্যারিফ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অনুমোদনক্রমে তা কার্যকর করা হয়;

- বর্ণিত ট্যারিফ নির্ধারণের পূর্বে প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেটের গড় মূল্য ছিল মাসে ৮০০ টাকা। 'এক দেশ এক রেট'-এ দেশের সর্বত্র ৫ এমবিপিএস, ১০ এমবিপিএস ও ২০ এমবিপিএস শেয়ার্ড (১:৮) ব্যান্ডউইডথ এর সর্বোচ্চ মূল্য যথাক্রমে ৫০০ টাকা, ৮০০ টাকা এবং ১২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়;

- 'এক দেশ এক রেট' ট্যারিফের উদ্দেশ্য সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট নিশ্চিত করা, ডিজিটাল বিভাজন (Digital Divide) অপসারণ, দূরবর্তী এবং দুর্গম এলাকাতেও নির্ধারিত মূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করা, গ্রামীণ এবং শহরে ইন্টারনেট মূল্যের বৈষম্য বিলোপ, ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট 'গ্রেড অফ সার্ভিস (GoS)' নির্ধারণ করা, সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারীদের ব্যবসার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা এবং ইন্টারনেট খাত থেকে প্রাপ্য সরকারি রাজস্ব নিশ্চিত করা;

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার 'এক দেশ এক রেট' ট্যারিফের শুভ উদ্বোধন করেন।

(ফ) বেসরকারি IIG-দের ট্যারিফ প্রদান

সারাদেশে প্রান্তিক পর্যায়ে গ্রাহকদের জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ট্যারিফ নির্ধারণের ধারাবাহিকতায় বিটিআরসির ট্যারিফ কমিটি ইন্টারনেট সেবাসংশ্লিষ্ট সকল IIG অপারেটরদের সহিত আলোচনা এবং যথাযথ বিশ্লেষণক্রমে স্বল্প মূল্যে ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন লেয়ারের জন্য নিম্নোক্ত ট্যারিফ প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করে। সরকারের অনুমোদনক্রমে ট্যারিফসমূহ গত ১৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে জারি করা হয় যা নিম্নরূপ:

ব্যান্ডউইডথ রেঞ্জ (এমবিপিএস)	IIG ট্যারিফ, টাকা/মাস (এক দেশ, এক রেট)		
	ঢাকা	ঢাকার বাইরে (NTTN Cost সহ)	নিম্নসীমা - ঊর্ধ্বসীমা
৫০-১০০	৩৬৫	৩৯৯	৩৬৫-৩৯৯
১০১-২০০			
২০১-৫০০			
৫০১-১০০০			
১০০১-২৫০০	৩৬০	৩৯৫	৩৬০-৩৯৫
২৫০১-৫০০০			
৫০০১-১০০০০	৩৫৫	৩৯০	৩৫৫-৩৯০
১০০০১-২৫০০০	৩৫০	৩৮০	৩৫০-৩৮০
২৫০০১-৫০০০০	৩৪৫	৩৭৫	৩৪৫-৩৭৫
৫০০০১-১০০০০০	৩৪০	৩৬৫	৩৪০-৩৬৫
১০০০০০ এর ঊর্ধ্বে	৩৩০	৩৫৫	৩৩০-৩৫৫

- ট্যারিফটি গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। সকল কার্যরত বেসরকারি IIG প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে বিটিআরসি হতে সরকার নির্ধারিত ট্যারিফের অনুমোদন গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ট্যারিফের সহিত গ্রাহক সেবা ও সেবার মান নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় 'Penalty' শর্ত সহ Quality of Service & Experience-কে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি সেবার মানদণ্ড নির্ধারণে বিভিন্ন 'Grade of Service (GoS)' এর প্যারামিটারসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

GRADE	Quality of Service (QoS)	Quality of Experience (QoE)
A	Multiple Upstream redundancy	Up Time : **99.9%**
	PoP with Multiple NTTN path redundancy	Down Time : Maximum **526 minutes** a Year
	24/7/365 NOC and Care Service	Key Account Manager (KAM): **Dedicated**
	Client's Login to Customize Report	**Penalty** to operator against GoS
B	Upstream redundancy	Up Time : **99.00%**
	PoP with NTTN path redundancy	Down Time : Maximum **5,256 minutes** a Year
	24/7/365 NOC and Care Service	Key Account Manager (KAM): **Dedicated**
	Customized and monthly report	**Penalty** to operator against GoS
C	Upstream redundancy	Up Time : **98.00%**
	PoP with NTTN path	Down Time : Maximum **10,512 minutes** a Year
	24/7/365 NOC and Care Service	Key Account Manager (KAM)
	Templated Monthly Report to Client	**Penalty** to operator against GoS
NOTE : Any interruption due to failure of NTTN, Submarine or DOT devices (ie. DPI) will be excluded from this uptime.		

(ব) NTTN ট্যারিফ নির্ধারণ

ISP এবং IIG–এর জন্য ট্যারিফ নির্ধারণের ধারাবাহিকতায় সকল NTTN অপারেটরের সাথে আলোচনা এবং যথাযথ বিশ্লেষণক্রমে স্বল্প মূল্যে ইন্টারনেট, ট্রান্সমিশন ও ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন লেয়ারের জন্য নিম্নোক্ত ট্যারিফ প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করে। সরকারের অনুমোদনক্রমে ট্যারিফসমূহ গত ১৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে জারি করা হয় যা নিম্নরূপ:

<table>
<tr><th colspan="5">NTTN Back-Haul (for ISP & IIG) Tariff, BDT/Month</th></tr>
<tr><th>Bandwidth Range</th><th>Bandwidth Capacity</th><th>Metro (All Divisional- City Corporations including Gazipur, Narayangonj, and Cumilla)</th><th>Long Haul (Other than Metro & District to District)</th><th>District to District (Adjacent District/ Upazila/ Union)</th></tr>
<tr><td>Up to 10 Mbps</td><td>Regular Capacity</td><td>200-300</td><td>400 - 500</td><td>200 - 300</td></tr>
<tr><td>11 - 50.</td><td>Regular Capacity</td><td rowspan="6">40-100</td><td>120 - 200</td><td rowspan="2">90 - 150</td></tr>
<tr><td>51 - 100</td><td>Regular Capacity</td><td>120 - 170</td></tr>
<tr><td>101 - 200</td><td>Regular Capacity</td><td>120 - 160</td><td rowspan="4">85-110</td></tr>
<tr><td>201 - 300</td><td>Regular Capacity</td><td>120 - 150</td></tr>
<tr><td>301 - 400</td><td>Regular Capacity</td><td>110 - 140</td></tr>
<tr><td>401 - 500</td><td>Regular Capacity</td><td>100 - 130</td></tr>
<tr><td>501 - 600</td><td>Regular Capacity</td><td>40-90</td><td>90 - 125</td><td>75-90</td></tr>
<tr><td>601 - 1000</td><td>Regular Capacity</td><td>40-80</td><td>75 - 90</td><td>65-75</td></tr>
<tr><td>1001 - 2499</td><td>Regular Capacity</td><td>40-70</td><td>70 - 80</td><td>55-65</td></tr>
<tr><td>2500 - 9999</td><td>Higher Capacity</td><td>35-50</td><td>60 - 70</td><td>45-55</td></tr>
<tr><td>10 G</td><td>10G Capacity</td><td>18-20</td><td>45 - 50</td><td>25 - 30</td></tr>
<tr><td>10 G+</td><td>Multiple 10G</td><td>17-18</td><td>40 - 45</td><td>20 - 25</td></tr>
<tr><td>10 G++</td><td>Min 100G [sum of 10G] Capacity</td><td>15-17</td><td>30 - 37</td><td>18 - 20</td></tr>
<tr><td>100 G</td><td>100G Capacity</td><td>14-15</td><td>28 - 30</td><td>15 - 16</td></tr>
<tr><td>100 G +</td><td>Multiple 100G [sum of multiple capacity]</td><td>13-14</td><td>25 - 28</td><td>13 - 15</td></tr>
</table>

- NTTN সেবার জন্য নির্ধারিত Grade of Service (GoS) নিম্নরূপ:

<table>
<tr><th>GRADE</th><th>Quality of Service (QoS)</th><th>Quality of Experience (QoE)</th></tr>
<tr><td rowspan="6">GRADE - A</td><td>Multiple Backbone path redundancy</td><td>Up Time : 99.91% - 99.95%</td></tr>
<tr><td>Aggregation Redundancy & Geo-Redundancy</td><td>Down Time : Maximum 263 minutes a Year</td></tr>
<tr><td>Access layer path level redundancy</td><td>MTTR : 5 Hour (Maximum from logical detection)</td></tr>
<tr><td>24/7/365 NOC and Care Service</td><td>Key Account Manager (KAM): Dedicated</td></tr>
<tr><td>Client’s Login to NMS and Monitoring</td><td>Penalty to NTTN operator against GoS</td></tr>
<tr><td>Customized and monthly report</td><td>Device Utilization : 75% [Maximum]</td></tr>
<tr><td rowspan="6">GRADE - B</td><td>Multiple physical path redundancy in Back-bone</td><td>Up Time : 99.90%</td></tr>
<tr><td>Aggregation level redundancy</td><td>Down Time : Maximum 590 minutes a Year</td></tr>
<tr><td>Access layer path level redundancy</td><td>MTTR : 5 Hour (Maximum from logical detection)</td></tr>
<tr><td>24/7/365 NOC and Care Service</td><td>Key Account Manager (KAM): Dedicated</td></tr>
<tr><td>Client’s Login to NMS and Monitoring</td><td>Penalty to NTTN operator against GoS</td></tr>
<tr><td>Customized and mutually agreed monthly reports to client</td><td>Device Utilization : 85% [Maximum]</td></tr>
</table>

GRADE	Quality of Service (QoS)	Quality of Experience (QoE)
GRADE - C	Concurrently Maintainable Path & Device	Up Time : 99.50%
	Multiple Aggregation (Redundant)	Down Time : Maximum 2800 minutes a Year
	24/7/365 NOC and Care Service	MTTR : 6 Hour (Maximum from logical detection)
	Client's Login to NMS and Monitoring	Key Account Manager (KAM): Dedicated
	Customized Monthly Report to Client	Penalty to NTTN operator against GoS
		Device Utilization : 95% [Maximum]
GRADE - D	Concurrently Maintainable Path & Device	Up Time : 99.00%
	Multiple Aggregation (Redundant)	Down Time : Maximum 5260 minutes a Year
	Logical Function Redundancy	MTTR : 8 Hour (Maximum from logical detection)
	24/7/365 NOC and Care Service	Key Account Manager (KAM): Dedicated
	Templated Monthly Report to Client	Penalty to NTTN operator against GoS
GRADE - E	Basic Component (No Redundancy in backbone)	Up Time : 97.00%
	No aggregation redundancy	Down Time : Maximum 15,768 minutes a Year
	18/7/365 NOC and Care Service	MTTR : 15 Hour (Maximum from logical detection)
	Templated Quarterly Report to Client	Key Account Manager (KAM)
		Penalty to NTTN operator against GoS

(ভ) গণশুনানি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর ধারা ৮৭(১) অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে গত ২২ আগস্ট ২০২১ তারিখে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে ২০২১ সালে গণশুনানি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণশুনানিতে বিটিআরসি'র লাইসেন্সধারী বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে বিটিআরসির চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের মহাপরিচালকগণ নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ভোক্তা অধিকার সংঘ, মোবাইল ফোন গ্রাহক এ্যাসোসিয়েশন, বিটিআরসি'র লাইসেন্সধারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তাদের এসোসিয়েশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণসহ সাধারণ ভোক্তাগণ অনলাইনে গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। গণশুনানীতে ৯২১ জন গ্রাহক সর্বমোট ৯২১টি প্রশ্ন, অভিযোগ ও মতামত উত্থাপন করেন;

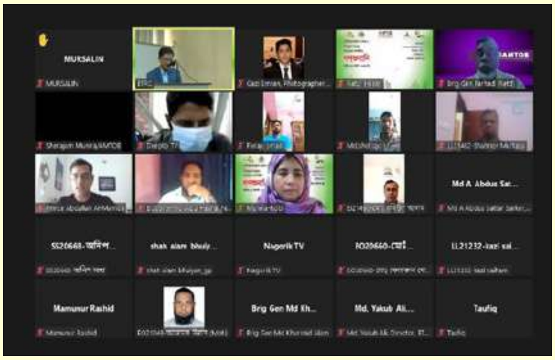

অনলাইন (জুম) মাধ্যমে গণশুনানি, ২০২১ অনুষ্ঠানের চিত্র

(ম) টাওয়ার শেয়ারিং

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে টাওয়ারের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে টাওয়ার স্থাপনের কারণে সৃষ্ট বিকিরণে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতিরোধ এবং আবাদি জমির উপর টাওয়ার স্থাপনের কারণে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস রোধের উদ্দেশ্যে গত ০১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে টাওয়ার শেয়ারিং গাইডলাইন জারি করা হয়। সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন হতে মোট চারটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটর ও টাওয়ার কোম্পানিসমূহের মধ্যে চুক্তি সংক্রান্ত জটিলতার প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার নির্দেশনা মোতাবেক একটি Service Level Agreement (SLA) চূড়ান্ত করে কমিশন হতে জারি করা হয়। বর্তমানে চারটি টাওয়ার অপারেটর ও মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরের মধ্যে ১৪টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যা বিটিআরসি ভেটিংকৃত। উল্লেখ্য, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে বিটিসিএল-এর বর্তমান টাওয়ারসমূহ লিজ, রেন্ট বা শেয়ার প্রদানের নিমিত্ত বিটিসিএল-এর অনুকূলে একটি Permit ইস্যু করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বিটিসিএল'র বিদ্যমান টাওয়ারসমূহ মোবাইল অপারেটরদের দ্বারা শেয়ারিং এর জন্য ইতোমধ্যে রবি আজিয়াটা লি:, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লি: ও গ্রামীণফোন লি: বিটিআরসি হতে SLA ভেটিং করত: চুক্তি সম্পাদন করেছে। বর্তমানে টাওয়ার অপারেটরসমূহ কর্তৃক স্থাপিত ও শেয়ারকৃত টাওয়ারের সংখ্যা নিম্নরূপ:

টাওয়ার অপারেটর	টাওয়ার মালিকানাধীন টাওয়ার সংখ্যা			শেয়ারকৃত টাওয়ার সংখ্যা		
	জুন'২১	জুন'২২	টাওয়ার বৃদ্ধি	জুন'২১	জুন'২২	শেয়ারিং বৃদ্ধি
ইডোটকো বাংলাদেশ কোম্পানি লি:	১১,৮৭১	১৪,০২১	২,১৫০	৪,৩৭৭	৬,০৩৫	১,৬৫৮
সামিট টাওয়ারস লি:	৩৮১	১,১৬৬	৭৮৫	০	১২৬	১২৬
কীর্তনখোলা টাওয়ার বাংলাদেশ লি:	৪৬	৩৭৩	৩২৭	০	০	০
এবি হাইটেক কনসোর্টিয়াম লি:	১৪৩	২১৩	৭০	০	০	০
মোট	**১২,৪৪১**	**১৫,৭৭৩**	**৩,৩৩২**	**৪,৩৭৭**	**৬,১৬১**	**১,৭৮৪**

- দেশের টেলিকম নেটওয়ার্কে মোবাইল অপারেটরদের মালিকানাধীন টাওয়ারসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

মোবাইল অপারেটরের নাম	নিজস্ব মালিকানাধীন টাওয়ার সংখ্যা
রবি আজিয়াটা লি:	২,৪৬৪
গ্রামীণফোন লি:	১০,২৮৪
টেলিটক বাংলাদেশ লি:	৩,৩৬২
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লি:	৬,১২৮
মোট	**২২,২৩৮**

মোবাইল অপারেটর ও টাওয়ারকো অপারেটরদের মালিকানাধীন টাওয়ার সংখ্যা

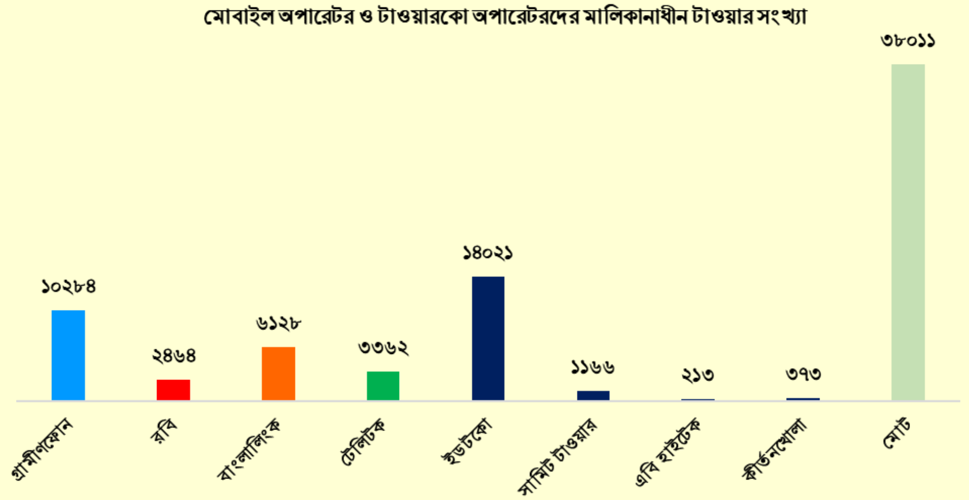

(য) অ্যাপস ভিত্তিক কলিং সার্ভিস

- Apps ভিত্তিক Calling সার্ভিস ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণ খুব সহজে মোবাইল ফোনের Apps এর মাধ্যমে সুলভে টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণ করতে পারছে। বর্তমানে ১২টি আইপিটিএসপি অপারেটর সমূহ যথা ইন্টারক্লাউড লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, লিংক-থ্রি টেকনোলজিস লিমিটেড, বিডিকম অনলাইন লিমিটেড, মেট্রোনেট বাংলাদেশ লিমিটেড, আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড, বিটিএস কমিউনিকেশন, রেস অনলাইন, এসএসডি টেক, এডিএন, অগ্নি এবং বিটিসিএলকে Apps ভিত্তিক Calling সার্ভিসের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ইন্টারক্লাউড লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড এবং বিটিসিএল প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাক্রমে Brilliant Apps, Amber IT IP Phone এবং আলাপ নামক Apps ভিত্তিক Calling সার্ভিস প্রদান করছে।

(র) ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস (বিডব্লিউএ)

- সারা দেশব্যাপী ব্রডব্যান্ড সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে Banglalion Communication Ltd. ও Augure Wireless Broadband Bangladesh Ltd. (AWBBL) এবং ২০১৩ সালে Bangladesh Internet Exchange Ltd. কে Broadband Wireless Access (BWA) লাইসেন্স প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১৩ সালে 3G ও ২০১৮ সালে 4G প্রযুক্তি প্রবর্তনের পরে BWA অপারেটরগণ গ্রাহক হারাতে শুরু করে। বর্তমানে BWA অপারেটরদের কোন অপারেশনাল কার্যক্রম চলমান নাই। BWA'র প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের সক্ষমতা না থাকার কারণে ২০২১ সালে Banglalion Communication Ltd. এবং ২০২২ সালে Augure Wireless Broadband Bangladesh Ltd. (AWBBL) লাইসেন্স বাতিল করা হয়। Bangladesh Internet Exchange Ltd. এর লাইসেন্স বাতিলকরণের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।

(ল) কলসেন্টার

- কলসেন্টার বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে কলসেন্টার শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সালে। স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং প্রবাসীদের অংশগ্রহণে শিল্পটি ক্রমশই বিকাশ লাভ করছে। অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও এই সেক্টর বিস্তার লাভ করছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডিয়া, সুইডেন, জার্মানি, ডেনমার্ক, জাপান, বেলজিয়ামসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কলসেন্টার কার্যক্রম বাংলাদেশ থেকে পরিচালিত হচ্ছে। মাত্র ৭০০ কর্মী নিয়ে এই সেক্টরটি যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এ খাতে কর্মী সংখ্যা ৬৫ হাজারেরও অধিক। কলসেন্টার প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

বিষয়	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশনধারী প্রতিষ্ঠান	২৪০	২৭৮	৩১৩	২১২	২২৮
অপারেশনাল কল সেন্টার (আন্তর্জাতিক)	৭০	৯২	১০১	৭৪	৭০
অপারেশনাল কল সেন্টার (ডমেস্টিক)	৪০	১৮৬	১৮৮	১৪	১১
কলসেন্টার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবল	৪০,০০০+	৫০,০০০+	৫০,০০০+	৬০,০০০+	৬৫,০০০+

(শ) শর্ট কোড

বিটিআরসি কর্তৃক সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত উল্লেখযোগ্য শর্টকোড নিম্নরূপ:

Sl. no	Organization Name	Allocated Short Code
1	BTRC	100
2	Digital Security Agency	104
3	Bangladesh Election Commission	105
4	Anti-Corruption Commission	106
5	Multi-Sectoral Program me on Violence against Women Project Implementation Unit.	109
6	Post and Telecommunication Division	111
7	Bangladesh Railway	131
8	Access to Information (a2i) Programme	333
9	Bangladesh Police	999
10	Disaster Management Bureau (DMB)	1090
11	Ministry of Social Welfare	1098
12	Institute of Epidemiology Disease Control & Research (IEDCR)	10655
13	Dhaka Medical College Hospital	10656
14	Combined Military Hospital (CMH), Dhaka	10660
15	Civil Aviation Authority	13601
16	Bangladesh Parjatan Corporation	13803
17	Deputy Commissioner’s Office, Kurigram	16100
18	Dhaka North City Corporation (Wintel Ltd.)	16101
19	Chittagong City Corporation	16104
20	BRTA	16107
21	Human Rights Commission	16108
22	Bangladesh Meteorological Department	16110
23	Chittagong Development Authority (CDA)	16112
24	Ministry of Shipping	16113
25	Press Information Department	16114
26	Bangladesh Technical Education Board (BTEB)	16115
27	Dhaka Power Distribution Company Limited (DPDC)	16116
28	West Zone Power Distribution Company Limited (WZPDC)	16117
29	Chattogram Water Supply & Sewerage Authority	16118
30	BSTI	16119
31	DESCO	16120
32	Directorate of National Consumers' Right Protection	16121
33	Ministry of Land	16122
34	Agricultural Ministry	16123
35	National River Conservation Commission	16124
36	Bangladesh Air Force	16125
37	Department of Fisheries	16126
38	Dhaka Metropolitan Police	16127
39	Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA)	16128
40	Bangladesh Krishi Bank	16129
41	Insurance Development & Regulatory Authority	16130
42	Bangladesh Power Development Board	16131
43	Microcredit Regulatory Authority	16133
44	Department of Government Transport	16134
45	Wage Earners' Welfare Board	16135
46	Office of the Register General, Birth & Death Register	16152
47	Dhaka WASA	16162
48	Directorate of Fire Service & Civil Defence	16163
49	Bangladesh Post Office	16167
50	Ministry of Liberation War Affairs	16171
51	Bangladesh Scouts	16208
52	Ministry of Religious Affairs	16220
53	Bangladesh Bank	16236
54	Ministry of Health and Family Welfare	16263
55	Dhaka University	16321
56	icddr,b	16340

Sl. no	Organization Name	Allocated Short Code
57	Department of Inspection for Factories and Establishments	16357
58	Min. of Fisheries & Livestock	16358
59	Bangladesh Telecommunication Company Ltd. (BTCL)	16402
60	National University	16429
61	MoLaw, Justice and Parliament	16430
62	Rupali Bank Ltd.	16495
63	Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd	16496
64	Jalalabad Gas Transmission and Distribution System Ltd.	16511
65	Karnaphuli Gas Distribution Company Ltd.	16512
66	Pashchimanchal Gas Company Ltd.	16514
67	Agrani Bank Ltd.	16518
68	Bakhrabad Gas Distribution Company Ltd.	16523
69	Paradise Technologies Ltd.	16540
70	National Board of Revenue	16555
71	Chittagong Port Authority	16563
72	Central Procurement Technical Unit	16575
73	Sonali Bank Ltd	16639
74	Palli Sanchay Bank	16654
75	Directoarte General of Family Planning (DGFP)	16767
76	Telephone Shilpa Sangstha Ltd.	16773

(ষ) Interactive GIS Map

- পূর্বে ট্রান্সমিশনের জন্য পৃথক কোন লাইসেন্স না থাকায় অপারেটরসমূহ দেশব্যাপী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করেছে। স্ব স্ব অপারেটরের নিজস্ব নেটওয়ার্ক থাকলেও দেশব্যাপী বিস্তৃত বিভিন্ন অপারেটরের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের কোন সমন্বিত চিত্র নীতি-নির্ধারকদের নিকট না থাকায় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে সরকার দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিটিআরসি দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি ক্লিনিক, ডাকঘর ইত্যাদি তৃণমূল পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের সাথে ক্রমান্বয়ে সংযুক্তির নিমিত্ত একটি Interactive GIS Map প্রস্তুত করেছে;
- Interactive GIS Map'টিতে সকল অপারেটরের নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবারের তথ্য বিভিন্ন লেয়ারের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ মানচিত্রের সহায়তায় বর্তমানে সারাদেশের অপটিক্যাল ফাইবারের জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ভিত্তিক অবস্থান, ক্যাপাসিটিসহ বিস্তারিত কারিগরি তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। সরকারি বা বেসরকারি Connectivity সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে মানচিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৮ সালে সিস্টেমটি চালুর পর হতে এ পর্যন্ত ০৬টি প্রতিষ্ঠানকে (এটুআই প্রোগ্রাম, আইসিটি অধিদপ্তর, কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্প (আইসিটি বিভাগ), বাংলাদেশ আর্মি-সিগনালস হেডকোয়ার্টার, জিএস ব্রাঞ্চ-আর্মি হেডকোয়ার্টারস, ডিজিএফআই) দাপ্তরিক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সুনির্ধারিত শর্তের আলোকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এই মানচিত্রের কার্যকর ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিটিআরসি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রণয়ন করেছে;

(স) টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম (TMS)

- বর্তমানে অপারেটরদের টেকনিক্যাল অডিট ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয় যেখানে অপারেটরদের পরিবীক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থার পরিদর্শন পদ্ধতির সঠিকতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অপারেটর ঘোষিত ও দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় অনেকক্ষেত্রে অপারেটরদের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ ও কাঙ্ক্ষিত ডাটা পাওয়া যায় না। তাছাড়া, সিডিআর ডাটা সংরক্ষণে কারিগরি ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতা থাকায় দীর্ঘসময় ধরে উক্ত ডাটা সংরক্ষণ করা বেশ দুরূহ। ইন্টারনেট ভিত্তিক এবং মূল্য সংযোজিত সেবার ব্যবহার ইত্যাদি যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে অপারেটর প্রদত্ত প্রতিবেদনের উপর নির্ভরতা তৈরি হয় ফলে বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রকৃত রাজস্বের অবস্থা যাচাই এর সুযোগ খুবই সীমিত। তাছাড়া, তৃতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তথ্য আহরণ ও তথ্য নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিশ্চিত করা জটিল হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে লাইসেন্সধারীদের গ্রাহক, নেটওয়ার্ক, স্পেকট্রাম এবং আইনি বিষয়ে তথ্য প্রদান এবং গ্রহণ করার বিষয়টি সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল এবং ফলশ্রুতিতে বিটিআরসিকেও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করতে হয়। এই সকল বিষয়াদি বিবেচনা করত: বিটিআরসি কর্তৃক একটি ডিজিটাল ব্যবস্থা (Telecom monitoring System, TMS) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা সম্পূর্ণ হলে বিদ্যমান তথ্য সংগ্রহ এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় করবে, সেই সঙ্গে লাইসেন্সধারীদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বাস্তব সময়ে (real time) পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে;
- এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক হতে ভয়েস ও ডাটা ট্রাফিকের ব্যবহার ও মান সম্পর্কিত তথ্য এবং সর্বোপরি সরকারের প্রাপ্য রাজস্বের সঠিক তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে। ফলে বিটিআরসির নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে এবং সরকারের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন ব্যবস্থা আরও দক্ষ ও দ্রুত করা যাবে। একইসাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ার ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে মোবাইল অপারেটর প্রান্তে TMS ব্যবস্থার Compliance Monitoring System (CMS) এবং বিটিআরসি'র প্রান্তে TMS ব্যবস্থার Telecom Monitoring Center (TMC) স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে। TMS ব্যবস্থার সকল সফটওয়্যার ও সফট মডিউল Installation ও Commissioning সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সিস্টেমটির টেস্ট এন্ড ট্রায়াল কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

TMS ব্যবস্থার Compliance Monitoring System (CMS)।

বিটিআরসিতে স্থাপিত টেলিকম মনিটরিং সেন্টারে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, কমিশনার ও মহাপরিচালকের উপস্থিতিতে TMS ব্যবস্থার প্রদর্শনী।

(স) Quality of Service (QoS)

- Quality of Service (QoS) বলতে একটি নেটওয়ার্কের আওতাধীন কিংবা কোন একটি সেবার মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করার ক্ষমতাকে বুঝায়। বিটিআরসি সময়ে সময়ে মোবাইল অপারেটরদের জন্য Quality of Service (QoS) সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করে আসছে। বিটিআরসি কর্তৃক সর্বশেষ মোবাইল, ISP, PSTN সহ অন্যান্য ANS অপারেটরদের টেলিযোগাযোগ সেবার মান সংক্রান্ত একটি সমন্বিত রেগুলেশন [The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (ANS Operator's Quality of Service) Regulations, 2018] জারি করা হয়েছে। সরকারের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এই রেগুলেশন অনুযায়ী কলড্রপ, Data Throughput, নেটওয়ার্ক কভারেজসহ মোবাইল নেটওয়ার্কের অন্যান্য KPI (Key Performance Indicator) এর ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য সীমা নির্ধারণ করা আছে;
- রেগুলেশন অনুযায়ী মোবাইল অপারেটরগণ Data Throughput, কলড্রপ এবং অন্যান্য KPI এর মানসহ প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে বিটিআরসি'তে প্রদান করছে। এছাড়া, বিটিআরসি হতে ড্রাইভ-টেস্ট Methodology নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত Methodology অনুসরণ করে বিটিআরসি ও মোবাইল অপারেটররা ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে;

(হ) 4G সাইট সমূহে অপটিক্যাল ফাইবার কানেক্টিভিটি

দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের সাইটসমূহ অপটিক্যাল ফাইবার দ্বারা সংযোগ স্থাপন করা জরুরি। বিভিন্ন অপারেটরের সাইট ফাইবারাইজেশনের মার্চ ২০২২ পর্যন্ত অবস্থা নিম্নরূপ:

Operator Name	4G site fiberization (%) target as of March 2022
GrameenPhone	18.3
Robi Axiata Limited	17.3
Banglalink	14
Teletalk Bangladesh Limited	65

বিটিআরসি'র মধ্যস্থতায় এনটিটিএন অপারেটর ও মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের মধ্যে একাধিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোবাইল অপারেটরগণ তাদের ফাইবারাইজেশনের পরিকল্পনা এনটিটিএন অপারেটরদের প্রদান করেছে এবং এনটিটিএন অপারেটরগণ তাদের ফুটপ্রিন্ট মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের প্রদান করেছে। এনটিটিএন অপারেটর ও মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের মধ্যকার অমীমাংসিত বিষয় সমাধানকল্পে কার্যক্রম চলমান আছে;

(ড়) ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ)

জুলাই ২০২১ মাসে আইজিডব্লিউ মাধ্যমে আদান-প্রদানকৃত সর্বমোট আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী কল মিনিটের পরিমাণ ছিল ৬৬.৬৯ কোটি যা জুন ২০২২-এ ৭২.৯৯ কোটি কল মিনিটে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে আন্তর্জাতিক বহির্গামী কল মিনিটের পরিমাণ জুলাই ২০২১-এ ছিল ০.৫৬ কোটি যা জুন ২০২২ এর শেষ নাগাদ ০.৫৮ কোটি কল মিনিটে দাঁড়িয়েছে। দেশে গত এক বছরে আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী কল মিনিট এবং আন্তর্জাতিক বহির্গামী কল মিনিটের চিত্র নিম্নরূপ:

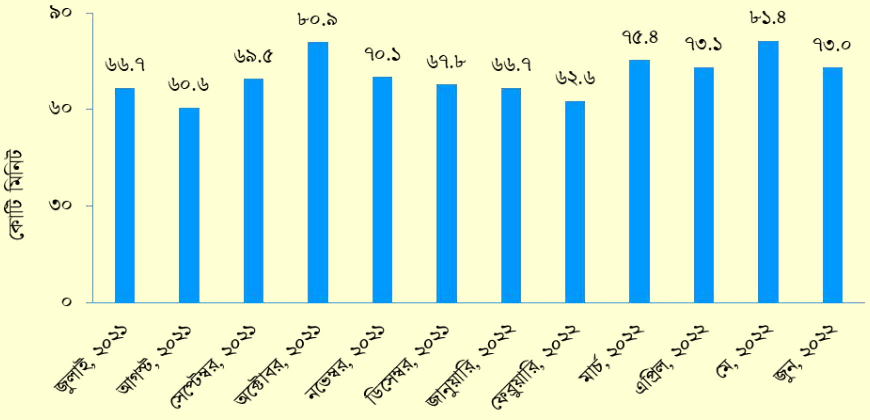

২০২১-২২ অর্থবছরে IGW অপারেটরগণের মাধ্যমে পরিচালিত আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী কল মিনিট (কোটি মিনিট)।

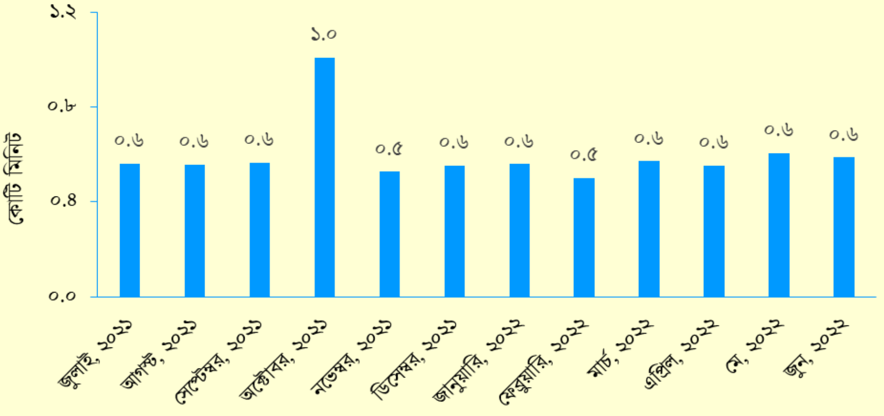

২০২১-২২ অর্থবছরে IGW অপারেটরগণের মাধ্যমে পরিচালিত আন্তর্জাতিক বহির্গামী কল মিনিট (কোটি মিনিট)।

(ঢ়) ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স)

- আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ কল ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে বিটিসিএলসহ মোট তিনটি আইসিএক্স ২০০৯ এর জানুয়ারি হতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে বিটিআরসি সরকারের অনুমোদনক্রমে আরও ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে আইসিএক্স লাইসেন্স প্রদান করে। আইসিএক্স এর মাধ্যমে কল আদান প্রদান করার ফলে ইন্টারকানেকশন সহজতর হওয়ার পাশাপাশি বিটিআরসি কার্যকরভাবে মোবাইল, পিএসটিএন এবং আইপিটিএসপি অপারেটরের মধ্যকার প্রকৃত কলের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক যথাযথ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আইসিএক্স'র মাধ্যমে পরিচালিত কলের মাসভিত্তিক চিত্র নিম্নরূপ:

২০২১-২২ অর্থবছরে ICX সমূহের মাধ্যমে পরিচালিত অভ্যন্তরীণ কল মিনিট (কোটি মিনিট)।

(য়) অন-নেট সংযোগের মাধ্যমে পরিচালিত কল মিনিট

- অপারেটরদের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে পরিচালিত ট্রাফিক অন-নেট ট্রাফিক বলে পরিচিত। জুলাই ২০২১ মাসে অন-নেট কল মিনিটের পরিমাণ ছিল ১৩৭৭৩.২ মিলিয়ন মিনিট যা পরবর্তীতে জুন, ২০২২ মাসে ১৩৭৫৪.৬ মিলিয়ন কল মিনিটে দাঁড়িয়েছে। গত একবছরে মাসভিত্তিক অন-নেট কল নিম্নরূপ:

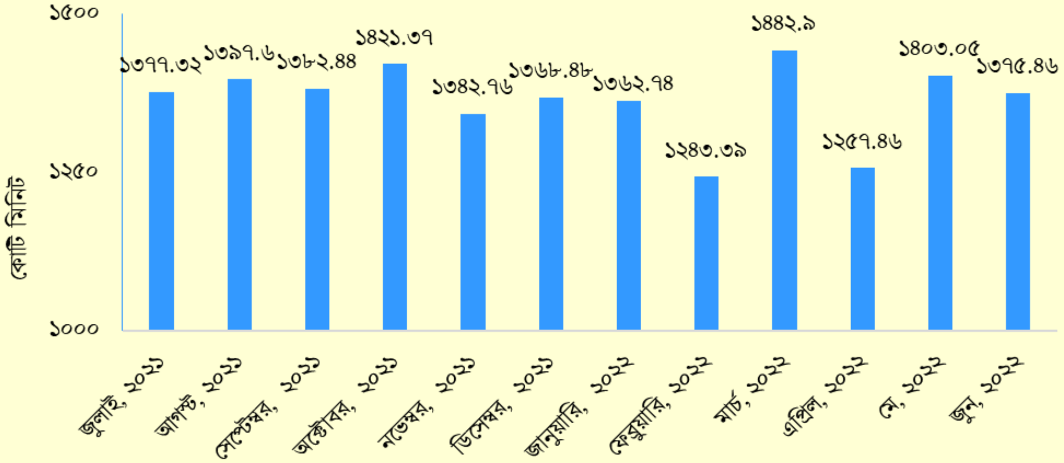

২০২১-২২ অর্থবছরে মোবাইল অপারেটরদের অনলাইন কল মিনিটের মাসভিত্তিক চিত্র (কোটি মিনিট)

(ৎ) এসএমএস সেবা

- মোবাইল নেটওয়ার্কে ভয়েস সেবার পর সবচেয়ে জনপ্রিয় সেবা হল এসএমএস। প্রতিদিন মিলিয়ন মিলিয়ন এসএমএস স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রেরিত এবং গৃহীত হয়ে থাকে। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু উপাত্ত নিম্নে সন্নিবেশিত হলো:

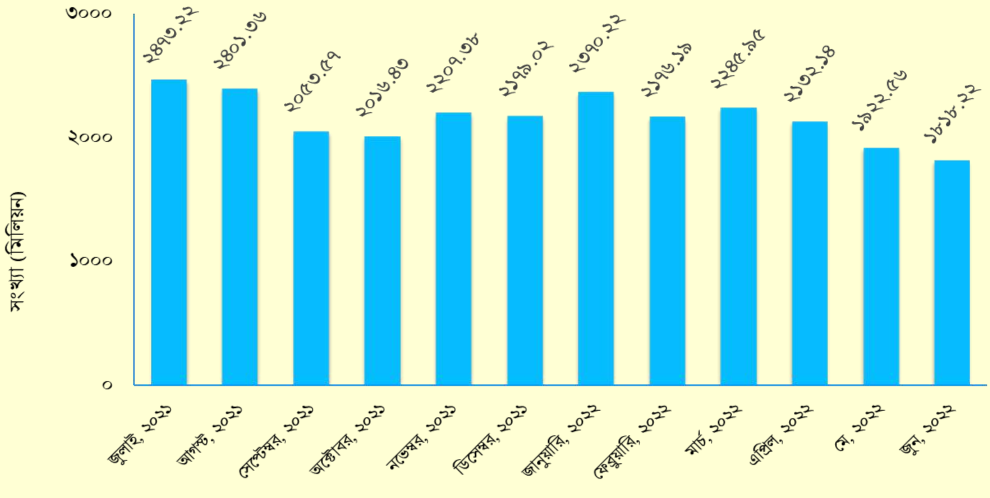

২০২১-২২ অর্থবছরে গ্রাহক কর্তৃক প্রেরিত মোট অভ্যন্তরীণ এসএমএস এর মাসভিত্তিক সংখ্যা (মিলিয়ন)

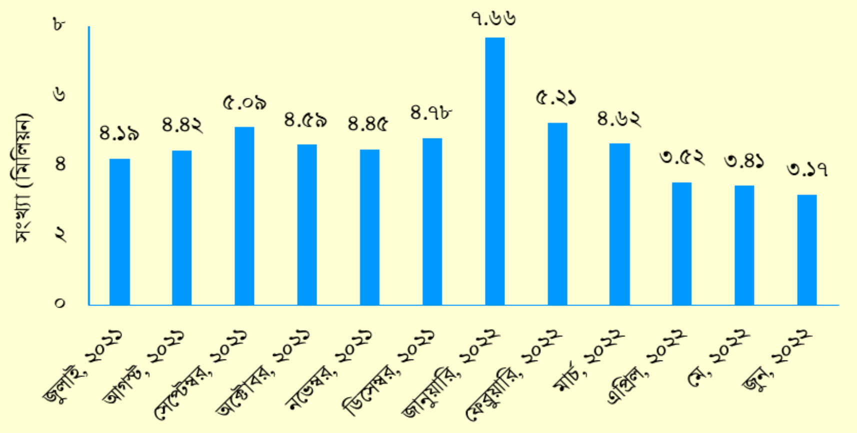

২০২১-২২ অর্থবছরে গ্রাহক কর্তৃক প্রেরিত মোট আন্তর্জাতিক এসএমএস এর মাসভিত্তিক সংখ্যা (মিলিয়ন)

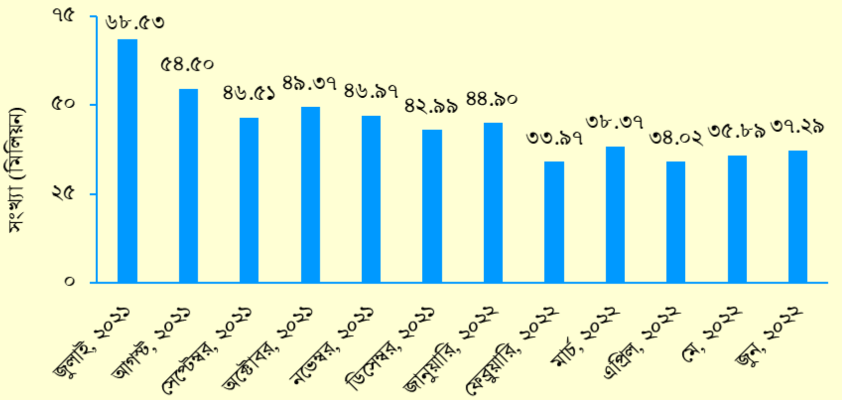

২০২১-২২ অর্থবছরে গ্রাহক কর্তৃক গৃহীত মোট আন্তর্জাতিক এসএমএস এর মাসভিত্তিক সংখ্যা (মিলিয়ন)

২.১.৩ বিটিআরসি কর্তৃক রাজস্ব আদায়

গত ১৩ অর্থবছরে বিটিআরসির রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্রমিক	অর্থবছর	রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আদায়	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার
১	২০০৯-১০	২,১৩৫.৩৫	২,৩৭০.৯৮	১১১.০৩%
২	২০১০-১১	২,৫৫৬.৭৪	৩,০৪৭.২৮	১১৯.১৯%
৩	২০১১-১২	৬,৩০২.৫৭	৬,৯৫৭.৭০	১১০.৩৯%
৪	২০১২-১৩	৫,১৫৯.৩২	৫,৪০৪.৬৯	১০৪.৭৬%
৫	২০১৩-১৪	৯,৪৯৭.০০	১০,০৮৫.৩৫	১০৬.২০%
৬	২০১৪-১৫	৭,০০০.০০	৪,২১৯.১৯	৬০.২৭%
৭	২০১৫-১৬	৪,১৮১.১০	৪,২০৭.৯৪	১০০.৬৪%
৮	২০১৬-১৭	৪,০৬০.০০	৪,০৬৬.৪৮	১০০.১৬%
৯	২০১৭-১৮	৬,৪৪৪.৮৬	৬,৪৪৫.৩৬	১০০.০১%
১০	২০১৮-১৯	৩,০২৫.০০	৩,০৫৮.৮৮	১০১.১২%
১১	২০১৯-২০	৩,১০০.০০	৪,৭১৯.৮২	১৫২.২৫%
১২	২০২০-২১	২,৯৭৫.০০	৩৮০১.৭৩	১২৭.৭৭%
১৩	২০২১-২২	৩,৯২৪.৯৫	৪,৩৬৯.০০ (অনিরীক্ষীত)	১২৮.৮৮%
মোট		**৬০,৩৬১.৮৯**	**৬২,৭৫৪.৪০**	

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

দেশ ও মানুষের সেবায়

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

সম্মানিত টেলিফোন গ্রাহকবৃন্দের চাহিদার প্রেক্ষিতে বহুল প্রত্যাশিত বিটিসিএল এর প্রিপেইড সেবা গত ১৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে চালু করা হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার ইস্কাটনস্থ বিটিসিএল প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সেবাটির শুভ উদ্বোধন করেন।

দেশব্যাপি ডিজিটাল সংযোগ আরও গতিশীল ও সুদৃঢ় করতে বিটিসিএল ও গ্রামীণফোনের মধ্যে গত ১৯ জুলাই ২০২১ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। টেলিযোগাযোগ সেবা সংক্রান্ত এই চুক্তির অধীনে দেশব্যাপী বিটিসিএল'এর অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ ও বিটিসিএল টাওয়ারসমূহ গ্রামীণফোন ব্যবহার করবে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

২.২ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

- ১ জুলাই, ২০০৮ তারিখে তৎকালীন বিটিটিবি থেকে কোম্পানিতে রূপান্তরিত বিটিসিএল বর্তমানে পিএসটিএন, আইজিডব্লিউ, আইসিএক্স, আইএসপি, আইআইজি, বিডব্লিউএ, আইটিসি এবং এনটিটিএন লাইসেন্সের আওতায় ভয়েসসহ অন্যান্য মূল্য সংযোজন সেবা, আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদান, আন্তঃসংযোগ সেবা, লিজড লাইন, ভিপিএন, .bd ও .বাংলা নিবন্ধন, গ্রাহক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা, জাতীয় পর্যায়ে ট্রান্সমিশন সেবা এবং টেলিকম অবকাঠামো ইজারা বা ভাড়া প্রদান করে যাচ্ছে। বিটিসিএল কর্তৃক দেশের সকল বিভাগ, জেলা, ৪৭৪ টি উপজেলাসহ ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সারাদেশব্যপী ৩৪,১০০ কি.মি. এর অধিক নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপিত হয়েছে। বিটিসিএল ঢাকা-কক্সবাজার SMW-4 রুট, ঢাকা-কুয়াকাটা SMW-5 রুট, ঢাকা-বেনাপোল ITC রুট এবং ঢাকা-আখাউড়া এক্সপোর্ট রুট এর মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ত রয়েছে। বিটিসিএল ৪.৮১ লক্ষ পিএসটিএন ল্যান্ডফোন গ্রাহক, ৫০ হাজার ADSL/GPON ইন্টারনেট (১০০ Mbps পর্যন্ত) গ্রাহক, এবং সাধারণ/ISP/IIG পর্যায়ের গ্রাহককে ৪৭৮ Gbps লিজড লাইন ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ ও ১০৩ Gbps ভিপিএন ব্যান্ডউইথসহ নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করে যাচ্ছে;

২.২.১ বিটিসিএল এর সেবা

<table>
<tr><th>সেবার ধরন</th><th>সেবা</th><th>গ্রাহক সংখ্যা/পরিমাণ (৩০ জুন ২০২১)</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td rowspan="8">ভয়েস</td><td>পিএসটিএন টেলিফোন</td><td>৪.৮১ লক্ষ</td><td rowspan="4">সারাদেশে উপজেলা ও বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত বিস্তৃত</td></tr>
<tr><td>আন্তঃ অপারেটর ভয়েস কল</td><td></td></tr>
<tr><td>আন্তর্জাতিক ভয়েস কল</td><td></td></tr>
<tr><td>সম্পূরক সেবা (কল ফরওয়ার্ডিং, হট লাইন, কনফারেন্স কল, এলার্ম, হান্টিং নাম্বার, ভার্চুয়াল নাম্বার ইত্যাদি)</td><td></td></tr>
<tr><td>রেড টেলিফোন</td><td></td><td>ভিআইপি গণের জন্য</td></tr>
<tr><td>আইসিএক্স</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>আন্তর্জাতিক গেটওয়ে</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>’আলাপ’-অ্যাপভিত্তিক আইপি কলিং সেবা</td><td>৯.২৫ লক্ষ</td><td>ফ্রি অননেট কল, সাশ্রয়ী অফনেট কল ও এইচডি ভিডিও কল সুবিধাসহ</td></tr>
<tr><td rowspan="8">ডাটা ও ইন্টারনেট</td><td>এডিএসএল (১ এমবিপিএস ২০ এমবিপিএস)</td><td>১৪,০৯২ টি</td><td>সকল জেলা সদর ও উপজেলা</td></tr>
<tr><td>জিপন (৫-১০০ এমবিপিএস)</td><td>৩৬,১৭০</td><td>ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার</td></tr>
<tr><td>লিজড ইন্টারনেট</td><td>৪৭৮ জিবিপিএস</td><td></td></tr>
<tr><td>আইপি ট্রানজিট (আইআইজি এর মাধ্যমে)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ডোমেইন (.bd)</td><td>৩১,৬৬১</td><td></td></tr>
<tr><td>ডোমেইন (.বাংলা)</td><td>৪৮৭</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিএনএস পার্কিং</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>এমপিএলএস ভিপিএন</td><td>১০৩ জিবিপিএস</td><td></td></tr>
</table>

সেবার ধরন	সেবা	গ্রাহক সংখ্যা/পরিমাণ (৩০ জুন ২০২১)	মন্তব্য
ট্রান্সমিশন	অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্ক	৩৪,১০০ কিলোমিটার	৬৪ জেলা, ৪৭৮ উপজেলা, ১,২১৬ ইউনিয়ন পরিষদ
অবকাঠামো	যন্ত্রপাতি বসানোর স্থান, কক্ষ, এসি, পাওয়ার ইত্যাদি ভাড়া		সারাদেশে
	এন্টেনা টাওয়ার, ডার্ক অপটিকাল ফাইবার, ফাইবার ডাক্ট ভাড়া		সারাদেশে
কল সেন্টার	টেলিফোন সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ (কল সেন্টারঃ ১৬৪০২)		২৪/৭ গ্রাহক সেবায়

২.২.২ টেলিফোন চার্জ

কল রেট	কলচার্জ
বিটিসিএল থেকে বিটিসিএল, সারাদেশে	আনলিমিটেড বিটিসিএল টু বিটিসিএল কল সুবিধা মাত্র ১৫০ টাকা/মাস
বিটিসিএল থেকে মোবাইল ফোন বা অন্য লোকাল অপারেটর	৫২ পয়সা/মিনিট

২.২.৩ ইন্টারনেট সেবা চার্জ

সেবা	ডাটার গতি (সীমাহীন ভলিউম)	চার্জ
ইন্টারনেট (ADSL) (শেয়ারড)	১ মেগাবিট/সেকেন্ড	২৫০ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
	১.৫ মেগাবিট/সেকেন্ড	৩২৫ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
ইন্টারনেট (GPON/ADSL) (শেয়ারড)	২ মেগাবিট/সেকেন্ড	৩৫০ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
	৫ মেগাবিট/সেকেন্ড	৫০০ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
	১০ মেগাবিট/সেকেন্ড	৭৫০ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
	১৫ মেগাবিট/সেকেন্ড	১০০০ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
	২০ মেগাবিট/সেকেন্ড	১২০০ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
	২৫ মেগাবিট/সেকেন্ড	১৪০০ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
	৩০ মেগাবিট/সেকেন্ড	১৬০০ টাকা/মাস (ভ্যাটসহ)
এল এল আই ব্যান্ডউইড্‌থ (ডেডিকেটেড)	মেগা-গিগা: যেকোন গতি	১৮০ টাকা/এমবিপিএস থেকে শুরু
কান্ট্রিকোড টপ লেভেল ডোমেইন (.bd)		৫০০ টাকা/ বছর থেকে শুরু
কান্ট্রিকোড টপ লেভেল ডোমেইন (.বাংলা)		৪০০ টাকা/ বছর

২.২.৪ অ্যাপভিত্তিক আইপি কলিং (আলাপ) চার্জ

কল রেট	কলচার্জ
আলাপ থেকে আলাপ বা অন্য IPTSP অপারেটর	ফ্রি
আলাপ থেকে অন্য লোকাল অপারেটর	৪০ পয়সা/মিনিট

২.২.৫ মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অগ্রসরমান টেলিকম ও তথ্য প্রযুক্তির অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। দেশের অন্যতম সরকারি টেলিকম সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিটিসিএল তার সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধুনিক টেলিকম সেবা প্রদানে সচেষ্ট। সরকারের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি, সিদ্ধান্ত, নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আইটি ও ডিজিটাল কার্যক্রম সম্পর্কিত বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণ এবং 'Vision-2021' এর অংশ হিসেবে গ্রামীণ এলাকা পর্যন্ত অত্যাধুনিক টেলিকম সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিটিসিএল কাজ করে যাচ্ছে;

২০২১-২২ অর্থবছরে বিটিসিএল-এর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড নিম্নরূপ:

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় জনগুরুত্বপূর্ণ সকল ভিডিও কনফারেন্স বিটিসিএল এর ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে; উল্লেখ্য, করোনাকালে আশ্রয়ণ প্রকল্প উদ্বোধনের সময় দেশের ১৫৪টি স্থানে একযোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে;
- বিগত ১৭ এপ্রিল ২০২২ প্রিপেইড টেলিফোন ও ইন্টারনেট চালু করা হয়েছে। মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে প্রিপেইড এর সংযোগ ও রিচার্জ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- জনগণের জন্য অত্যাধুনিক নতুন ডিজিটাল সেবা হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিগত ২৬ মার্চ ২০২১ এ বিটিসিএল এর আইপি কলিং অ্যাপ 'আলাপ' চালু করা হয়েছে;
- দেশের সকল মোবাইল অপারেটর, গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক ও টেলিটককে নেটওয়ার্ক ফাইবারাইজেশন ও টাওয়ার শেয়ারিং এর মাধ্যমে এনটিটিএন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৩ বছর আগে যেখানে বিটিসিএল এর তেমন কোন শেয়ার ছিলনা, এখন মার্কেটের মেজর শেয়ার বিটিসিএল এর;
- নির্বাচন কমিশনের ৪৩৮টি অফিস ভিপিএন নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে সংযুক্ত করার কাজ চলমান আছে। এছাড়া, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পাসপোর্ট অফিস, হাইওয়ে পুলিশ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে ফাইবার নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত তা বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এক্সটার্নাল টেলিযোগাযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের দায়িত্ব বিটিসিএল এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে;
- ৪র্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবেলায় ৫জি সম্প্রসারণের জন্য দেশব্যাপী উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে আইপি নেটওয়ার্ক ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নীতকরণে দুটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে;
- দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ট্রান্সমিশন সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটে Automatic Switched Optical Network (ASON) সংযোজন করা হয়েছে এবং নেটওয়ার্ক ডাউনটাইম সন্তোষজনক পর্যায়ে কমিয়ে আনা হয়েছে;

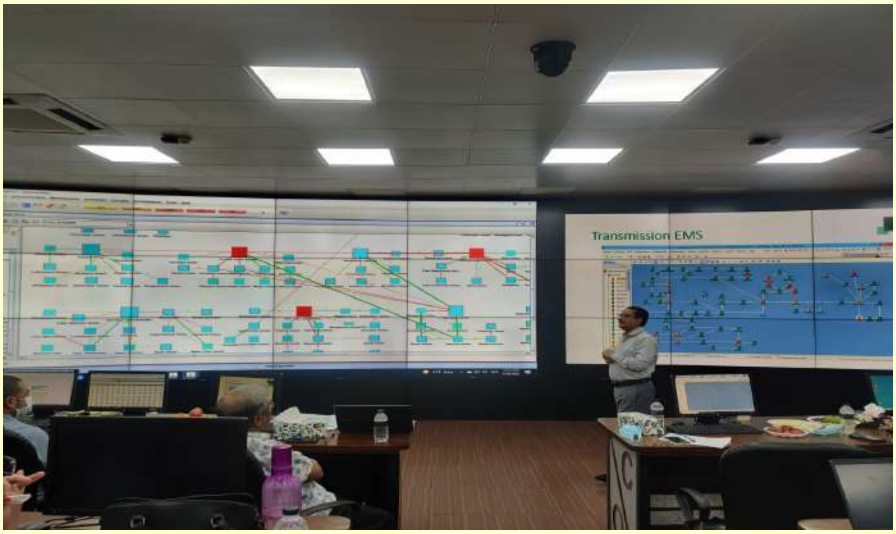

বিটিসিএল এর সকল সেবা অনলাইনে একই প্ল্যাটফর্মে প্রদান ও ২৪x৭ সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে বিগত ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে আধুনিক মানের নেটওয়ার্ক মনিটরিং সেন্টার চালু করা হয়েছে।

- বিটিসিএল করোনা অতিমারিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে । সরকারি-বেসরকারি ও আইএসপি এর নিকট প্রদত্ত লিজড লাইন ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ জুন ২০১৯ এ ছিল ১৩৭.৫ জিবিপিএস যা জুন ২০২২ এ ৪৭৮ জিবিপিএস এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও VPN এর ব্যান্ডউইথ ২০১৯ এ ২৯.১ জিবিপিএস হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২২ এ ১০৩ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে;

২.২.৬ বিটিসিএল-এর চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

(ক) "Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity" প্রকল্প

ব্রডব্যান্ড এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য উচ্চমানের Tele-Access (Transmission and Access Network) এর প্রসারের উদ্দেশে চলমান "Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের তিনটি স্থানে IMS (IP Multi Media Subsystem) Platform সহ বিটিসিএল এর বিদ্যমান IP/Transmission Network উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানের NOC ও BOSS (Business Operation and Support System) স্থাপন করা হবে। এছাড়া দেশের ৪২ টি জেলায় GPON নেটওয়ার্ক স্থাপন ও সার্ভিস প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৭ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩১,৪৯৪.০৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪৯,৭৬৬.১১ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৮১,৭২৭.৯৪ লক্ষ টাকা);

(খ) "Switching and Transmission Network Development for Strengthening Digital Connectivity)" প্রকল্প

'Switching and Transmission Network Development for Strengthening Digital Connectivity)' শীর্ষক প্রকল্পের কাজের আওতায় ANS (Access Network System) Gateway, IGW (International Gateway), IOS (Inter-operator Switch), ICX (Inter Connecting Exchange), Billing Platform যন্ত্রপাতি এবং বিলিং সিস্টেম স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) ও বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেডের মধ্যে গত ০১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে টেলিযোগাযোগ সেবা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৫,৫৩৮.৫৯ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩। প্রকল্পের IGW এবং IOS কাজের কার্যক্রম চলছে, ANS কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে, Billing কাজের দরপত্র মূল্যায়ন কাজ সমাপ্তির পথে, ICX কাজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে;

(গ) "Installation of Telecommunications Network at Mirsharai Economic zone in Chittagong" প্রকল্প

প্রকল্পটি ১৬ জুলাই, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় টেলিকম যন্ত্রপাতির জন্য ভবন, DWDM যন্ত্রপাতি, GPON Network স্থাপন করা হবে। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১৯০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২। পূর্ত ও OSP কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। DWDM Equipment বসানোর জন্য M/S ZTE Corporation এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;

(ঘ) 'হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wifi) সম্প্রসারণ প্রকল্প' (Breaking Digital Divide) প্রকল্প

প্রকল্পের লক্ষ্য টেলিটক বাংলাদেশ লি: এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর ও দ্বীপাঞ্চলসমূহে স্থাপিত BTS হতে প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও যন্ত্রাংশের সহায়তা নিয়ে উক্ত হাওর ও দ্বীপাঞ্চলসমূহে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও হাটবাজারে বিটিসিএল কর্তৃক Wifi নেটওয়ার্ক স্থাপন করার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা দেয়া। সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৪,৯৯১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০২০ হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত। টেলিযোগাযোগ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ কাজের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। "আরসিসি পোল সংগ্রহ ও স্থাপন, ওভারহেড ওএফসি স্থাপন এবং অন্যান্য স্থাপনা সংক্রান্ত কাজ" শীর্ষক প্যাকেজটি সেনাবাহিনীর আইটি পরিদপ্তরের মাধ্যমে অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। এ বিষয়ে বিটিসিএল এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

(ঙ) 'বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' প্রকল্প

এ প্রকল্পের আওতায় উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে IP Accessories যন্ত্রপাতি স্থাপন, IIG Gateway স্থাপন এবং Hosting Platform স্থাপন প্রস্তাব করা হবে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৪,৫৯০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি, ইকুইটি) এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ৩টি প্যাকেজের মধ্যে ২টির মূল্যায়ন ও ১টির বিনির্দেশ প্রণয়নের কাজ চলছে;

(চ) 'অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন' (১ম পর্যায়) প্রকল্পঃ

'অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন' (১ম পর্যায়)-শীর্ষক প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ব্যয় ৯৫১২.০০ লক্ষ টাকা মেয়াদকাল জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটির পূর্ত এবং outside plant (OSP) কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে। এছাড়াও জামালপুর ও শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ট্রান্সমিশন, কোর ও আইপি, পাওয়ার, এয়ার কন্ডিশন, OSP কাজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে;

(ছ) ৫জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন' প্রকল্প

৫জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ব্যয় ১০৫,৯১০.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদকাল এপ্রিল ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি ক্রয়কাজের বিনির্দেশ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে;

(জ) 'তেজগাঁও এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ' প্রকল্প

'তেজগাঁও এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ব্যয় ১০৭,২১৬.০০ লক্ষ টাকা মেয়াদকাল জুন ২০২২ থেকে মে ২০২৭ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

(ঝ) 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এক্সটারনাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন' প্রকল্প

প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ব্যয় ৩৭,৮৮৪.০০ লক্ষ টাকা মেয়াদকাল এপ্রিল ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের আওতায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাস্তবায়নাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য অত্যাধুনিক ও উচ্চগতির ডেডিকেটেড এক্সটার্নাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

২.২.৭ বিটিসিএল কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	উদ্ভাবনী ধারণার নাম	নাগরিক/দাপ্তরিক সুবিধা
১	বিটিসিএল এক্সচেঞ্জ ও সার্ভারসমূহের ডিসি ব্যাটারির ভোল্টেজ মনিটরিং	নোটিফিকেশন ও রিমোট মনিটরিং সিস্টেম ডিজাইনের মাধ্যমে ডিসি ব্যাটারির ভোল্টেজ মনিটর করতে পারলে উক্ত ক্রিটিকাল কন্ডিশনের সার্বিক অবস্থা তাৎক্ষণিক জানা এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে;
২	বিটিসিএল এর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গ্রাহকগণের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড অনুসন্ধান সহজিকরণ	গ্রাহকগণ প্রায়শ: ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড হারিয়ে ফেলেন বা মুছে যায়। শর্টকোড এর মাধ্যমে এপিআই ব্যাবহার করে ওয়েব পোর্টাল ও এসএমএস সেবা চালু করলে গ্রাহক উপকৃত হবে;
৩	পরিবর্তিত নম্বরের তথ্য জানা সহজিকরণ	ওয়েব পোর্টাল ও IVR এ পুরাতন নম্বর দিলে নতুন নম্বরটি জানতে পারবে;

৪৩৮টি উপজেলা নির্বাচন অফিসে ভিপিএনসহ টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিটিসিএল ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২.২.৮ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহে ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট সেবা প্রদান (২য় পর্যায়);
- গাজীপুরে অবস্থিত টেলিযোগাযোগ স্টাফ কলেজকে 'টেলিযোগাযোগ ইনস্টিটিউট' হিসেবে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা;
- পূর্বাচল স্মার্ট সিটি তৈরির জন্য টেলিযোগাযোগ ও আইটি অবকাঠামো স্থাপন;
- চট্টগ্রাম এর হাটহাজারী এলাকায় বিটিসিএল এর জায়গায় সৌর পার্ক স্থাপন/নির্মাণ।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড

teletalk

আমাদের ফোন

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষ জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ প্রতিযোগিতায় টেলিটক বাংলাদেশ লি: টেলিকম পার্টনার হিসেবে সহায়তা প্রদান করেছে। ছবি ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২।

২.৩ টেলিটক এর রূপকল্প (Vision)

বাংলাদেশের সকল প্রান্তে বসবাসরত প্রত্যেক নাগরিকের জন্য মোবাইল ভয়েস, মোবাইল ব্রডব্যান্ড (উচ্চ-গতির ইন্টারনেট) এবং ডিজিটাল সেবা সাশ্রয়ীমূল্যে প্রদান করা;

২.৩.১ অভিলক্ষ্য (Mission):

দেশের সর্বত্র নেটওয়ার্ক কভারেজ প্রদান ও উল্লেখযোগ্য মার্কেট শেয়ার অর্জনের মাধ্যমে টেলিটক বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের মধ্যে অন্যতম হবে;

২.৩.২ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মোবাইল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন; 3G. 4G ও 5G ইন্টারনেট সেবা; প্রোডাক্ট ইনোভেশন ও ডিজিটাল সেবায় টেলিটকের মার্কেট লিডার হওয়া; দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন; আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন; তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;

২.৩.৩ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- টেলিটক যাত্রার শুরু থেকে ও পরবর্তী সময়ে মোবাইল ফোন হতে মোবাইল ফোন Voice Call সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা সমূহ যেমন: BTCL ইনকামিং-আউটগোয়িং, SMS আদান-প্রদান, GPRS/ EDGE ডাটা সার্ভিস সেবা Friends & Family, Push Pull Services, Voice Mail Service, Bangla SMS, International SMS, Missed Call Alert, Malicious Call Blocking Services, ISD Voice কল, ইন্টারন্যাশনাল রোমিং Value Added Service সেবাসমূহ প্রদান করে আসছে। এছাড়া পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম ও ফলাফল প্রকাশ, চিকিৎসা, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিনোদন, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগণকে সেবা প্রদান করেছে। একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মোবাইল ফোন অপারেটর হিসেবে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড 3G সেবা প্রদানের পর থেকে দেশব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমানে টেলিটকের গ্রাহকসংখ্যা ৬৭.৫ লক্ষের অধিক। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে প্রথম থেকেই টেলিটক অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে;
  - টেলিটকই প্রথম ২০০৯ সালে দেশের অবহেলিত ৩(তিন) দুর্গম পার্বত্য জেলায় নেটওয়ার্ক স্থাপন করে। এছাড়াও টেলিটক প্রথমবাররে মত প্রত্যন্ত হাওর-বাওর অঞ্চলসমূহে মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে;
  - টেলিটকই প্রথম এবং একমাত্র মোবাইল কোম্পানি হিসাবে সুন্দরবনে নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে;
  - উপকূলীয় ও অনগ্রসর এলাকায় সর্বাধুনিক মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে;
  - টেলিটকই প্রথম ২০১২ সালে বাংলাদেশে ৩জি প্রযুক্তি চালু করে। নেটওয়ার্ক কভারেজ ও ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রমের আওতায় টেলিটক বিগত তিন বছরে দেশব্যাপী ৩,৫৩৫টি ৪জি ই-নোড-বি, ৪,৮৮০টি ৩জি নোড-বি ও ৫৬৬৪টি ২জি বিটিএস স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে। টেলিটকের নিজস্ব অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে;
  - ২০০৫ সাল থেকে অদ্যাবধি ১০টি শিক্ষা বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল প্রকাশ ও ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ করছে;

- টেলিটক ডিজিটাল সেবা প্রদানের মাধ্যমে অনলাইন ও এসএমএস এ চাকুরীর দরখাস্তকরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি-আবেদন, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা, জেলা ই-সেবা, ই-পুর্জি, পল্লী বিদ্যুৎ বিল গ্রহণসহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করছে।

- ২০২১-২২ অর্থ বছরে টেলিটক-এর -
  - শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি-আবেদন সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা- ৫০ লক্ষাধিক (প্রায়)।
  - চাকরির-আবেদন সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা- ১ কোটি ২৭ লক্ষ ১০ হাজার (প্রায়)।

- পল্লী বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা - ৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ৬১ হাজার (প্রায়)।

- দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় মোবাইল কোম্পানি হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাকুরীর তথ্য সম্বলিত ওয়েবসাইট https://alljobs.teletalk.com.bd ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

- সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) এর অংশ হিসেবে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত দেশের সেরা মেধাবীদের টেলিটক বিনামূল্যে 'আগামী' সিম প্রদান করে থাকে। আগামী সিমে নামমাত্র মূল্যে কল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হয়।

- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের টেলিটক 'বর্ণমালা' সিম প্রদান করে থাকে। এই সিমে কল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ দেশের সর্বনিম্ন। ২০২১-২২ অর্থ বছরে সারা দেশে 'বর্ণমালা' প্যাকেজের মোট ৫৭,১৭০ টি সিম প্রদান করা রয়েছে (সূত্র: বিজনেস ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট) ।

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে "শতবর্ষ" নামে একটি আকর্ষণীয় ও সাশ্রয়ী প্যাকেজে সকল স্তররে জনসাধারণের জন্য বাজারজাত ও বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে সারা দেশে 'শতবর্ষ' প্যাকেজের মোট ১৫,৪৮,৫০৯ টি ফ্রি সিম বিনামূল্যে প্রদান করা রয়েছে (সূত্র: বিজনেস ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট) ।

- দুর্যোগ কবলিত জনগণকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে টেলিটক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম "১০৯০" চালু করেছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে টেলিটকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম "১০৯০" এর সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪.৫ কোটি (প্রায়)।

- টেলিটকই প্রথম অপারেটর যা গত ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ হতে গ্রাহকদের জন্য মেয়াদবিহীন দুটি ডাটা প্যাকেজ প্রদান করে আসছে।

- এ বছরের বন্যায় সিলেট ও সুনামগঞ্জ এলাকায় দুর্গত জনসাধারণের জন্য ফ্রি মিনিট ও ডাটা প্রদান করেছে।

২.৩.৪ টেলিটকের প্রদত্ত ডিজিটাল সেবাসমূহ

- বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম তথা দেশের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে (রাঙামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি) ও সুন্দরবনসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ও এসএমএস এ ভর্তি কার্যক্রম, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, চাকুরীর দরখাস্তকরণ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা, দুর্যোগ সেবা (১০৯০), জেলা ই-সেবা, ই-পুর্জি, পল্লী বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ সহ বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে যার ফলে দেশের আপামর জনসাধারণ সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয়ের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন যার ফলে কৌশলগত সরকারের দক্ষতা, গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা প্রদান এবং গ্রামীণ অঞ্চলের জনজীবনকে সহজ করে তোলা হচ্ছে।

- **টেলিটক প্রদত্ত ডিজিটাল সেবাসমূহের তথ্য**

ক্রম	প্রদত্ত ডিজিটাল সেবা	উপকারভোগীর সংখ্যা	ই-সেবার লিংক
০১	সকল শিক্ষাবোর্ড (১০টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ড)-এর জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি এবং সমমান পরীক্ষার রেজাল্টের ডাইনামিক ডাটাবেজ আর্কাইভ তৈরি;	১.৫ কোটি (প্রায়)	www.educationboardresults.gov.bd
০২	বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এর সকল ধরনের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত কার্যক্রম Automation System Software এর মাধ্যমে সম্পন্নকরণ;	২০ লক্ষ (প্রায়)	bpsc.teletalk.com.bd
০৩	চাকরির দরখাস্ত গ্রহণের সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন;	১ কোটি (প্রায়)	vas.teletalk.com.bd
০৪	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ISBN ও Barcode সেবা অটোমেশন;	৫ লক্ষ (প্রায়)	isbn.teletalk.com.bd
০৫	টেলিটকের কারিগরি সহায়তায় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর অধীনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে SMS-এর মাধ্যমে সম্পন্নকরণ;	১৫ লক্ষ (প্রায়)	ntrca.teletalk.com.bd
০৬	টেলিটকের কারিগরি সহায়তায় ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৩৯০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির লক্ষ্যে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে ফলাফল প্রস্তুতকরণ;	৭ লক্ষ (প্রায়)	gsa.teletalk.com.bd
০৭	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের `GIU (Governance Innovation Unit)` এর অন্তর্গত Prime Minister's `Fellowship Program` এর অটোমেশন ও অনলাইনকরণের কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;	৩ লক্ষ (প্রায়)	Pmfellowship.pmo.gov.bd
০৮	প্রাইভেট ও পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকরি-বিজ্ঞপ্তি ও এ সংক্রান্ত সেবা প্রদানের নিমিত্ত টেলিটকের নিজস্ব জবসাইট তৈরির প্রাথমিক কাজ সম্পন্নকরণ।	১.৯৪ কোটি (প্রায়)	alljobs.teletalk.com.bd
০৯	টেলিটকের সেবার মান উন্নয়ন এবং সহজীকরণের লক্ষ্যে My Teletalk App মোবাইল এপ্লিকেশন চালুকরণ;	২২ লক্ষাধিক (প্রায়)	https://play.google.com/store/apps/details?id=teletalk.teletalkcustomerapp

■ **টেলিটকের নারীবান্ধব ডিজিটাল সেবাসমূহের তথ্য**

ক্রমিক	নারীবান্ধব ডিজিটাল সেবার নাম	সেবার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	প্রাপ্ত সুফল
০১	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি-প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মা -দেরকে 'মায়ের হাসি' নামের সিম প্রদান	শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি-প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মায়েদেরকে প্রদানের জন্য উক্ত সিম প্রস্তুত করা হয়েছে । এ পর্যন্ত নারীদের বিনামূল্যে ২০৬৫৩৮৫ (বিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত পঁচাশি) টি মায়ের হাসি সিম বিতরণ করা হয়েছে।	এটি টেলিটকের Corporate Social Responsibility (CSR) এর একটি অংশ, যার মাধ্যমে বর্ণিত শিক্ষার্থীদের মায়েরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই সিম পেয়েছেন, যার সাথে স্বল্প মূল্যের রিচার্জে ফ্রি হিসেবে ভয়েস ও ইন্টারনেট প্যাকেজ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী ভয়েস, এসএমএস ও ইন্টারনেট চালনার খরচও অত্যন্ত কম।
০২	নারীদের জন্য বিশেষায়িত প্যাকেজ 'অপরাজিতা'।	এটি দেশের সকল নারীর জন্য উদ্দেশ্য করে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত নারীদের বিনামূল্যে ১৫,২৮,৭৯৫ (পনেরো লক্ষ আটাশ হাজার সাতশত পঁচানব্বই)টি অপরাজিতা সিম বিতরণ করা হয়েছে।	নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য টেলিটক মহিলাদের মাঝে 'অপরাজিতা' সিম সারা দেশে বিতরণ করা হয়েছে। 'অপরাজিতা' সিমে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে কল ও ইন্টারনেট সেবা পাওয়া যায়। এর ফলে ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকারে (এক্সেস টু ইন্টারনেট) জেন্ডার বৈষম্য বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা-৫ 'জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সব নারী ও বালিকার ক্ষমতায়ন' বাংলাদেশের অর্জন ত্বরান্বিত হবে। এসডিজি এর মূল-মন্ত্র 'Leave No One Behind'-এর সাথে টেলিটক একাত্মতা প্রকাশ করে কাজ করছে।
০৩	বিবাহ ও তালাকের অনলাইন নিবন্ধন কর্মসূচী।	বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত সকল ধরণের নিবন্ধন, তথ্য সংরক্ষণ ও সংগ্রহ, অনুসন্ধান ইত্যাদি কার্যক্রম টেলিটকের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পাদন করা যাবে।	উক্ত সেবাটি পূর্ণরূপে প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত সকল কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এর কার্যক্রম শুরু হলে নারীরা বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত সকল তথ্য সহজেই অনুসন্ধান করতে পারবে যা তাদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনাকে কমাতে সাহায্য করবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের ভিত্তিতে এটি খুব দ্রুত চালু বা বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৩.৫ টেলিটকের প্রকল্পসমূহের তথ্য

(ক) সৌর বেজ স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক নেটওয়ার্ক কভারেজ শক্তিশালীকরণ

- বাস্তবায়নকাল : ০১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩১ অক্টোবর, ২০২২
- মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪০,৬১৭.৬৮ (জিওবি: ১২,৫২৪.৭৭,
  3rd Indian LOC- ২৫,৫০০.০০,
  টেলিটকের নিজস্ব অর্থ: ২৫৯২.৯১

উদ্দেশ্য

- দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- সফটসুইচেস (এনজিএন), মিডিয়া গেটওয়ে, এইচআরএলএস, এসজিএনএস এবং জিজিএসএন সম্প্রসারণের মাধ্যমে 2.5G 'র ২০ লক্ষ এবং 4G'র ৫ লক্ষ গ্রাহকের সুবিধা প্রদান;
- রেডিও এক্সেস নেটওয়ার্ক স্থাপন (৪০০টি বিটিএস, ৪০০টি ই-নোড-বি ইত্যাদি;
- শর্ট হল ট্রান্সমিশন এবং লং হল ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং
- এসডিএইচ মাল্টিপ্লেক্স স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন।

ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি

- আর্থিক অগ্রগতি: ৬.০%
- বাস্তব অগ্রগতি: ৬.১০%

প্রধান কার্যক্রম

এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৪০০টি নতুন ২.৫জি এবং ৪জি মোবাইল বিটিএস সাইট স্থাপন করা হবে।

(খ) উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

- বাস্তবায়নকাল : ০১ ডিসেম্বর, ২০২১ হতে ৩০ নভেম্বর, ২০২৩
- মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫১৯.৯৩ কোটি টাকা

উদ্দেশ্য

উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকার জনগণকে সুলভ মূল্যে টেলিটকের দ্রুতগতির ৪জি প্রযুক্তি নির্ভর ইন্টারনেট ও অন্যান্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান;

ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি

প্রকল্পটি সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৩ম সভায় অনুমোদিত হয়েছে । প্রকল্পটির কার্যক্রম গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ হতে শুরু হয়েছে। বর্তমানে ভৌত অগ্রগতি: ৮.৫%;

প্রধান কার্যক্রম

- উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় ৪০০টি নতুন বিটিএস (২জি, ৩জি ও ৪জি) সাইট ও ২০টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রেডিও ট্রান্সমিশন হাব (বিটিএস যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ) সাইট স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় অতিরিক্ত ১০ লক্ষ গ্রাহক ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- ৫০০টি শর্টহল মাইক্রোওয়েভ লিংক, ২৫টি আই পি লং হল মাইক্রোওয়েভ লিংক, ২০ আইপি এমপিএলএস রাউটার, ও ৪৫০টি সাইট রাউটার স্থাপন; এবং
- প্রায় ২০০টি সরকারি দপ্তর, হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সিপিই স্থাপনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা।

(খ) গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং ৫জি সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন।

- বাস্তবায়নকাল : ১লা জুন ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৩।
- মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২০৪.৩৯ কোটি টাকা।

উদ্দেশ্য:

গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণকে ৪জি প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা সুলভ মূল্যে প্রদানের লক্ষ্যে নেটওয়ার্কের গুনগতমান উন্নয়ন এবং সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য অনুসারে ২০২১-২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ৫জি প্রযুক্তি নির্ভর মোবাইল সেবা প্রদান এর পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে বিদ্যমান কোর ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক এর প্রয়োজনীয় আধুনিকায়ন।

ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি:

- আর্থিক অগ্রগতি: ০.০১%
- বাস্তব অগ্রগতি: ১২.৪৩%

প্রধান কার্যক্রম:

- প্রকল্পটির আওতায় দেশের সকল ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে নতুন ৩০০০টি সাইটে মোবাইল বিটিএস (২জি-৪জি) টাওয়ার স্থাপন করা হবে, পুরাতন ১০০০টি মোবাইল বিটিএসে ২জি-৩জি এর পরিবর্তে ২জি-৪জি প্রতিস্থাপন এবং পুরাতন ২০০ টি সাইটের বিটিএস এর অপ্রচলিত ইকুইপমেন্ট (২জি-৪জি) টাওয়ারে প্রতিস্থাপন করা হবে। এছাড়াও বিদ্যমান ২০০০টি ৩জি ও ৪জি মোবাইল বিটিএস সাইটের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিসহ ৫০০টি বহুতল ভবন, মার্কেট বা প্রতিষ্ঠানে আভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক সেবা প্রদান এবং ৫০০০টি Fixed Wireless Access (FWA) ডিভাইস স্থাপন করা হবে।

২.৩.৬ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য

ক্রম	নির্বাচনী ইশতেহার -২০১৮ এর ইশতেহার নং এবং বিষয়	সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	ই ৩.২১.১ 5G সেবা চালুকরণ ও দেশের সর্বত্র (প্রত্যন্ত, দুর্গম ও হাওড় অঞ্চলসমূহ সহ) 4G সেবা সম্প্রসারণ	**'ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় টেলিটক নেটওয়ার্কে বাণিজ্যিক পরীক্ষামূলকভাবে ৫জি প্রযুক্তি চালুকরণ' প্রকল্প।** **লক্ষ্যমাত্রা:** ঢাকা শহরের ২০০ টি ৫জি মোবাইল বিটিএস স্থাপনের মাধ্যমে টেলিটকের বিদ্যমান নেটওয়ার্কে ৫জি সেবা চালুকরণ এবং গ্রাহক পর্যায়ে ন্যূনতম ১০০ এমবিপিএস মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদান করা।	প্রস্তাবিত প্রকল্পটির বিষয়ে একনেক সভায় বৈদেশিক অর্থায়নে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে পরীক্ষমূলকভাবে ০৬টি সাইটে ৫জি প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে।

ক্রম	নির্বাচনী ইশতেহার -২০১৮ এর ইশতেহার নং এবং বিষয়	সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		‘গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং ৫জি সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন’ শীর্ষক প্রকল্প । **লক্ষ্যমাত্রা:** সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য অনুসারে ২০২১-২৩ সালের মধ্যে ৫জি প্রযুক্তি সেবা চালুকরণ ।	ক) আর্থিক অগ্রগতি: ০.০১% খ) বাস্তব অগ্রগতি: ১২.৪৩%
		‘সৌর বেজ স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক নেটওয়ার্ক কভারেজ শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্প । **লক্ষ্যমাত্রা:** টেলিটকের ‘সৌর বেজ স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক নেটওয়ার্ক কভারেজ শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 2.5G এবং 4G সুবিধা সহ ৪০০টি বিটিএস সাইট বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষত: বাগেরহাট, ভোলা, বরগুনা, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী পিরোজপুর, সাতক্ষীরা জেলার দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।	ক) আর্থিক অগ্রগতি: ৬.০% খ) বাস্তব অগ্রগতি: ৬.১০%
		‘হাওর ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন’ প্রকল্প **লক্ষ্যমাত্রা:** এ প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত এলাকাসমূহে সর্বমোট ৪০০টি নতুন ৪জি মোবাইল বিটিএস সাইট স্থাপন এবং ৪২টি বিদ্যমান মোবাইল বিটিএস সাইট আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ২১১টি ৪জি মোবাইল বিটিএস সাইটের সকল কাজ সম্পন্ন করে নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে এবং সাইটসমূহের কাজ ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেট এর হাওর অঞ্চল, হাতিয়াসহ দক্ষিণাঞ্চলের দ্বীপাঞ্চল, উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের বিল এলাকা এবং ছিটমহলসমূহ এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত।	প্রকল্পটির কার্যক্রম গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।
		‘উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্প । **লক্ষ্যমাত্রা:** প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয়, বনাঞ্চল, পার্বত্য ও অনগ্রসর এলাকায় ৪০০ টি নতুন মোবাইল বিটিএস (২জি, ৩জি ও ৪জি) এবং প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে বিদ্যমান ১৫০০ টি সাইটে ৪জি প্রযুক্তি সংযোজন করা হবে। প্রকল্পটির প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকাল ০১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৩।	প্রকল্পটি সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৩ম সভায় অনুমোদিত হয়েছে । গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ হতে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ভৌত অগ্রগতি: ৮.৫%

ক্রম	নির্বাচনী ইশতেহার -২০১৮ এর ইশতেহার নং এবং বিষয়	সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০২	ই ৩.২১.৩ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর	■ সকল শিক্ষাবোর্ড (১০টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ড) এর জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি এবং সমমান পরীক্ষার রেজাল্ট এর ডাইনামিক ডাটাবেজ আর্কাইভিং করা হয়েছে; ■ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এর সকল ধরনের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত কার্যক্রম Automation System Software এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে; ■ চাকুরীর দরখাস্ত গ্রহণের সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে; ■ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ISBN ও Barcode সেবা Automation করা হয়েছে; ■ টেলিটকের কারিগরি সহায়তায় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর অধীনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন এবং ২য় চক্রের (2nd Phase) নিয়োগ প্রক্রিয়া করা হয়েছে; ■ বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ দুর্যোগকালীন সময়ে BdREN প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে অনলাইনে টেলিটক বিনামূল্যে ক্লাস করার সুযোগ প্রদান করেছে। এছাড়া করোনাকালীন সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থী যেন সাশ্রয়ীমূল্যে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এই লক্ষ্যে টেলিটক নামমাত্র মূল্যে নতুন ডাটা প্যাক চালু করে; ■ টেলিটকের কারিগরি সহায়তায় ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৩৯০ টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির লক্ষ্যে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে ফলাফল প্রস্তুত করা হয়; ■ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ‘GIU (Governance Innovation Unit)’ এর অন্তর্গত Prime Minister's ‘Fellowship Program’ এর অটোমেশন ও অনলাইনকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে; ■ বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কে সার্ভিস অটোমেশন সংক্রান্ত সেবা প্রদানের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু করা হবে; ■ প্রাইভেট ও পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরী-বিজ্ঞপ্তি ও এতৎসংক্রান্ত সমস্ত সেবা প্রদানের নিমিত্ত টেলিটকের নিজস্ব জবসাইট তৈরির প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও এসংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে; ■ টেলিটকের নিজস্ব জবসাইট তৈরির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে;	প্রায় ৮৫% এর অধিক অর্জিত হয়েছে । গৃহীত কর্মপরিকল্পনাসমূহের মাঝে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলকে সার্ভিস অটোমেশন সংক্রান্ত সেবা প্রদানের কাজ এবং টেলিটকের নিজস্ব জবসাইট তৈরির কার্যক্রম এখনো চলমান/প্রক্রিয়াধীন আছে, এছাড়া অন্যান্য সকল কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রম	নির্বাচনী ইশতেহার -২০১৮ এর ইশতেহার নং এবং বিষয়	সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০৩	ই ৩.২১.৪ আর্থিক খাতের লেনদেনকে ডিজিটাল করণ	■ টেলিটক পল্লী বিদ্যুৎ এর বিল ডিজিটাল উপায়ে পরিশোধের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করেছে। বর্তমানে টেলিটক মোবাইল সেবার পাশাপাশি বিকাশ ও রকেট এর মাধ্যমেও পল্লী বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ কার্যক্রম টেলিটক চালু করেছে। এখন বাৎসরিক প্রায় পৌনে ৩ কোটি গ্রাহক ডিজিটাল উপায়ে পল্লী বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার সুযোগ পাচ্ছেন। ■ পল্লী বিদ্যুৎ এর গ্রাহকেরা যাতে SMS এবং USSD এর মাধ্যম ছাড়াই খুব সহজে মোবাইল এপ্লিকেশন ব্যবহার করে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারে সেই লক্ষ্যে Telepay app সেবা চালু করা হয়েছে।	শতভাগ অর্জিত হয়েছে।
০৪	ই ৩.২১.৮ ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহারের মূল্য যুক্তিসংগত পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং গ্রাহক সেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	■ টেলিটকের কল রেট ও ৩জি ও ৪জি ইন্টারনেট সেবার মূল্য দেশে সর্বনিম্ন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ■ জিপিএ ৫ প্রাপ্ত দেশের সেরা মেধাবীদের টেলিটক বিনামূল্যে 'আগামী' সিম প্রদান করে থাকে। 'আগামী' সিমে নামমাত্র মূল্যে কল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হয়। ■ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের টেলিটক 'বর্ণমালা' সিম প্রদান করে থাকে। এই সিমে কল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ দেশের সর্বনিম্ন। ■ নারীর ক্ষমতায়নে টেলিটক বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ লক্ষ্যে টেলিটক বাংলাদেশের সকল নারীদের বিনা মূল্যে 'অপরাজিতা' সিম প্রদান করেছে। অপরাজিতা সিমে কলরেট ও ডাটারেট সর্বনিম্ন। ■ টেলিটকের সেবার মান উন্নয়ন এবং সহজীকরণের লক্ষ্যে My Teletalk App মোবাইল এপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে এবং টেলিটকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.teletalk.com.bd কে আরও আধুনিকায়ন এবং ব্যবহারবান্ধব করা হয়েছে। ■ গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গ্রাহকের ইন্টারনেট ডাটা এবং ফোনকল ব্যবহার বিশ্লেষণ করার জন্য Business Intelligence (BI) এনালিটিক্যাল টুলস প্রবর্তন করা হয়েছে। ■ মুজিব শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে শতবর্ষ সিম প্রদান করা হচ্ছে। শতবর্ষ সিমে আকর্ষণীয় মূল্যে কল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা হয়।	শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

ক্রম	নির্বাচনী ইশতেহার -২০১৮ এর ইশতেহার নং এবং বিষয়	সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০৫	ই ৩.৩ দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন	■ প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে ই-নথি, ই-জিপি, অনলাইন ভর্তি ও এমপিও ভিডিও কনফারেন্সিং, সিটিজেন চার্টার, বায়োমেট্রিক হাজিরা, স্বচ্ছ অভিযোগ বাক্স স্থাপনসহ সংস্থাপন বিষয়ক কার্যাদি। ■ দক্ষতা, সেবা ও সততার ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'শুদ্ধাচার পুরস্কার' প্রদান। ■ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) প্রণয়ন, স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন।	শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

২.৩.৭ জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

- টেলিটক বাংলাদেশে লি: এ ৬০ লক্ষ গ্রাহকের জন্য অনুমোদিত জনবল (অর্গানোগ্রাম) ৬২৮ জন এর বিপরীতে বর্তমানে ৫১৮ জন লোকবল নিয়োজিত আছেন। যার মধ্যে ১৪ জন প্রেষণে, ১২ জন চুক্তিভিত্তিক এবং বাকী ৪৯২ জন নিয়মিত জনবল হিসেবে কর্মরত আছেন । এছাড়াও ৫২৪ জন কর্মচারী আউটসোর্সিং ভিত্তিতে নিয়োজিত আছেন।

- টেলিটক কর্তৃক মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়মিত চাকুরী এবং সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ২০২১-২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় প্রশিক্ষণে ৯৬৩ জন এবং সেমিনার ও ওয়ার্কশপে ৯৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

২.৩.৮ টেলিটকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- বর্তমানে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ৫ জি নেটওয়ার্ক চালু করা।
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের উচ্চগতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে "ডিজিটাল বাংলাদেশ"-এ রূপান্তর করা।
- বাংলাদেশের যে সকল এলাকা (যেমন- উপকূল ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল) এখনো সম্পূর্ণরূপে মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক আওতায় আসেনি, সে সকল অঞ্চলে মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।
- বিভাগীয় শহরগুলোকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তরের জন্যে ২০৩০ সাল হতে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় মোবাইল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ করা।
- সরকারি উন্নয়ন সহযোগী ও বিদেশী বিনিয়োগে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
- এছাড়া ইনোভেটিভ ভ্যালু এডেড সার্ভিসের মাধ্যমে সরকারি সেবা সমূহকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর অব্যাহত রাখা।

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ SMW6 সাবমেরিন ক্যাবলের Construction and Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর করেন।

২.৪ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

- বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি, যা জুলাই ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে বাংলাদেশে সাবমেরিন ক্যাবল এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে এবং বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি মহাসড়কে সংযুক্ত রেখেছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে অতি দ্রুততার সাথে এবং সহজ পদ্ধতিতে দেশের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। দেশে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের ক্যাপাসিটি ব্যাপক বৃদ্ধি, সারা দেশে ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি এবং দেশে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য হ্রাসের জন্য বিএসসিসিএল ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় আস্থার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২.৪.১ লক্ষ্য

- ইন্টারনেট এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণসমূহ সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া;

২.৪.২ উদ্দেশ্য

- আন্তর্জাতিক ভয়েস ও ডাটা সংযোগের ক্ষেত্রে স্বল্প মূল্যে সর্বোচ্চ মানের দ্রুত গতিসম্পন্ন ব্যান্ডউইড্থ সরবরাহ করে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য মহাসড়কে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে সংযুক্ত করা এবং টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সেবার সকল সুবিধা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া;

২.৪.৩ সেবাসমূহ

- IIG ও IGW লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে IPLC (International Private Lease Circuit) সার্ভিস এবং IIG লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে IP Transit Service প্রদান;
- বিএসসিসিএল-এর IIG লাইসেন্সের অধীনে Internet Service Provider সমূহকে IP Bandwidth প্রদান, বিভিন্ন কর্পোরেট গ্রাহকদের বিটিআরসি'র অনুমোদন সাপেক্ষে IPLC লিজ লাইন প্রদান এবং বিএসসিসিএল-এর স্থাপনাসমূহে কো-লোকেশন সার্ভিস প্রদান;

২.৪.৪ জনবল

অনুমোদিত পদ	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদের সংখ্যা
১৮৭ টি	১৪১ জন	৪৬ টি

২.৪.৫ বিএসসিসিএল এর অধীনে পরিচালিত অবকাঠামো

(ক) SEA-ME-WE-4 (SMW-4) কনসোর্টিয়াম বিষয়ক তথ্য

- বাংলাদেশ SEA-ME-WE-4 (SMW-4) নামক কনসোর্টিয়াম সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হয়েছিল ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ মহাদেশের ১৪টি দেশের (সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদিআরব, মিশর, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, ইতালি ও ফ্রান্স) ১৬টি কোম্পানি SMW-4 কনসোর্টিয়াম গঠন করেছে। সিঙ্গাপুর হতে ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত এই সাবমেরিন ক্যাবলের দৈর্ঘ্য (ব্রাঞ্চ ক্যাবল সহ) প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) কিলোমিটার। এই ক্যাবল হতে সিস্টেমের বর্তমান ক্যাপাসিটি অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রায় ৮০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ লাভ করছে;

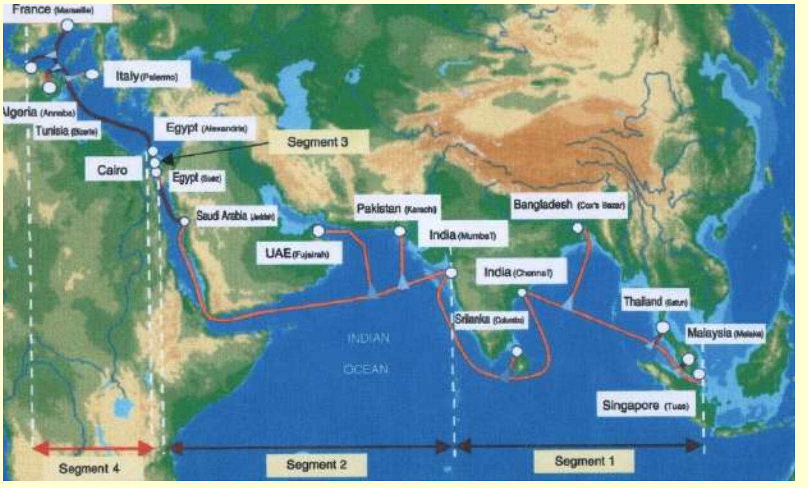

SEA-ME-WE-4 আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল রুট ডায়াগ্রাম।

(খ) SEA-ME-WE-5 (SMW-5) কনসোর্টিয়াম বিষয়ক তথ্য

- ২০১৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম SEA-ME-WE-5 এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করে। SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমে ১৭টি দেশের মোট ১৯টি টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত রয়েছে। ২০,০০০ কি:মি: দীর্ঘ এই সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্যাবলের মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে কমপক্ষে ২,৫৭০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ লাভ করবে, যা প্রযুক্তির উন্নতি হলে আরও বৃদ্ধি পাবে। এই ক্যাবলের প্রত্যাশিত স্থায়িত্বকাল ২৫ বছর;

SEA-ME-WE-5 আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল রুট ডায়াগ্রাম

(গ) ইন্টারনেট গেটওয়ে কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য

- স্বল্প মূল্যে উন্নতমানের ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৩ মাস থেকে বিএসসিসিএল-এর ইন্টারনেট গেটওয়ে সার্ভিস শুরু হয়। বর্তমানে বিএসসিসিএল এর ঢাকায় ৩টি ছাড়াও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও কুয়াকাটা-এ PoP (Point of Presence) রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে সাবমেরিন ক্যাবল সার্ভিসের আওতায় স্বল্প মূল্যে মান সম্পন্ন আইপি ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ করা হচ্ছে।

২.৪.৬ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে বিএসসিসিএল এর গৃহীত কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যাদি

ক) দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন:

- বাংলাদেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ SEA-ME-WE 6 (SMW6) কনসোর্টিয়ামের আওতায় করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের SubCom-কে Supplier নির্বাচন করা হয়েছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বিএসসিসিএল SMW6 কনসোর্টিয়ামের সকল সদস্যের সাথে Construction & Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর করেছে। একই তারিখে Supplier (কনসোর্টিয়াম কর্তৃক নির্বাচিত) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কনসোর্টিয়াম কর্তৃক Supplier কে চুক্তি মূল্যের ১৫% পরিশোধ করার পর অন্যান্য শর্ত প্রতিপালনপূর্বক গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সরবরাহ চুক্তি ও C&MA কার্যকর (Coming Into Force) হয়েছে। Supplier কর্তৃক সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের নিমিত্ত Desktop Study সম্পন্ন হয়েছে। Supplier এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে SMW6 সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ২৭%।

- প্রাথমিক অবস্থায় বিএসসিসিএল SMW6 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামে 1MIU (Minimum Investment Unit) এর জন্য (1 MIU এ প্রাপ্ত ক্যাপাসিটি ৬,৬০০ জিবিপিএস) বিনিয়োগ নিশ্চিত করে। পরবর্তীতে দেশের আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথের বাড়তি চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে এবং বিনিয়োগে কিছু সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ থাকায় বিএসসিসিএল বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে 2 MIU করে। বাড়তি বিনিয়োগ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতি প্রাপ্তির পর কনসোর্টিয়ামকে বিএসসিসিএল হতে অতিরিক্ত 1 MIU বিনিয়োগের বিষয়টি ই-মেইলে নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 2 MIU বিনিয়োগের ফলে SMW6 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিসিএল এর ক্যাপাসিটি হবে ১৩,২০০ জিবিপিএস।

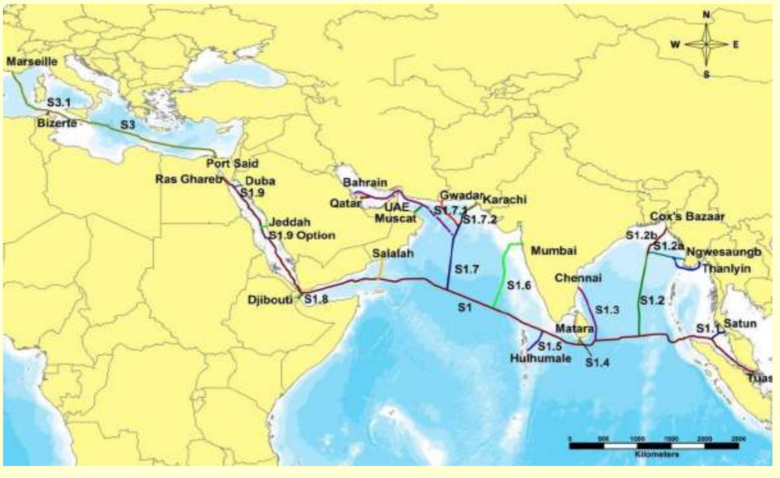

SEA-ME-WE-6 আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল রুট ডায়াগ্রাম

খ) ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নামিয়ে আনা

- ইন্টারনেটের মূল্য হ্রাসের লক্ষ্যে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে এবং দেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটেছে। এতে ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক সেবাসমূহের বিকাশ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জনগণকে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে বর্তমান পর্যন্ত সেবার মূল্য কয়েক দফায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো হয়েছে।

গত ০১ জুলাই, ২০২১ তারিখ হতে নিম্ন ক্ষমতার স্ল্যাবে (২.৫ Gbps হতে ৫০ Gbps) IPLC এর মূল্য গড়ে ১৫% এরও অধিক কমানো হয়েছে;

২.৪.৭ বিএসসিসিএল এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

- দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিএসসিসিএল SMW-5 সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হয়েছে এবং সফলভাবে SMW-5 সাবমেরিন ক্যাবল হতে প্রাপ্ত ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ গ্রাহকদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে।
- বিএসসিসিএল আইপিএলসি ও আইপি ট্রানজিট সার্ভিস এর মূল্য হ্রাসকরণের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে মানসম্পন্ন ইন্টারনেট প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছে।
- সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর আলোকে বিএসসিসিএল তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের জন্য SEA-ME-WE-6 কনসোর্টিয়ামের সাথে যুক্ত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের বিভিন্ন Light Up (Upgradation)-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিএসসিসিএল চাহিদা মাফিক সাবমেরিন ক্যাবলের ইকুইপড ক্যাপাসিটি নিয়মিত বৃদ্ধি করছে।

২.৪.৮ উন্নয়ন কার্যক্রম (২০২১-২০২২ অর্থবছর)

(ক) ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার বৃদ্ধি

- বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ ও নানামুখী কর্মতৎপরতার কারণে বিগত বছরগুলোতে দেশের ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে, যার সিংহভাগ বর্তমানে বিএসসিসিএল সরবরাহ করছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে (১লা জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার প্রায় ৫৮৭ জিবিপিএস বৃদ্ধি পেয়ে ২,১৫১ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে। ৫৫ শতাংশের অধিক ব্যান্ডউইডথ বিএসসিসিএল এককভাবে সরবরাহ করছে। গত এক বছরে বিএসসিসিএল'র ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের চিত্র নিম্নরূপ-

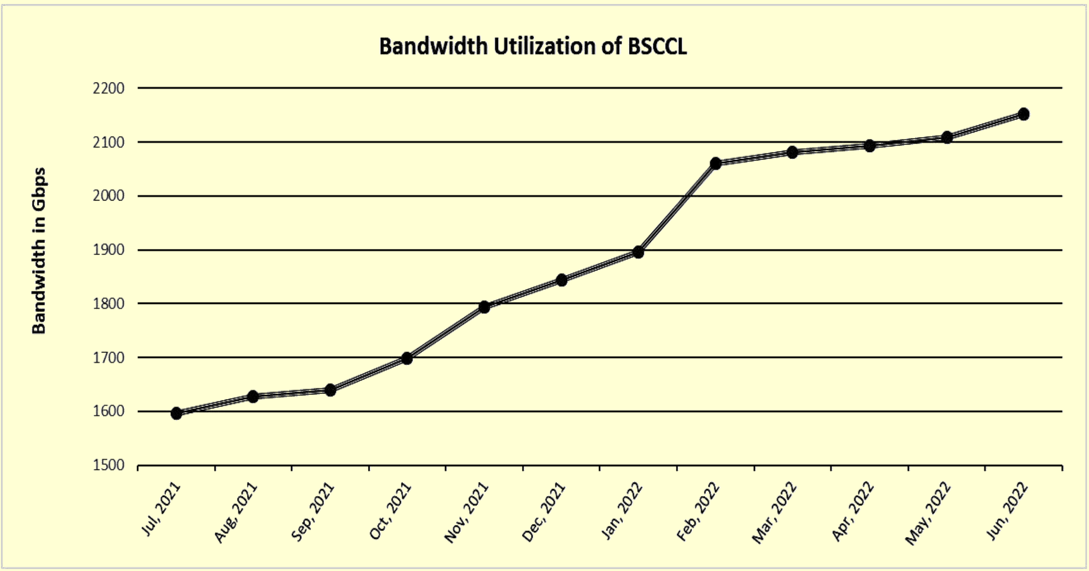

(খ) ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ এর মূল্য হ্রাসকরণ

- সাধারণ জনগণের জন্য ইন্টারনেটের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ এর মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে এবং বর্তমানে তা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় এমবিপিএস প্রতি মাসিক মূল্য হার ৩০০ টাকারও নিচে দাঁড়িয়েছে;

(গ) বিএসসিসিএল এর আর্থিক সাফল্য

- ২০০৮ সালে যাত্রা শুরুর প্রথম হতেই বিএসসিসিএল একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে (মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত) বিএসসিসিএল কর পূর্ব ২২৮.২৫ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে;

(ঘ) SMW-5 সাবমেরিন ক্যাবল এর ইকুইপড ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি

- SMW-5 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের Light Up # 3.0 (Upgradation)-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিএসসিসিএল এর SMW-5 সাবমেরিন ক্যাবলের ইকুইপড ক্যাপাসিটি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৯০০ গিগাবাইট পার সেকেন্ড (জিবিপিএস) বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেশের মোট ইকুইপড ক্যাপাসিটি ৩০০০ জিবিপিএস (মোট ব্যান্ডউইডথ সক্ষমতা ৩৩৭০ জিবিপিএস এর মধ্যে)-এ উন্নীত হয়;

(ঙ) আন্তর্জাতিক বাজারে SMW-5 সাবমেরিন ক্যাবলের উদ্বৃত্ত ক্যাপাসিটি বিক্রয়

- দেশের অভ্যন্তরে বিএসসিসিএল-এর মোট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার এর প্রায় ৯৫% পূর্ব দিক তথা সিঙ্গাপুর অভিমুখী। এ পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম প্রান্তে অর্থাৎ ইউরোপ অংশের অব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি হতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সংরক্ষিত রেখে উদ্বৃত্ত ক্যাপাসিটি আন্তর্জাতিক বাজারে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের নিকট দীর্ঘমেয়াদী লিজ প্রদান/ট্রান্সফারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের লক্ষ্যে বিএসসিসিএল সচেষ্ট রয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে বিএসসিসিএল SMW-5 সিস্টেমের কোর ক্যাবলের পশ্চিম অংশে সৌদি আরবের Yanbu থেকে ফ্রান্সের Marseille PoP পর্যন্ত ২৫.৩১% ক্যাপাসিটি সৌদি টেলিকম কোম্পানি (STC)-এর নিকট এবং সিঙ্গাপুর-ফ্রান্স রুটে বিএসসিসিএল এর ১৩ জিবিপিএস ক্যাপাসিটি ফ্রান্স ভিত্তিক টেলিকম অপারেটর Orange-কে লিজ প্রদান করে। পরবর্তীতে পশ্চিম প্রান্তে অর্থাৎ ইউরোপ অংশে বিএসসিসিএল-এর অব্যবহৃত ক্যাপাসিটি হতে দীর্ঘমেয়াদী ক্যাপাসিটি লিজ গ্রহণ/ ট্রান্সফারের জন্য বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছে, যা বর্তমানে বিএসসিসিএলের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। সম্প্রতি SMW-5 সাবমেরিন ক্যাবলের জিবুতি থেকে মার্সেই অংশে ২০০ জিবিপিএস লিজ প্রদানের বিষয়ে Telekom Malaysia এর নিকট হতে কার্যাদেশ পাওয়া গেছে। Telekom Malaysia এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;

- পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ব্যান্ডউইডথ রপ্তানির জন্য বিএসসিসিএল শুরু থেকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে। বিএসসিসিএল আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে ৩ (তিন) বছরের জন্য ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ রপ্তানির জন্য ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (BSNL) এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং ২৬ নভেম্বর ২০২১ হতে ১০ জিবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ রপ্তানি শুরু করেছে। একই চুক্তির অধীনে পরবর্তীতে ব্যান্ডউইডথ রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে ২১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে মোট ২০ জিবিপিএস হয়েছে। এছাড়াও ভারতের AMTRON নামক প্রতিষ্ঠানটি বিএসসিসিএল হতে ১০০ জিবিপিএস এরও বেশি ব্যান্ডউইডথ লিজ নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সর্বোপরি বাংলাদেশ যেন এ অঞ্চলের একটি ব্যান্ডউইডথ Hub-এ পরিণত হতে পারে সে লক্ষ্যে বিএসসিসিএল অগ্রণী ভূমিকা পালনে সচেষ্ট রয়েছে;

২.৪.৯ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(ক) কনসোর্টিয়ামের আপগ্রেডেশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ

- SMW4 সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের Upgradation#6 প্রক্রিয়ায় বিএসসিসিএল এর ক্যাপাসিটি আরো ৩৮০০ জিবিপিএস বৃদ্ধি করার নিমিত্ত গত জুন, ২০২২ মাসে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Ciena এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুসারে ২০২৩ সালের মাঝামাঝি নাগাদ বিএসসিসিএল অংশে উক্ত ক্যাপাসিটি যুক্ত হবে। ফলে SMW4 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিসিএল এর মোট ক্যাপাসিটির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৪৬০০ জিবিপিএস। এছাড়াও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার মাধ্যমে SMW5 সাবমেরিন ক্যাবলের Upgradation প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যত ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির সম্ভবনা রয়েছে, যার ফলে SMW5 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিসিএল এর ক্যাপাসিটি আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এরই সাথে ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর পর হতে SMW6 সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে ১৩২০০ জিবিপিএস ক্যাপাসিটি যুক্ত করা সম্ভব হবে;

(খ) বিএসসিসিএল এর নিজস্ব ভবন ও ডাটা সেন্টার নির্মাণ

- বিএসিসিএল বিগত দশ বছরে ব্যবসায়িক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে বিএসিসিএল এর প্রধান কার্যালয়ের জন্য একটি নিজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা বিএসসিসিএল গ্রহণ করেছে এবং এর জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। অপরদিকে, Content Delivery Network (CDN) সেবা বর্তমানে একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। বিএসসিসিএল এর নিজস্ব ভবনে ডাটা সেন্টার স্থাপন করে ভবিষ্যতে CDN সেবা প্রদান শুরু করার পরিকল্পনা বিএসসিসিএল এর রয়েছে;

(গ) দুইটি সাবমেরিন ক্যাবলের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন

- বিএসসিসিএল এর কুয়াকাটাস্থ ও কক্সবাজারস্থ দুইটি সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশনের মধ্যে ভূগর্ভস্থ বা ওভারহেড ওপিজি ক্যাবলের মাধ্যমে অথবা সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা বিএসসিসিএল এর রয়েছে;

(ঘ) চতুর্থ সাবমেরিন ক্যাবলে সংযোগের উদ্যেগ গ্রহণ

- ডিজিটাল টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় ৪র্থ সাবমেরিন ক্যাবলে সংযোগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বিএসসিসিএল এর পক্ষ হতে নতুন সাবমেরিন ক্যাবল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে নতুন কোন কনসোর্টিয়াম সাবমেরিন ক্যাবল গঠনের তথ্য আপাতত পাওয়া যায়নি। নতুন কোন কনসোর্টিয়াম সাবমেরিন ক্যাবল গঠনের তথ্য পাওয়া গেলে বিএসসিসিএল উক্ত ক্যাবলে যোগদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(ঙ) আন্তর্জাতিক বাজারে সাবমেরিন ক্যাবলের উদ্বৃত্ত ক্যাপাসিটি বিক্রয়

- আন্তর্জাতিক বাজারে সাবমেরিন ক্যাবলের উদ্বৃত্ত আরও কিছু ক্যাপাসিটি বিক্রয়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে SMW5 সাবমেরিন ক্যাবলের পশ্চিম প্রান্তের অব্যবহৃত ক্যাপাসিটি বিক্রয় এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রদেশগুলো ও সেই সাথে ভুটানে ব্যান্ডউইড্থ প্রদানের জন্য বিএসসিসিএল নিবিড়ভাবে কাজ করছে;

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

টেলিফোন শিল্প সংস্থায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার।

২.৫ টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন ভাবনায় ১৯৭৩ সালে টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) নামে টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনকে ঢেলে সাজান। এর আগে ১৯৬৭ সালে পশ্চিম জার্মানির মেসার্স সিমেন্স এজি এবং তৎকালীন সরকারের যৌথ উদ্যোগে ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরুতে ইএমডি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, এনালগ পিএবিএক্স, ফ্যাক্স মেশিন, ডিপি ও সিটি বক্স, কেবিনেট, টেলিফোন সেট উৎপাদন এর মধ্য দিয়ে টেশিসের যাত্রা হলেও স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু সরকারের পরিকল্পনায় টেশিস আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, স্টেনো সেট, টেলিফোন সেট, পিএবিএক্স উৎপাদন করে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করছিল। ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সেই অগ্রযাত্রা শুধু ব্যাহতই হয়নি, ধীরে ধীরে টেশিস একটি রুগ্ন শিল্পে পরিণত হতে থাকে;
- ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণ কর্মসূচীর অংশীদার করে টেশিসকে রুগ্ন অবস্থা থেকে তুলে এনে ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন, সংযোজন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ২০০৮ সালে টেশিসের সকল শেয়ার সচিব, ডক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর হয়, ২০১০ সালে টেশিস রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত হয়ে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দোয়েল ব্রান্ড টেশিস ল্যাপটপের শুভ উদ্বোধন করেন। শুরু হয় দেশের ডিজিটাল সেক্টরে টেশিসের পদার্পণ। একে একে টেশিস এর পণ্যসম্ভারে যোগ হয়েছে দোয়েল ব্রান্ডের ডেস্কটপ, নোটবুক, ট্যাব, বায়োমেট্রিক ডিভাইস, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, সাউন্ড বক্স, স্মার্ট প্রি-পেইড এনার্জি মিটার, SDH MUX, Sattelite Moudulator, IP based PABX প্রভৃতি ডিজিটাল ডিভাইস;
- টেশিস একটি সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি হলেও বর্তমানে সরাসরি সরকারি আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় টেশিস ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের রূপ পেতে যাচ্ছে।

২.৫.১ উদ্দেশ্য

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও জনগণের মধ্যে স্বল্প মূল্যে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ডবক্স, বায়োমেট্রিক ডিভাইস, ক্যাশ রেজিস্টার, ট্যাব, নোটবুক প্রদান; টেলিযোগাযোগ খাতে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, স্টেনো ও টেলিফোন সেটসহ বিবিধ ডিজিটাল ডিভাইস এবং উপকরণের প্রয়োজন মিটানো;
- কারিগরি দক্ষতা বিনিময়ের মাধ্যমে এবং মূল্যবান যন্ত্রপাতি উৎপাদনের লক্ষ্যে কারিগরি জ্ঞান হস্তান্তর, উন্নতমান ও মূল্যমানের শিল্প, আধুনিক ব্যবস্থাপনা, যন্ত্রপাতি উৎপাদন এবং বিপণন; নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি; ডিজিটাল খাতে দেশের আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণ।

২.৫.২ ২০২১-২২ অর্থবছরে টেশিসের কার্যক্রম

(ক) ডিজিটাল টেলিফোন সেট

- টেশিস বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য বর্তমানে ০৩(তিন) টি মডেলের ডিজিটাল টেলিফোন সেট, ৩টি মডেলের স্টেনো সেট ও ২টি মডেলের কলার আইডি টেলিফোন সেট সংযোজন, উৎপাদন ও বিপণন করছে;

২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন মডেল ও প্রকৃতির ডিজিটাল টেলিফোন সেটের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ-

উৎপাদন/সংযোজন	বিক্রয়
৩৫০০টি	৩৫০০ টি

(খ) পিএবিএক্স

- চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লি: এ পিবিএক্স সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

(গ) দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন ও বাজারজাতকরণ:

- বাংলাদেশে স্বল্পমূল্যের ল্যাপটপ সংযোজন ও বিপণনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১১ অক্টোবর ২০১১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে টেলিফোন শিল্প সংস্থা কর্তৃক সংযোজিত দোয়েল ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ বিতরণ ও বাজারজাতকরণের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। টেশিস এ যাবত মোট ১১টি মডেলের দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন করেছে। সেগুলো মানের দিক থেকে বাজারে সুনাম অর্জন করেছে এবং আরও উন্নত স্পেসিফিকেশনের Intel core-i3, core-i5, core-i7 & AMD প্রসেসর সমৃদ্ধ দোয়েল ল্যাপটপের পরবর্তী মডেল বাজারজাত করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন মডেলের ১৮৪ টি ল্যাপটপ সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত ১৮৪ টি ল্যাপটপ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ও জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ 'বিবি (বঙ্গবন্ধু) ২০২০' মডেলের কোর আই ৭ ল্যাপটপ উদ্বোধন করেন যা বাজারজাত করা হয়েছে। গত অর্থবছরে সর্বমোট ১৫,৬০০টি বিভিন্ন মডেলের ল্যাপটপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়েছে;

(ঘ) স্মার্ট প্রিপেইড মিটার

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫০০টি মিটার সংযোজন করে ডেসকো, ডিপিডিসি এবং নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে সরবরাহ করা হয়েছে;

(ঙ) SDH MUX and Other Telecom Equipment:

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লি:, টেলিটক বাংলাদেশ লি: এবং বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লি: এ ডিডব্লিউডিএম, বাংলাদেশ বেতারে টেলিকম ইকুইপমেন্ট স্থাপন ও সরবরাহ করা হয়েছে;

২.৫.৩ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- উন্নত মানের Multimedia Projector, Mobile Set, Sound System, POS Machine, Finger Vein Machine, Biometric Device, Cash Register প্রভৃতি উৎপাদন, সংযোজন ও সরবরাহ করা;
- বৃহত্তর পরিসরে পিএবিএক্স উৎপাদন বা সংযোজন ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্যানাসনিক টেলিফোন সেটের কেসিং, ব্যাটারির কেসিং, ডেস্কটপের কেসিং, পেনড্রাইভ, মাউস এবং ইউপিএস উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;
- টেশিসের ল্যাপটপ উৎপাদনের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য উন্নতমানের মাদারবোর্ডসহ সর্বশেষ প্রযুক্তির ইন্টেল প্রসেসর (১০ম প্রজন্ম এবং ১১তম প্রজন্ম) ব্যবহারসহ স্টোরেজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মার্কেটিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মার্কেটিং পার্টনার নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিক্রয় ও বিক্রয়োত্তর সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী বিক্রয় ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে টেলিভিশন এবং টেলিটক বাংলাদেশ লি: এ বায়োমেট্রিক ডিভাইস সরবরাহের লক্ষ্যে টেশিসে প্লান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে (SRDL) ২য় ফেইজ প্রকল্পে ১৫,৩০০ টি ল্যাপটপ ৯০০ টি স্কুলে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- বিএসসিসিএল প্রকল্পে ১১ টি স্কুলে ৫০ টি ক্লাসরুমে ৫০ টি স্মার্ট টিভি, ম্যাগনেটিক হোয়াইট বোর্ড ও এইচডিএমআই ক্যাবল সহ অন্যান্য ইকুইপমেন্ট সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- বৃহৎ পরিসরে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ডেসকো, ডিপিডিসি ইত্যাদি বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিসমূহে ডিজিটাল স্মার্ট প্রিপেইড এনার্জি মিটার সরবরাহ করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে;
- ২০২১ সাল নাগাদ Software, Apps তৈরিতে বাণিজ্যিকভাবে টেশিসের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। টেশিস এর নতুন অর্গানোগ্রাম ২০১৯ এ R &D (Research & Development) বিভাগ যোগ করা হয়েছে। ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলার প্রকল্প বিবেচনাধীন;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে টেশিস এর মোবাইল সেট উৎপাদন বা সংযোজন প্ল্যান্ট হতে নতুন মডেলের মোবাইল সেট উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৫.৪ জনবল

কর্মকর্তা/কর্মচারী (স্থায়ী)	কর্মকর্তা/কর্মচারী (অস্থায়ী)	চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা/কর্মচারী	নৈমিত্তিক কর্মচারী	মোট জনবল
৯৪ জন + ৪ জন (প্রেষণে কর্মরত)	০১ জন	৪৫ জন	১৪ জন	১৫৮ জন

২.৫.৫ টেশিসের রাজস্ব আয় ও ব্যয়

- টেশিস ১৯৭০-১৯৯৩ সাল পর্যন্ত 'না লাভ না ক্ষতি' নীতির উপর পরিচালিত হতো। তখন টেশিসের একমাত্র ক্রেতা ছিল বিটিটিবি (বর্তমানে বিটিসিএল)। ১৯৯৩ সাল হতে টেশিস বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা শুরু করে। ২০১০ সালে টেশিস রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত হলেও একটি নতুন কোম্পানি গঠনের ক্ষেত্রে যে মূলধন প্রয়োজন সে মুহূর্তে তা টেশিসকে দেয়া হয়নি। বর্তমানে টেশিসের অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৮.৬৮ কোটি টাকা। ২০১০-২০১১ সাল হতে টেশিসের আয়/ব্যয়ের হিসাব (ট্যাক্স বাদ দেয়ার পর) নিম্নরূপ:

অর্থবছর	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	লাভ/(ক্ষতি) (লক্ষ টাকা)
২০১০-২০১১	৩,৪৬২.৮০	৩,৪৩৯.৯০	২২.৯০
২০১১-২০১২	৫,৮৬৯.২৭	৫,৮০৭.৭০	৬১.৫৭
২০১২-২০১৩	১০,৫০৮.৩১	১০,৪৫২.৩৬	৫৫.৯৫
২০১৩-২০১৪	৬,৩১৩.৮৮	৬,২৫৯.২৩	৫৪.৬৫
২০১৪-২০১৫	৬,৫২৪.১৫	৬,৪৬৩.৪৫	৬০.৭০
২০১৫-২০১৬	১১,৪৬৮.৫৮	১১,৩৮৯.২০	৭৯.৩৮
২০১৫-২০১৬*	১১,৫৫৯.৩৯	১১,৩৮৯.২০	১৭০.১৯
২০১৬-২০১৭	২৮,১৩৭.৬০	২৭,৮২৫.০৬	২৯০.০৭
২০১৭-২০১৮	৯,৫৯৭.০৪	৯,৫৯৭.৬০	(০০.৫৬)
২০১৮-২০১৯	১৪,২৬৪.০৯	১৩,০৬৭.৬৮	১১৯৬.৪১
২০১৯-২০২০	১১,৩৮১.৬১	১১,৫১৫.৩৮	(১৩৩.৭৭)
২০২০-২০২১	৯৭৫৭	৯৯৫১	(১৯৪)
২০২১-২০২২	১৩৫.০৬	১৩৮.৬	(৩.৫৪) অনিরীক্ষিত

* ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব Restate করা হয়েছে।

২.৫.৬ নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮ এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

ক্রমিক	নির্বাচনী ইশতেহার নং ও বিষয়	গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	লক্ষ্যমাত্রা	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (জুন,২০২১ পর্যন্ত)
০১	(ইশতেহার-৩.২১) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	(১) বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস সংযোজন ও তৈরি	উৎপাদিত বা সংযোজিত ডিজিটাল মিটার- কার্যাদেশ অনুসারে; ল্যাপটপ - ১৫,০০০; ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট- ১৫; পিএবিএক্স- ১০; টেলিফোন সেট-৩,৫০০	উৎপাদিত বা সংযোজিত ডিজিটাল মিটার- ৫০০; ল্যাপটপ -১৫,৬০০; ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট- ০; পিএবিএক্স- ১; টেলিফোন সেট-৩,৫০০;
		(২) টেশিস আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	নিজস্ব আয়ে চলার জন্য লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া	টেশিস ৮৫.৮১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদিত হয়নি। নতুন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। পুনরায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে।
		(৩) সকল জেলা শহরে সেলস সেন্টার চালু করা	দেশের ৬৪টি জেলা শহরে স্বয়ংসম্পূর্ণ সেলস সেন্টার চালুকরণ	প্রক্রিয়াধীন;
		(৪) নিজস্ব R&D চালুকরণ	টেশিসের বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস এর মান উন্নয়ন	টেশিস এর বিভিন্ন ডিভাইস এর মান উন্নয়ন এর লক্ষ্যে টেশিস অর্গানোগ্রাম ২০১৯ এ R &D বিভাগের জন্য টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হবে।
		(৫) Software, Apps তৈরি ও বাণিজ্যিক ব্যবহার	টেশিস Software, Apps তৈরিতে বাণিজ্যিকভাবে অংশগ্রহণ	টেশিস পণ্য সেবা মোবাইল Apps তৈরি করা হয়েছে।

টেশিসের ল্যাপটপ সংযোজন লাইন।

ক্রমিক	নির্বাচনী ইশতেহার নং ও বিষয়	গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	লক্ষ্যমাত্রা	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (জুন,২০২১ পর্যন্ত)
		(৬) ল্যাপটপের টেস্টিং ল্যাব ও ডাটা সেন্টার স্থাপন	টেশিস এ সংযোজিত বিভিন্ন মডেলের ল্যাপটপ সমূহের গুণগত মান বজায় রেখে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ	প্রক্রিয়াধীন;
		(৭) স্মার্ট প্রিপেইড এনার্জি মিটার প্লান্ট আধুনিকায়ন ও পরিবর্ধন	দেশে স্মার্ট প্রিপেইড এনার্জি মিটারের চাহিদা পূরণে অবদান রাখা	কাইফা, চায়না টেকনোলোজি'র সাথে যৌথভাবে টেশিসের বিদ্যমান ডিজিটাল স্মার্ট মিটার প্ল্যান্টটি আরও আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য একটি প্রকল্প বিবেচনাধীন;
		(৮) টেশিস এর পিএবিএক্স প্লান্ট আধুনিকায়ন ও পরিবর্ধন	দেশে সরকারি,আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বাণিজ্যিকভাবে স্বল্প মূল্যে গুণগতমান বজায় রেখে চাহিদা পূরণে অবদান রাখা	টেশিসের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের সাথে যৌথভাবে বিদ্যমান পিএবিএক্স প্লান্টটি আরও আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য একটি প্রকল্প বিবেচনাধীন;
০২	(ইশতেহার ৩.১১) তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি : তরুণ যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্ম সংস্থানের নিশ্চয়তা	তরুণদেরকে টেশিস এর বিভিন্ন পণ্য সংযোজন ও মেরামত সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান (বছরে ১০০ জন)	দক্ষ তারুণ্য শক্তি গঠনপূর্বক দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা	বিভিন্ন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীদের ৩-৬ মাসের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়;

তথ্যসূত্র: টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড

অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এর উপর মার্কিং করার জন্য নতুন স্থাপিত High Speed Hot Foil Marking Machine।

টেশিস কারখানা পরিদর্শনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (টেলিকম) জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম।

২.৬ বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)

- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ নিয়ন্ত্রিত একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এবং পশ্চিম জার্মানির মেসার্স সিমেন্স এ.জি'র যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি খুলনায় স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল উৎপাদন করে দেশের ১০০% চাহিদা পূরণ করে আসছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধি বিবেচনায় এ প্রতিষ্ঠানে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে মেশিন সংযোজনের মাধ্যমে প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংযোগ স্থাপনে ব্যবহৃত HDPE Silicon Duct-এর ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ২.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে HDPE Silicon Duct তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে মেশিন সংযোজন করে প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫০০ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে।
- অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৯ সালে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে যার বাণিজ্যিক উৎপাদন চলছে। বিটিসিএল-এর GPON এবং FTTH এর জন্য Drop Fiber Cable, Simplex, Duplex Cable, Patch Cable উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিন স্থাপন হয়েছে।
- উৎপাদন বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে সুপার এনামেলড্ কপার ওয়্যার উৎপাদন প্ল্যান্ট সংগ্রহ, স্থাপন ও চালুকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে সুপার এনামেল কপার ওয়্যার উৎপাদন প্ল্যান্টের কারখানা ভবন নির্মাণ কাজ চলছে এবং মেশিন ও ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের আন্তর্জাতিক দরপত্র ইতোমধ্যে উন্মুক্ত করা হয়েছে যার মূল্যায়নের কাজ চলছে।

২.৬.১ ভিশন

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আধুনিক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নে সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা;

২.৬.২ মিশন

- অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্ল্যান্টের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ ক্যাবল লেইং-এর কাজে অপরিহার্য ডাক্ট পাইপ তৈরি করে ক্রেতাকে যথাসময়ে সরবরাহ করা এবং আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা;
- দেশে ক্রমবর্ধমান চাহিদার ভিত্তিতে বাকেশিতে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর এবং ক্যাবল উৎপাদনসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসায়িক পরিসর সম্প্রসারণ করে বেকারত্ব দূরীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড সুদৃঢ় করণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;

২.৬.৩ শেয়ার ব্যবস্থা

অনুমোদিত মূলধন (টাকা)	মোট শেয়ার সংখ্যা	প্রতি শেয়ারের মূল্য (টাকা)	ইস্যুকৃত মূলধন (টাকা)
২০০,০০,০০,০০০	২০,০০,০০,০০০	১০	৪৮,১৫,৮৫,৯৮০

২.৬.৪ উৎপাদিত পণ্যসমূহ ও বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা

উৎপাদিত পণ্য	উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি	স্থাপিত ক্ষমতা	অর্জনযোগ্য ক্ষমতা
টেলিফোন কপার ক্যাবল	২ হতে ২৪০০ জোড়া পর্যন্ত (আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড ক্যাবল, এরিয়াল ক্যাবল, ইনস্টলেশন ক্যাবল, সাবমেরিন ক্যাবল, জাম্পার ওয়্যার, টি.আই.পি ক্যাবল, ড্রপ ওয়্যার ইত্যাদি);	১.২৫ লক্ষ কন্ডাক্টর কি:মি:	১.০ লক্ষ কন্ডাক্টর কি:মি:
অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল	২ হতে ১২ ফাইবার ইউনিটিউব আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড ক্যাবল, ১২ হতে ২১৬ ফাইবার লুজ টিউব স্ট্র্যান্ডেড আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড ক্যাবল;	১০,০০০ কি:মি:	৯,০০০ কি:মি:
এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট	৩২/২৬ মিমি, ৩৪/২৮ মিমি, ৪০/৩৩ মিমি, ৫০/৪২ মিমি ও ৬৩/৫২ মিমি ব্যাসের ডাক্ট;	৪,০০০ কি:মি:	৩,৫০০ কি:মি:
বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল	AAC-INS, AAC, ACSR, MHD Copper & Service drop Cable, XLPE Insulated Cable, PVC Insulated Copper & Aluminum Cable etc.	৬৫০ মে:ট:	৬০০ মে:ট:

২.৬.৫ গত ২০২১-২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য বাকেশিতে টেলিফোন কপার ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট এবং বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ২০,৮৮০.০০ কন্ডাক্টর কিলোমিটার, ৬,০০০.০০ কিলোমিটার, ২,০০০.০০ কিলোমিটার এবং ৭০৬ কিলোমিটার যা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে;
- বিটিসিএল-এর MoTN Project ও হাওড়-বাওড় Project এর অধীন ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮,৪৮১ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ১,৮৭৮ কি.মি. ডাক্ট পাইপের ক্রয়াদেশ পাওয়া যায় যার মূল্য প্রায় ৪৯.৬৩ কোটি টাকা;
- বিটিসিএলসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রায় ২৮,০৭১.২২৮ কন্ডাক্টর কিলোমিটার টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল সরবরাহ করা হয়েছে;
- আইসিটি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন ৭৭২টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপনে 'কানেক্টেড বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পে ৮,১০৬ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ৫,০০০ কিলোমিটার এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট উৎপাদনপূর্বক সরবরাহের ক্রয়াদেশ পাওয়া যায় যার মূল্য প্রায় ১৫৮ কোটি টাকা। বর্ণিত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট উৎপাদন শেষ পর্যায়ে এবং এই পণ্য পুরোদমে সরবরাহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট-এর বাজারজাতকরণ আরও গতিশীল করতে দেশীয় ব্যবহারকারীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিটিসিএল, পিজিসিবি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স সামিট কমিউনিকেশন, ফাইবার এট হোম লি:, ব্রাদার্স কনস্ট্রাকশন, হামিদা ট্রেডার্স, গ্রামীণফোন, সিটিসেল, কমনওয়েলথ এসোসিয়েটস, বিএসআরএম, ওয়েব লিংক কমিউনিকেশন্স, আমরা নেটওয়ার্ক, সিলেট ক্যাবল সিস্টেম, আইএসএন লি:, মেসার্স এআরএ টেকনোলজিস্, ফোন্স বিডি লিমিটেড, মেসার্স রাসা ট্রেডার্স, আই-অটোমেশন, মেসার্স খুলনা ভিশন ও অন্যান্য আই.এস.পি-র চাহিদার ভিত্তিতে ক্যাবল সরবরাহ করা হচ্ছে;

- বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল বাজারজাতকরণ আরও গতিশীল করতে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫৭২ মে:টন কন্ডাক্টর ও ক্যাবল সরবরাহ করা হয়েছে;
- বাকেশির ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA, নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার কৌশল এবং ইনোভেশনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের টার্গেট সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- প্রতিষ্ঠানের জনবল চাহিদা পূরণে ৩ জন কর্মকর্তা ও ২৭ জন কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে যার ফলে বেশ কিছু কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়েছে;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সরকারি কোষাগারে শুল্ক, ভ্যাট, আয়কর, লভ্যাংশ ইত্যাদি খাতে সর্বমোট প্রায় ৩২.৩০ কোটি টাকা জমা দেওয়া হয়েছে।

২.৬.৬ উৎপাদন বহুমুখীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ

(ক) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল উৎপাদন প্লান্ট

- ২০১১ সালে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপনের পর এর উৎপাদিত ক্যাবলের মাধ্যমে দেশীয় সরকারি-বেসরকারি টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। একই সাথে বাকেশির আর্থিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। চাহিদার সাথে সমন্বয় করে এই প্ল্যান্টের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিরবচ্ছিন্ন পরিচালনার সুবিধার্থে ইতোমধ্যে ১টি সিথিং লাইন মেশিন, ১টি সেকেন্ডারি কোটিং লাইন মেশিন ও ১টি এস-জেড স্ট্র্যান্ডিং লাইন মেশিন সংযোজন করা হয়েছে। আরও ১টি উচ্চগতির সিথিং লাইন মেশিন ইতোমধ্যে সংযোজন করা হয়েছে যার ফলে কারখানার বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ১০,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। বিটিসিএল-এর GPON এবং FTTH এর জন্য Drop Fiber Cable, Simplex, Duplex Cable, Patch Cable উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিন স্থাপনপূর্বক সফলভাবে পরীক্ষামূলক উৎপাদন কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।
- প্ল্যান্টটির উৎপাদন নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রেখে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন একটি OFC Secondary Coating Line Machine for Loose Tube production and Testing Equipment ক্রয়ের ক্রয়ের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে;

(খ) HDPE Silicon Core Duct উৎপাদন প্ল্যান্ট:

- দেশীয় সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল-এর সমপরিমাণ HDPE Silicon Duct এর চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদা বিবেচনা করে বাকেশিতে অত্যাধুনিক HDPE Silicon Duct উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে যা বিগত সেপ্টেম্বর ২০১৬ হতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। HDPE Silicon Duct-এর ব্যাপক চাহিদা বিবেচনায় HDPE Silicon Duct তৈরির প্লান্টের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও ২টি নতুন মেশিন সংযোজন করা হয়েছে। প্লান্টটির উৎপাদন নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রেখে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন একটি High Speed HDPE Silicon Core Extrusion Line ক্রয়ের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। উৎপাদিত Duct দিয়ে বিটিসিএল সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ চাহিদা পূরণে অবদান রাখা সম্ভব হচ্ছে। এতে বিদেশ হতে আমদানি নির্ভরতা কিছুটা হলেও কমেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে;

।

(গ) বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল ও বেয়ার বা ইনস্যুলেটেড ওয়্যার উৎপাদন প্ল্যান্ট

- প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বহুমুখীকরণে প্রায় ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৯ সালে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে প্ল্যান্টটি চলমান রয়েছে এবং দেশীয় বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিপণনকারী যেমন: ডেসকো, ডিপিডিসি, পিজিসিবি ও নেসকো ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে সুনামের সাথে বৈদ্যুতিক ক্যাবল সরবরাহ করা হচ্ছে। এই প্ল্যান্ট হতে বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬০০ মেট্রিক টন;

- প্ল্যান্টটির উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন একটি 1+6 Tubular Stranding Machine, একটি Continuous Annealing Machine, একটি 800mm Double Twist Bunching Machine এবং একটি Servo-hydraulic Universal Testing Machine (Steel Wire) ক্রয়ের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে।দেশের বিদ্যুৎ সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাকেশি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

(ঘ) সুপার এনামেলড কপার ওয়্যার উৎপাদন প্ল্যান্ট:

- উৎপাদন বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে সুপার এনামেলড কপার ওয়্যার উৎপাদন প্ল্যান্ট সংগ্রহ ,স্থাপন ও চালু করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সুপার এনামেল কপার ওয়্যার উৎপাদন প্লান্ট এর কারখানা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে এবং মেশিন ও ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের আন্তর্জাতিক দরপত্র ইতোমধ্যে উন্মুক্ত করা হয়েছে যার মূল্যায়নের কাজ চলছে।

ডিপিডিসি থেকে আপত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

পিজিসিবি থেকে আপত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্থাপনকৃত নতুন FTTH Production Line।

২.৬.৭ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম

সরকারের কর্মসূচি	ইশতেহারের আলোকে বাকেশি'র গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৮। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ। (ইশতেহার ৩.৫)	৮.১। ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয়, অভিযোগ/ মন্তব্য/পরামর্শ বাক্স স্থাপন ও ডেজিগনেটেড কর্মকর্তা নিয়োজিতকরণ এবং যথাসময়ে যাতায়াত নিশ্চিতকরণে বায়োমেট্রিক হাজিরা গ্রহণ; ৮.২। ই-নথি পদ্ধতি বাস্তবায়ন; ৮.৩। বিদ্যমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা;	■ বাকেশি'র প্রধান ফটকে অভিযোগ/মন্তব্য/ পরামর্শ বাক্স স্থাপনসহ ডেজিগনেটেড কর্মকর্তা নিয়োজিত করা হয়েছে। এছাড়া বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা নিশ্চিত করা হচ্ছে; ■ বাকেশি'র বিভিন্ন দপ্তরে ই-নথি ব্যবহার হচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ■ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি সক্রিয় রয়েছে এবং এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে;
৮। 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ। (ইশতেহার ৩.১০)	৮.৪। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট এর ব্যাকবোন তৈরির জন্য যাবতীয় অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট পাইপ উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ; ৮.৫। উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে অপটিক্যাল ফাইবার এর মূল্য কমিয়ে আনা; ৮.৬। বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর প্লান্ট স্থাপন, উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে নতুন মেশিনারিজ সংযোজন; ৮.৭। বাকেশি'র স্টাফদের জন্য ২০ ইউনিটের একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ; ৮.৮। বাকেশি'র কর্মকর্তাদের জন্য ১৬ ইউনিটের একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ;	■ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে বিটিসিএলসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ডাক্ট উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ করা হচ্ছে; ■ দেশীয় বাজার পর্যালোচনা করে বাস্তব বিবেচনায় ইতোমধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মূল্য হ্রাস করা হয়েছে; ■ বিগত ২০১৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টরও ক্যাবল প্ল্যান্টের উদ্বোধন করা হয় এবং ইতোমধ্যে ডেসকো, নেসকো ও পিজিসিবি-তে বেশ কিছু পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে। প্ল্যান্টের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ আন্ডারগ্রাউন্ড পাওয়ার ক্যাবল উৎপাদনের লক্ষ্যে নতুন মেশিন সংযোজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি কমিটি কাজ করছে; ■ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও পরামর্শ মোতাবেক বাজেট বরাদ্দ রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; ■ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক বাজেট বরাদ্দ রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

সরকারের কর্মসূচি	ইশতেহারের আলোকে বাকেশি'র গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৮। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। (ইশতেহার ৩.২১)	৮.৯। ৩জি, ৪জি ও ৫জি এর ব্যকবোন তৈরির সহায়ক উপকরণ হিসেবে ড্রপ ফাইবার ক্যাবল, Pigtail ও Patch Cord তৈরি পরিকল্পনা গ্রহণ। ৮.১০। নতুন একটি HDPE Silicon Core Pipe Extrusion Line Machine স্থাপন। ৮.১১। নতুন একটি High Speed Sheathing/Jacketing Line Machine স্থাপন।	■ বাকেশি'তে অপটিক্যাল ড্রপ ফাইবার ক্যাবল, Patch Cable ও Pigtail Cable উৎপাদনের জন্য নতুন একটি মেশিন সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়েছে। ■ বাকেশি'তে আরও ০১ (এক) টি নতুন HDPE Silicon Core Pipe Extrusion Line Machine স্থাপনের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। ■ বাকেশি'তে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্ল্যান্টের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন একটি High Speed OFC Secondary Coating Line Machine সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

২.৬.৮ উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা

- বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বর্ণিত যুগান্তকারী পদক্ষেপের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের সহায়ক হিসেবে কাজ করা ও প্রতিষ্ঠানের স্থায়ীত্ব দৃঢ় রাখতে নিম্নলিখিত কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে:
  - ভূ-গর্ভস্থ পাওয়ার ক্যাবল ও ৩৩ কেভি বৈদ্যুতিক ক্যাবল উৎপাদনের লক্ষ্যে কারখানা সম্প্রসারণ ও নতুন মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট স্থাপন;
  - HDD Pipe ও Micro Duct Pipe উৎপাদনের প্ল্যান্ট স্থাপন;
  - Patch Cord ও Pigtail তৈরির মেশিনারিজ স্থাপন।

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা-এর প্রধান ফটক।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)

DOT
ডিপার্টমেন্ট অফ
টেলিকমিউনিকেশন্‌স

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত ‘সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

২.৭ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

- বর্তমান বিশ্বে দ্রুত পরিবর্তনশীল টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশে সর্বাধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)-কে বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) গঠন করা হয়। টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে সরকারকে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান এবং বিলুপ্ত বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)'র কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর [Department of Telecommunications (DoT)] সৃজিত হয়। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মপরিধি বিষয়ে ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়;

২.৭.১ রূপকল্প

- নিরাপদ, সার্বজনীন, নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

২.৭.২ অভিলক্ষ্য

- সারা দেশে গুণগত মানসম্পন্ন ও সুরক্ষিত টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায় সরকারকে সহায়তা করার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সুদৃঢ়করণ;

২.৭.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দেশে নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করায় সহায়ক ভূমিকা রাখা;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতি ত্বরান্বিত করায় সহায়ক ভূমিকা রাখা;
- গবেষণা ও উন্নয়ন এবং ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা;
- দেশের সর্বত্র উন্নত টেলিযোগাযোগ বা ডিজিটাল অবকাঠামো ও নেটওয়ার্কসহ যথোপযুক্ত গ্রাহক প্রান্তের যন্ত্রপাতি এবং মানসম্পন্ন সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

২.৭.৪ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের উদ্দেশ্য

- টেলিযোগাযোগ বিষয়ে সরকারের নীতি প্রণয়নে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান; সরকারের অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়;
- আইটিইউসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার সাথে যোগাযোগ; টেলিযোগাযোগ খাত উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা প্রদান; বিলুপ্ত বিটিটিবি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা;

২.৭.৫ অধিদপ্তরের জনবল

অধিদপ্তরের স্থায়ী কাঠামোর পদ সংখ্যা	অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত পর্যায়ক্রমে বিলোপযোগ্য পদ সংখ্যা	টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অনুমোদিত মোট পদ	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত পূরণকৃত মোট পদ
২৩৮	৭,৫৩৬	৭,৭৭৪	৩০৬২

২.৭.৬ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি

- টেলিযোগাযোগ খাত সম্পর্কিত সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরকারের নিকট উপস্থাপন; টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত নীতি ও পরিকল্পনা ও আইনি কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তাকরণ; টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও সেবাসমূহের উন্নয়ন এবং গ্রাহক বান্ধব ও সাশ্রয়ীভাবে পরিচালনা নিশ্চিতে সহায়তাকরণ;
- টেলিযোগাযোগ খাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদসমূহের অর্জন ও তৎসংশ্লিষ্ট সমন্বয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান; টেলিযোগাযোগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও প্রটোকলসমূহের প্রমিত মান (standards) নিশ্চিতকরণ; টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন;
- টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তাকরণ; টেলিযোগাযোগ খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন ও পরিচালনা; দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তাসহ সাইবার হুমকি হতে জনগণকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানে নীতি প্রণয়নে সহায়তাসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা; টেলিযোগাযোগ বিষয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন;

২.৭.৭ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- ওভার দ্য টপ (ওটিটি) কনটেন্টভিত্তিক পরিষেবা প্রদান এবং পরিচালনা নীতিমালা-২০২১, Skills Development, Youth, Migration and ICT-LCG Working Group ToR, Onshore Wind Power Project Installation Guideline, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন সংক্রান্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং -৫৯/১৯৭২ (PO 59 of 1972) এর সংশোধিত খসড়া, `Amendment and Translation into Bengali version of The Railways Act 1890 (Atc No. IX 1890) of Bangladesh Railway'-এর জন্য প্রস্তাবিত Railways (Amendment) Act 2021, RESEARCH WORKS ON SECURITY, STRATEGY AND DEVELOPMENT ISSUES OF BANGLADESH, প্রভৃতিসহ বিবিধ নীতিমালা ও গাইডলাইন সম্পর্কিত বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে ১২টি মতামত/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসহ ITU'র সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি মতামত ও প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।

- সাইবার অপরাধ হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন এবং নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অধীনে "সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ৩১টি International Internet Gateway (IIG) এর ৪৯টি সাইটে, ৩টি National Internet Exchange (NIX) এবং ৬টি এগ্রিগেশন পয়েন্টে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে সংস্থাপিত সিস্টেম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের নৈতিক অবক্ষয়মূলক ওয়েবসাইটসমূহের দৃশ্যমানতা বাংলাদেশ থেকে রোধ করা হচ্ছে। এ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সরকারের নীতিমালা এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ২৩ হাজার পর্নোগ্রাফি সাইট, গ্যাম্বলিং সাইট, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও রাষ্ট্রবিরোধী ওয়েবসাইট বন্ধ বা রোধ করা হয়েছে।

- 'সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স' শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তির পর স্থাপিত সেন্টারের রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা রাজস্ব খাতে ০১ জানুয়ারি ২০২০ হতে সিটিডিআর সেন্টার (CTDR Center) নামে পরিচালিত হচ্ছে। একাদশ জাতীয় সংসদের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির পঞ্চম বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত "সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স" প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত স্থাপনাদির কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব, টেলিকম, পিটিডি কে আহ্বায়ক করে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিটিআরসি ও ডিওটির সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫৬০ জিবিপিএস লাইসেন্স ও ৬টি সার্ভিস গেটওয়ে ক্রয়, প্রায় ৪৫টি নতুন লিংক ও ৯টি নতুন IIG PoP সম্প্রসারণ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে IIG PoP -এ লিংক স্থাপন ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব খাতের অধীনে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;
- CTDR Center-এর ট্রান্সমিশন লিংকসমূহের জন্য BTCL-সহ বেসরকারি ২টি NTTN প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং বেসরকারি দুটি NTTN প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে গৃহীত সেবার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প চলাকালীন সময়ে BTCL এর ট্রান্সমিশন লিংকসমূহের জন্য ভাড়া বাবদ অগ্রিম বিল পরিশোধ করা হয়েছে যা বর্তমানে সমন্বিত হচ্ছে;
- বিশ্বব্যাপী চলমান কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতির কারণে ব্যান্ডউইডথ চাহিদা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য প্রক্ষেপিত ২,০০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ মনিটরিং -এর বিপরীতে সিটিডিআর সেন্টার (CTDR Center) মাধ্যমে ২,৪০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ মনিটরিং করা হয়েছে। এ ছাড়া নিয়মিত কার্যক্রমের অধীনে বিভিন্ন পর্ণোগ্রাফি, জুয়া, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও রাষ্ট্রবিরোধী ওয়েবসাইট ব্লকের কার্যক্রম চলমান আছে।
- ব্যান্ডউইডথ চাহিদা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতে স্থাপিতব্য আইআইজি POP সমূহকে CTDR Centre-এর আওতায় আনার জন্য কমিটির সুপারিশের আলোকে CTDR Phase- II প্রকল্পের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে;
- সিটিডিআর সেন্টারের ট্রান্সমিশন লিংকসমূহের জন্য বিটিসিএল ও ২টি বেসরকারি এনটিটিএন প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও বেসরকারি এনটিটিএন প্রতিষ্ঠান (সামিট কমিউনিকেশন এবং ফাইবার এট হোম) ২টির সাথে চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে এবং ফাইবার এট হোম -এর সাথে চুক্তি সংশোধনপূর্বক বিল পরিশোধ করা হয়েছে। নতুন ৮টি ট্রান্সমিশন লিংক (৬টি বিটিসিএল থেকে ও ২টি বেসরকারি এনটিটিএন প্রতিষ্ঠান থেকে) সংগ্রহ করা হয়েছে। সিটিডিআর প্রকল্প চলাকালে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক বিটিসিএল-কে অগ্রিম পরিশোধিত বিল বর্তমানে সমন্বয় হচ্ছে;
- আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত বিভিন্ন অঞ্চলের ১৯৭৮টি শ্রেণীকক্ষে ল্যাপটপ, ডিজিটাল ডিসপ্লে সহযোগে ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে 'সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ' শীর্ষক প্রকল্প আগস্ট ২০২০ - জানুয়ারি ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত ৫৬৮ (পাঁচশত আটষট্টি) জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

২.৭.৮ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম

ক্রমিক	সরকারের কর্মসূচি	টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এর উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২। দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন (ইশতেহার ৩.৩ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা)	২.১। ৫২-তলা বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু টেলিযোগাযোগ টাওয়ার নির্মাণ;		উপযুক্ত জমি বরাদ্দ পাওয়ার প্রক্রিয়া চলমান;
		২.২। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে পূর্ণাঙ্গ আইটি উইং প্রতিষ্ঠা;		টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মপরিধি বিষয়ে গত ১০ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে;
		২.৩। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও আইটি সেল স্থাপন;		সরকারি নীতিমালার আলোকে মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
		২.৪। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;	১০০%	সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স প্রকল্প ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।
২	২। সন্ত্রাস ও সাইবার অপরাধ দমনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন (ইশতেহার ৩.৪ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা)	২.৫ সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স স্থাপন এবং দেশের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুরক্ষা প্রদান প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;		এ সংক্রান্ত ডিপিপি জমা প্রদান করা হয়েছে। PEC সভার সিদ্ধান্তের অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রণয়ন ও ডিপিপি অনুমোদন কাজ চলমান।
		২.৬। ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ফ্রেমওয়ার্ক, গবেষণা সেল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।		(১) 'ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ফ্রেমওয়ার্ক, গবেষণা সেল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন আছে যা ২০৩০ এর মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য। (২) 'Strengthening of Department of Telecommunications' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন আছে যা ২০২৩ এর মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য।

ক্রমিক	সরকারের কর্মসূচি	টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এর উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি	মন্তব্য
		২.৭। টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সেবার প্রমিত মান (Standards) নির্ধারণ ও প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ কাঠামো প্রতিষ্ঠা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ।	'	এ বিষয়ে JICA-এর Technical Assistance চাওয়া হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ চলমান।
		২.৮। সবার জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নিশ্চয়তার রোডম্যাপ প্রণয়ন, ব্রডব্যান্ড নীতিমালা এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ।	'	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।

২.৭.৯ উন্নয়ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(ক) সমাপ্ত প্রকল্প

- সাইবার অপরাধ হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন এবং নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অধীনে 'সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ৩১টি International Internet Gateway (IIG) এর ৪৯টি সাইটে, ৩টি National Internet Exchange (NIX) এবং ৬টি এগ্রিগেশন পয়েন্টে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে সংস্থাপিত সিস্টেম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের নৈতিক অবক্ষয়মূলক ওয়েবসাইটসমূহের দৃশ্যমানতা বাংলাদেশ থেকে রোধ করা হচ্ছে। এ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সরকারের নীতিমালা এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ২৩ হাজার পর্নোগ্রাফি সাইট, গ্যাম্বলিং সাইট, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও রাষ্ট্রবিরোধী ওয়েবসাইট বন্ধ বা রোধ করা হয়েছে। ব্যান্ডউইডথ চাহিদা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতে স্থাপিতব্য আইআইজি POP সমূহকে CTDR Centre-এর আওতায় আনার জন্য CTDR Phase- II প্রকল্পের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে।

(খ) চলমান প্রকল্প

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের আওতায় আগস্ট ২০২০ - জানুয়ারি ২০২৩ মেয়াদকালের জন্য চলমান 'সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত বিভিন্ন অঞ্চলের ৬৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পার্বত্য অঞ্চলের ২৮টি পাড়া কেন্দ্রর ১৯৭৮টি শ্রেণীকক্ষে ল্যাপটপ, ডিজিটাল ডিসপ্লে সহযোগে আধুনিক শিক্ষার উপযোগী ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপন কাজ চলমান আছে।

(গ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক, ২য় প্রেক্ষিত ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে স্থাপিত সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স সিস্টেমের ক্যাপাসিটি সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় প্রকল্প পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন। প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।

- সরকারি ও বেসরকারি টেলিযোগাযোগ সেবা পরিচালনাকারীর অবকাঠামো ও সেবার বিস্তৃতি, সেবার মান ও গ্রাহক সন্তুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে টেলিযোগাযোগ খাতের 'তথ্য ভাণ্ডার'-এর সমৃদ্ধকরণ এবং পরিচালিত সমীক্ষার আলোকে বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ সেবার আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করার কার্যক্রম চলমান। উক্ত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসাবে একটি সার্ভে প্লাটফর্ম survey.dotelecom.org স্থাপন করা হয়েছে। ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় মোবাইল সেবার গ্রাহকদের সন্তুষ্টি সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা পাইলট আকারে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স স্থাপন এবং দেশের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুরক্ষা প্রদান প্রকল্প পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন চলমান।

(ঘ) মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

- মানবসম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত নিয়মিতভাবে চাকুরী সংক্রান্ত, কারিগরি এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ (অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক) নীতিমালা'র খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে যা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।

২.৭.৭ মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

- ১৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে '১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস' এর উপর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে;
- ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে;
- মুজিব বর্ষ ও মহান বিজয় দিবস, ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে একটি আলোচনা সভা এবং অনলাইন রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে;

তথ্যসূত্র: টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)

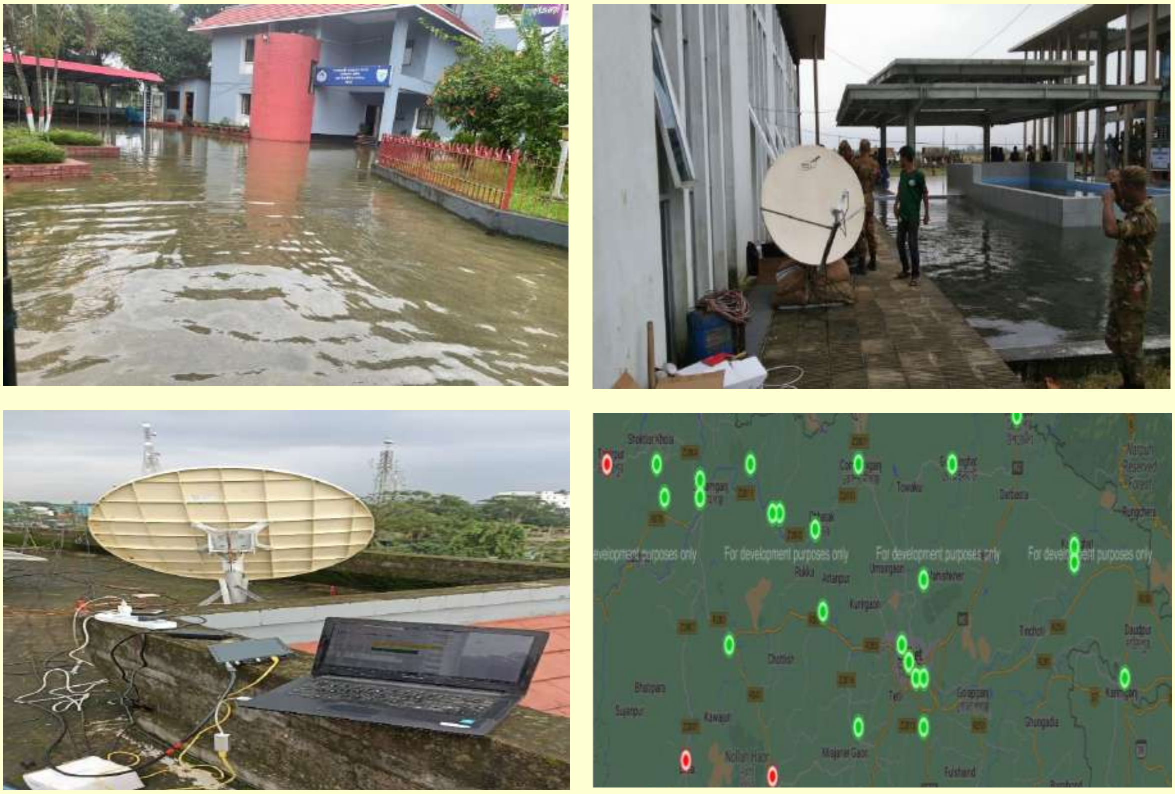

২০২২ এর মে-জুন মাসব্যাপী বন্যা কবলিত সিলেট ও সুনামগঞ্জে ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ এর মাধ্যমে জরুরি টেলিযোগাযোগ সেবা স্থাপন কার্যক্রম।

২.৮ বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)

- স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ, কারিগরি ও বাণিজ্যিক পরিচালনা, স্যাটেলাইট সেবার প্রসার এবং স্যাটেলাইট সেবা খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গত ০৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ সভায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ পরিচালনার জন্য Bangladesh Communication Satellite Company Limited (BCSCL) গঠনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এন্ড ফার্মস-এর নিকট থেকে গত ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে BCSCL নিবন্ধন গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে Bangladesh Communication Satellite Company Limited (BCSCL) নামে পরিচালিত হলেও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিবেচনায় Bangladesh Satellite Company Limited (BSCL) হিসেবে নতুন নামকরণ করা হয়;

২.৮.১ রূপকল্প (Vision)

- স্যাটেলাইট ও সংশ্লিষ্ট সেবায় স্বনির্ভরতা অর্জন;

২.৮.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

- গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক স্থাপন, পরিচালনা, সেবা প্রদান এবং স্যাটেলাইট সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;

২.৮.৩ উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)

(ক) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর আয় বৃদ্ধি; বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে সম্প্রচারিত টিভি চ্যানেলসমূহ ও ডিটিএইচ সেবার সর্বোচ্চ প্রাপ্যতা (Uptime Availability) নিশ্চিতকরণ;
- ভিস্যাট সেবার আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে স্থানীয় বাজার সৃষ্টি;
- সরকারের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ততা সুনিশ্চিত করতে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসমূহ ও সমসাময়িক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ;

খ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;

২.৮.৪ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) আন্তর্জাতিক বাজারে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবা বিপণন কার্যক্রম

- মাদানী চ্যানেল ইউকে লিমিটেড নামক যুক্তরাজ্যের লাইসেন্স প্রাপ্ত টিভি চ্যানেল বর্তমানে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ (বিএস-১) দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রচার করছে। উল্লেখ্য যে, এটিই বিএসসিএল-এর প্রথম বৈদেশিক বিক্রয়। বিএসসিএল কর্তৃক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবা বহির্বিশ্বে Ku ব্যান্ডের সেবা বিপণনের জন্য ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান (ABS Global, Globecast, Network Innovation, IntelSat, SingTel, Space Bridge)-এর সাথে বাণিজ্যিক আলোচনা চলমান এবং Encompass Digital Media, প্লানেটকাস্ট ও স্টার টিভি (ইন্ডিয়া) এর সাথে C ব্যান্ডের সেবা বিপণনের লক্ষ্যে সক্রিয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া, বিদেশি বাজারে সেবার পরিসর সম্প্রসারণের জন্য ফিলিপাইনে-এ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং তিনটি প্রতিষ্ঠানকে সেলস এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

(খ) VSAT ভিত্তিক সেবার পরিসর বৃদ্ধি

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মাধ্যমে ‘পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট’ ও ‘পয়েন্ট-টু-মাল্টি পয়েন্ট’ যোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ভি-স্যাট হাব স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে দেশের যেকোনো প্রান্তে যোগাযোগ

স্থাপন করা সম্ভবপর হচ্ছে। VSAT ভিত্তিক সেবার পরিসর বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে বিএসসিএল বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিটিআরসি'র সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থায়নে বিএসসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ -এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় ৩৪টি ইউনিয়নে ভি-স্যাট নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম চলমান। উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ঐ সকল ইউনিয়নের জনগণ ইউনিয়ন পরিষদের সেবা, চিকিৎসা সেবা, শিক্ষা সেবা সহ দেশের সকল ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করতে পারবে এবং প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার সাথে ডিজিটাল বৈষম্য দূরীভূত হবে।

(গ) Television Rating Point (TRP) বাস্তবায়ন

- বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) কর্তৃক (Television Rating Point) TRP সেবা প্রদানের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় নীতিগত সম্মতি প্রদান করে। এর প্রেক্ষিতে, বিএসসিএল TRP সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য Association of Television Channel Owners (ATCO) এর সাথে আলোচনার সাপেক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে। যার অংশ হিসেবে, ATCO হতে মনোনীত সদস্যগণ এবং বিএসসিএল এর সদস্যগণের সমন্বয়ে TRP সিস্টেমের কারিগরি বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত TRP সিস্টেমের পূর্ণাঙ্গ কারিগরি বিনির্দেশটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে।

- TRP সিস্টেমের Audience End Equipment স্থাপনের পরিসংখ্যানগত নমুনা আকার নির্ধারণের সহযোগিতার নিমিত্ত বিগত ০৫ জুন ২০২২ তারিখে বিএসসিএল এর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সম্পাদিত চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তৎকর্তৃক প্রদত্ত 'Preparing Statistically Sampled Size Report for Audiences End Equipment to implement the Television Rating Point (TRP) System in Bangladesh' শীর্ষক প্রস্তাবনা অনুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, TRP সিস্টেম বাস্তবায়নে American International University-Bangladesh (AIUB) এর আগ্রহ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিএসসিএল-এর সাথে TRP Research and Development (R&D) সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং উক্ত চুক্তি অনুযায়ী AIUB পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ১০টি prototype device বিএসসিএলকে প্রদান করে।

- বিএসসিএল কর্তৃক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ট্রাস্ট ইনোভেশন লিমিটেড (টিআইএল) কে প্রদত্ত সহযোগিতামূলক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পরীক্ষামূলক তিনটি TRP prototype ডিভাইস রংপুর, রাঙামাটি এবং যশোরের জেলা প্রশাসকের বাসভবনে সফলভাবে স্থাপন করেছে। আরও কিছু সংখ্যক TRP prototype ডিভাইস পরীক্ষামূলক ভাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মহোদয়ের বাসভবনে স্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ২০০টি Audience End Equipment device/TRP device স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রস্তাব তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে TRP device দেশব্যাপী স্থাপন করা হবে।

(ঘ) Over-the-top (OTT) সার্ভিস

বিএসসিএল বর্তমানে দুইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে Over-the-top (OTT) সার্ভিস নিয়ে কাজ করছে। এই সার্ভিসটির মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল টেলিভিশন চ্যানেল বিদেশে (Middle East, Europe, Africa, America, other parts of Asia, etc.) সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। ইতোমধ্যে এই কার্যক্রম নিয়ে বেশকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঙ) ITU তে BDSAT ফাইলিং সম্পর্কিত কার্যক্রম

- International Telecommunication Union (ITU)-তে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট সংক্রান্ত BDSAT ফাইলিং নিয়ে কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে BDSAT ফাইলিং নিয়ে বিএসসিএল-এর বেশকিছু কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।

(চ) MCPC (Multiple Carrier Per Channel) প্ল্যাটফর্ম স্থাপন

- বিএসসিএল কর্তৃক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে টিভি চ্যানেল সমূহ আপলিঙ্ক করার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি MCPC (Multiple Carrier Per Channel) স্থাপন ও কেন্দ্রীয় আপলিঙ্ক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে অনেক কম সময়ে ও সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে টিভি চ্যানেল স্থাপন ও সম্প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে সেবাটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএসসিএল এর নিজস্ব MCPC প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে, যা বাস্তবায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.৮.৫ বিএসসিএল এর মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে ২০২১-২২ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এর উৎক্ষেপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ব্যন্ডউইডথের ব্যবহার ৩৯৯ মেগাহার্টজ হতে ৪৩৬.২ মেগাহার্টজ-এ উন্নীত করার মাধ্যমে সেবা সম্প্রসারণ হয়েছে। বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনের মাধ্যমে সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী ইতোমধ্যে বিএস-১ এর সেবা সংক্রান্ত বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করে ব্যবহার শুরু করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবার পরিসর সম্প্রসারণে ভলিউম বেইজড মূল্য প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন সেবা বিক্রয় ও বিপণনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বেতারের DSNG-এর জন্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করছে; নতুন দুটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল-এর বাণিজ্যিক সম্প্রচার শুরু হয়েছে; ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড ও ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের এটিএম বুথে বাণিজ্যিক সেবা প্রদান শুরু হয়েছে;
- বাংলাদেশের অন্যতম আইএসপি ‘কার্নিভাল’-এর সাথে প্রত্যন্ত এলাকায় ইন্টারনেট সেবার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।
- বন্যাকবলিত সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় জরুরি টেলিযোগাযোগ সেবা স্থাপন করা হয়েছে;
- স্যাটেলাইট সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ৪০টি প্রতিষ্ঠান, সরকারি ২৫টি প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী ৯টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা বিপণনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে আরও ব্যান্ডউইথ বিক্রয় সম্পন্ন হবে;
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য অডিও-ভিজুয়াল তৈরি ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, দুবাই এক্সপো তে অংশগ্রহণ ও বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবসে রোড-শো তে অংশগ্রহণ করা হয়েছে; চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন-২০২১-এর Mujib100 Industrial Exhibition-এ অংশগ্রহণ করা হয়েছে;
- জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে; পিপিআর-২০০৮, ই-জিপি, ই-নথি, শুদ্ধাচার এবং চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন ইন-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

২.৮.৬ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যাদি

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এর প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য এ নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান Price Water House Coopers (PwC)-এর দাখিলকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের টেকনিক্যাল অংশের আলোকে, রাশিয়ান জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, গ্লাভকসমস এর পক্ষ থেকে ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২’ এর সংক্ষিপ্ত স্পেসিফিকেশন উল্লেখ করে একটি প্রস্তাবনা প্রদান করা হয়।

- জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, গ্লাভকসমস এর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -২ এর সংক্ষিপ্ত স্পেসিফিকেশন উল্লেখ করে একটি প্রস্তাবনা প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ তৈরি এবং উৎক্ষেপণের বিষয়ে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড এবং রাশিয়ান জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গ্লাভকসমস এর মধ্যে গত ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে একটি Memorandum of Collaboration (MoC) স্বাক্ষরিত হয়;
- পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের বিষয়ে বিএসসিএল এবং গ্লাভকসমস - এর মধ্যে বেশকিছু সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহের আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে কারিগরি, গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগের পর্যালোচনা চলমান রয়েছে এবং বিস্তারিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। গত ০৩ মার্চ, ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব, রাশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশি মহামান্য রাষ্ট্রদূত, বিএসসিএল এর সম্মানিত চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিএসসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ও বিএসসিএল এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' এর অগ্রগতি বিষয়ক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায়, 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' -এর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন পর্যালোচনাপূর্বক বেশকিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২-এর সকল কম্পোনেন্ট উৎপাদন সক্ষমতা সংক্রান্ত ব্যাপারে গ্লাভকসমস থেকে তাদের উৎপাদন সক্ষমতার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। উক্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিএসসিএল-এর কারিগরি, গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগের পর্যালোচনা চলমান রয়েছে। এছাড়া, গ্লাভকসমস এর সাথে বিএসসিএল এর 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' উৎক্ষেপণ এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়বস্তু পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে আর্থিক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে।

স্পাইস টিভি চ্যানেলের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন

মাদানী টিভি চ্যানেলের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন

সশস্ত্র বাহিনীর সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন

বাংলাদেশ বেতারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

২.৮.৭ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি

- বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন (Providing telecommunication connectivity in various infrastructure located in remote, inaccessible and coastal areas of Bangladesh using Bangabandhu Satellite-1)

  - **বাস্তবায়নকাল** : ০১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২২
  - **উদ্দেশ্য**
    - বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান সহজতর করা;
    - প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার জনগণের জন্য টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো সৃষ্টি;
    - প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার ডিজিটাল সুবিধার বৈষম্য দূরীকরণ।
  - **সম্পাদিত কার্যাবলী**
    - সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র, গাজীপুরে ভি-স্যাট হাব এবং সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কিং যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং ১৫০টি ভি-স্যাট রিমোট টার্মিনাল সরবরাহ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।
    - দেশের প্রত্যন্ত এবং দুর্গম ৩৪টি ইউনিয়নে ভি-স্যাট রিমোট টার্মিনাল এবং ইন্টারনেট সংযোগসহ ডেস্কটপ কম্পিউটার স্থাপনের জন্য দরপত্র কার্যক্রম চলমান।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)

ডাক অধিদপ্তর

সেবাই আদর্শ

মুজিববর্ষে ঢাকা জিপিওতে স্থাপিত দৃষ্টিনন্দন মুজিব কর্ণার।

২.৯ ডাক অধিদপ্তর

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন ডাক অধিদপ্তর একটি ঐতিহ্যবাহী সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান যা সুদীর্ঘ সময় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষকে ডাক সেবা প্রদান করে আসছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপমহাদেশে প্রথম ডাক সেবা চালু করা হয় ১৭৭৪ সালে। ব্রিটিশ ভারতে প্রথম ডাক বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৫৪ সালে। স্থায়ীভাবে প্রথম ডাক টিকেট চালু করা হয় সিন্ধুতে ১৮৫২ সালে। ১৮৭৮ সালে ঢাকায় সদর দপ্তর করে ইস্ট বেঙ্গল পোস্টাল সার্কেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত ভারতে আসাম-বেঙ্গল পোস্টাল সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালে ঢাকার সদরঘাটে স্থাপিত হয় প্রথম জিপিও। ১৯৫০ সালে ঢাকার সদরঘাট থেকে গুলিস্তান জিরো পয়েন্টে জিপিও স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯৬২ সালে অপারেশনাল কার্যক্রমের লক্ষ্যে তিনতলা ভিত্তির উপর বর্তমান জিপিও ভবন নির্মাণ করা হয়;

- ১৯৭১ সালের ৬ মে যশোরের শার্শা উপজেলার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম কাশিপুরে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রথম ডাকঘর স্থাপন করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট (৮টি ডাকটিকিটের ১টি সেট) প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর "সেবাই আদর্শ" শ্লোগানে ডাক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর অসামান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ফলে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ১৪৭তম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব ডাক সংস্থা Universal Postal Union-UPU-এর সদস্যপদ লাভ করে। জাতির পিতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত ডাক বিভাগের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য পৃথক প্রকৌশল শাখা প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ০৩ জুলাই ১৯৭৫ তারিখে তিনি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেন;

- ডাক সেবার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের। ডাক অধিদপ্তরের নেটওয়ার্ক সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত। তাই ডাক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডাক সেবার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

২.৯.১ রূপকল্প (Vision):

- সাশ্রয়ী, সর্বজনীন এবং নির্ভরযোগ্য ডাক সেবা;

২.৯.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

- প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক মানের ডাক সেবা নিশ্চিতকরণ;

২.৯.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- গ্রাহক-উপযোগী পণ্য ও সেবা প্রদান এবং স্বল্পসুবিধাযুক্ত এলাকাগুলোতে ডাকসেবার বিস্তার ও উন্নয়ন এবং দারিদ্র নিরসন ও গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা অপসারণে সহায়তা দানের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা; সমগ্র দেশে ডাকঘরগুলোকে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে রূপান্তর করা হবে, যাতে তথ্য প্রযুক্তি ও ব্যাংকিং সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা মেটানো যায়;

- প্রথাগত ডাক সেবার পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর ডাক সেবার প্রবর্তন; ডাক সেবার বাণিজ্যিকীকরণ; অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সেবাসমূহের প্রবর্তন; ডাক পরিবহন, সংগ্রহ ও বিতরণকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর সুনিবিড় তত্ত্বাবধানের আওতায় আনয়ন; উন্নত মানের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণ;

- সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ এবং জিরো টলারেন্স পলিসি প্রবর্তন; উন্নততর ডাক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণকে গুরুত্ব প্রদান; প্রতিটি গ্রামীণ ডাকঘরে কমপক্ষে একজন করে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; ডাক সেবার আধুনিকায়ন, আইসিটিভিত্তিক ডাক সেবার সম্প্রসারণ ও সেবা বহুমুখীকরণ; কোন ব্যবসা পরিচালনার জন্য আর্থিক নমনীয়তাসহ প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান; অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ডাক নেটওয়ার্কগুলোর সমন্বয়।

২.৯.৪ ডাক অধিদপ্তরের সেবা

চিঠি, পার্সেল, ই-কমার্স

- **সাধারণ:** সার্বজনীন ডাকসেবা ও সাশ্রয়ী মাশুলে প্রদেয়;
- **রেজিষ্ট্রি:** দায়বদ্ধ ডাকসেবা এবং অবস্থান ও বিলি তথ্য অনুসন্ধানের সুবিধা;
- **জিইপি:** দ্রুত ডাকসেবা ও নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ;
- **পার্সেল:** ভারী পণ্যের ডাকসেবা ও হোম ডেলিভারি;
- **ব্লাইন্ড লিটারেচার:** বিনা মাশুলে প্রদেয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পঠন সামগ্রী পরিবহনের বিশেষ সুবিধা;
- **ভ্যালু পেয়েবল:** দেশের যে কোন প্রান্তের ক্রেতার নিকট বাণিজ্যিক পণ্য বিলি ও পণ্যমূল্য আদায়;
- **ইনস্যুরড:** ডাক দ্রব্যের বীমা করার সুবিধা ও ডাকদ্রব্য খোয়া গেলে ক্ষতিপূরণ;
- **হোম ডেলিভারি:** চাহিদা মোতাবেক বাড়ির ঠিকানায় ডাকদ্রব্য বিলির সুবিধা;
- **উইন্ডো ডেলিভারি:** চাহিদা মোতাবেক ডাকঘরে এসে ডাকদ্রব্য বিলি নেবার সুবিধা।

ডাকঘরে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা

- সঞ্চয় ব্যাংক;
- ডাক জীবন বীমা;
- সঞ্চয়পত্র;
- মানি অর্ডার (মোবাইল মানি অর্ডার- Electronic Money Transfer Service-EMTS / আন্তর্জাতিক ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার-International Electronic Money Order_IEMO)
- পোস্টাল অর্ডার;
- প্রাইজবণ্ড;
- নগদ-ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন;
- পোস্টাল ক্যাশ কার্ড;
- ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার (ইএমটিএস);`
- রাজস্ব স্ট্যাম্পস, এক্সাইজ স্ট্যাম্পস, ননজুডিসিয়াল স্ট্যাম্পস, নন-পোস্টাল স্ট্যাম্পস, স্ট্যাম্পের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, বিড়ি ব্যান্ডরোল ইত্যাদি।

বিশেষ চাহিদায় বিশেষায়িত ডাকসেবা

- **লেটার বক্স:** ডাকঘরে না গিয়েও হাতের কাছেই ২৪ ঘণ্টাব্যাপী পণ্য প্রেরণের সুবিধা;
- **পোস্ট কোড:** জনবসতিকে দ্রুততর ও দক্ষ বিলিসেবা প্রদানের জন্য বিশেষায়িত ভৌগলিক সীমারেখা;
- **অ্যাকনলেজড ডেলিভারি (এডি):** প্রাপকের নিকট হতে ডাকদ্রব্য বিলির সত্যায়ন সংগ্রহপূর্বক প্রেরককে অবহিতকরণ;
- **ফিলাটেলি:** বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিটসহ স্মারক ডাকদ্রব্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র;
- **পোস্ট বক্স:** স্বীয় ঠিকানার গোপনীয়তা বজায় রেখে ডাকঘরে সংরক্ষিত বিকল্প ঠিকানায় ডাকদ্রব্য বিলি গ্রহণ;
- **বিটম্যাপ:** পোস্টম্যানের সহজগম্যতা ও দ্রুতগম্যতার জনবসতির প্রতিটি ঠিকানার মানচিত্র;
- **মোবাইল পোস্ট অফিস:** নাগরিকদের দোরগোড়ায় সকল ডাকসুবিধা সম্বলিত ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর;
- **পোস্ট রেস্ট্যান্ট:** ঠিকানাবিহীন মানুষের কাছে পত্র ও পণ্য প্রেরণের জন্য ডাকঘরের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ঠিকানা সুবিধা।

- সারাদেশে ৯,৯৭৪টি ডাকঘর, ১৮,০০০টি কাউন্টার রয়েছে; প্রতিবছর এগুলোর মাধ্যমে প্রায় ৫ কোটি ডাক দ্রব্য বিলি হয়। ১৭৮টি দেশের সঙ্গে বিমানযোগে ডাক ব্যবস্থা এবং ১৮১টি দেশে সমুদ্রপথে ডাক ব্যবস্থা রয়েছে। ডাক অধিদপ্তরের ডাক বাছাই কেন্দ্র-২২টি, প্রতিদিন সারাদেশে প্রায় ৭৫,০০০ কিলোমিটার ডাক পরিবহন হয়। প্রতিটি ডাকঘর গড়ে ১৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় সেবা প্রদান করে। সারাদেশে প্রায় ১০,০০০ পোস্টম্যান রয়েছে এবং ডাকঘর প্রতি গড়ে ১৫,০০০ মানুষের ঠিকানা রয়েছে।

২.৯.৫ দেশব্যাপী ডাকঘরের সংখ্যা

ডাকঘরের ধরন	সংখ্যা
জিপিও	৪
এ গ্রেড প্রধান ডাকঘর	২৩
বি গ্রেড প্রধান ডাকঘর	৪৫
উপজেলা ডাকঘর	৪০২
বিভাগীয় সাব-পোস্ট অফিস	৯৪৭
বিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস	১০
অবিভাগীয় সাব পোস্ট অফিস	৩২৯
অবিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস	৮,২১৪
মোট	**৯,৯৭৪**

২.৯.৪ ডাক অধিদপ্তরের জনবল

- স্বাধীনতার পর থেকে নব্বই দশকের শেষ দিকেও ডাক বিভাগের ব্যবস্থার যেন কোন কমতি ছিল না। ডাক পিয়ন, রানার, পোস্টমাস্টার ও অন্যান্য কর্মচারী মিলিয়ে মোট লোকবল ছিল চল্লিশ হাজার। বর্তমানে মঞ্জুরীকৃত পদ ৩৯,৯১২ টি এবং এর মধ্যে বিভাগীয় কর্মচারীর পদ ১৬,৮৯১টি ও অবিভাগীয় কর্মচারীর পদ ২৩,০২১টি;

■ রাজস্ব খাতভুক্ত ডাক কর্মচারীর সংখ্যা

ক্রমিক	শ্রেণি	মঞ্জুরিকৃত পদসংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূণ্য পদ সংখ্যা
১	নবম ও তদূর্ধ্ব (ক্যাডার)	১৯৬	১১৬	৮০
২	নবম ও তদূর্ধ্ব (নন-ক্যাডার)	৪৬	২০	২৬
৩	১০ম গ্রেড	৬৫	১৪	৫১
৪	১১-১৬ গ্রেড	১১, ৭৫০	৭২৫৩	৪৪৯৭
৫	১৭-২০ গ্রেড	৪,৮৩৪	৩৩৩৩	১৫০১
	সর্বমোট	**১৬,৮৯১**	**১০,৭৩৬**	**৬,১৫৫**

■ অবিভাগীয় (ইডি) কর্মচারীর সংখ্যা

ক্রমিক	পদবি	সংখ্যা
১	এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল সাব পোস্টমাস্টার (ইডিএসপিএম)	৩২২
২	এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল এজেন্ট (ইডিএ)	৮,১৩
৩	এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল ডেলিভারি এজেন্ট (ইডিডিএ)	৭,২৫৩
৪	এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল মেইল ক্যারিয়ার (ইডিএমসি)	৫,৯৬১
৫	অন্যান্য ইডি কর্মচারি	১,৩৪৭
	মোট	**২৩,০২১**

২.৯.৬ ডাক অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্রমিক	প্রকল্পের শিরোনাম	মেয়াদকাল	হালনাগাদ অগ্রগতি
০১	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়)	জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩	প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ২৭০টি জরাজীর্ণ ডাকঘরের মেরামত ও সম্প্রসারণ ও পুন:নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২৭০টি ডাকঘরের মধ্যে ৭৭টি ডাকঘরের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১৬৭টি ডাকঘরের কাজ চলমান আছে। অবশিষ্ট ২৬টি ডাকঘরের জন্য ই-জিপিতে টেন্ডার আহ্বানপূর্বক ২২টি ডাকঘরের পুন:নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কাজের জন্য NOA প্রদান করা হয়েছে এবং ৪টি ডাকঘরের পুন:নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কাজের জন্য পুন:দরপত্র আহবান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। NOA প্রদানকৃত ২২টি ডাকঘরের মধ্যে ১৬টি ডাকঘরের পুন:নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কাজের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়েছে এবং ৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে ৯টি ডাকঘরের পুন:নির্মাণ ও অথবা সম্প্রসারণ কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
০২	ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩	প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৩৯টি অঙ্গের নির্মাণ কার্যক্রম চলমান।
০৩	বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের জন্য অটোমেটেড মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প	জুলাই, ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২	গত ২৬ মে ২০২২ তারিখে Joint Venture of Newvision Solutions Limited & Tri-Vision Limited নামীয় যৌথ প্রতিষ্ঠানের সাথে ৩,৩৩,৬১,৭৭৬ (তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশত ছিয়াত্তর মাত্র) টাকার চুক্তিনামা সম্পাদনপূর্বক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে।

বিশ্ব ডাক দিবস, ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী ৫০তম পত্রলিখন প্রতিযোগিতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকারী নুবায়শা ইসলাম-কে পুরস্কার হিসেবে ল্যাপটপ প্রদান করছেন।

২.৯.৮ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম

সরকারের কর্মসূচি	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম (বাস্তবায়নে ডাক অধিদপ্তর)	বাস্তবায়ন মেয়াদ	গৃহীত পরিকল্পনা/ পদক্ষেপ	পরিকল্পনা/পদক্ষেপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩. আমার গ্রাম- আমার শহরঃ প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ (ইশতেহার ৩.১০)	৩.৮। পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পাঁচ লক্ষ গ্রামীণ/শহর কেন্দ্রিক দোকানে বাণিজ্যিক পিওএস মেশিন স্থাপন এবং ৫ লক্ষ এজেন্ট ভিত্তিক লাইসেন্সড পোস্ট অফিস চালুকরণ (২০২১ সালের মধ্যে ৫০০০০ পিওএস মেশিন, ৫০০০০টি লাইসেন্সড পোস্ট অফিস; ২০২৩ সালের মধ্যে ৮০০০০ পিওএস মেশিন, ৮০০০০টি লাইসেন্সড পোস্ট অফিস এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১২০০০০ পিওএস মেশিন, ১২০০০০টি লাইসেন্সড পোস্ট অফিস)	স্বল্প (২০২১ পর্যন্ত), মধ্য (২০২৩ সাল পর্যন্ত), দীর্ঘ (২০৩০ সাল পর্যন্ত)	ইতোমধ্যে ৮,৫০০ ডিজিটাল ডাকঘর স্থাপন করা হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৬০০০ ডাকঘরে ডিজিটাল সেবা প্রদান চালু আছে। এ সকল ডিজিটাল ডাকঘরে ১৭,০০০ পিওএস চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২৫,০০০ পিওএস সংগ্রহের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	৬,০০০ চলমান ডিজিটাল ডাকঘরে ব্যাংক এশিয়ার সহযোগিতায় ১৭,০০০ পিওএস চালু করা হয়েছে। ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৪টি স্থানে আধুনিক সুযোগ সুবিধা এবং চিলিং চেম্বার সম্বলিত ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে যাতে পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণ করা যাবে। গ্রামীণ পর্যায়ে ই-কমার্স সম্প্রসারণে এসব সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়ে গেছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ডাকঘরে ২৫০০০ পস মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে।
	৩.৯। ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য পোস্টাল ক্যাশ কার্ড বিতরণ (২০২১ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ, ২০২৩ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ)	স্বল্প (২০২১ পর্যন্ত), মধ্য (২০২৩ সাল পর্যন্ত), দীর্ঘ (২০৩০ সাল পর্যন্ত)	ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য পোস্টাল ক্যাশ কার্ড বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে আইএসপিপি-যত্ন প্রকল্পের ৬ লক্ষ গর্ভবতী মা-দের মাঝে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মতো ভাতা বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।
	৩.১০। সোনালী ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে সোনালী ডাক বুথ স্থাপন	স্বল্প (২০২১ পর্যন্ত), মধ্য (২০২৩ সাল পর্যন্ত), দীর্ঘ (২০৩০ সাল পর্যন্ত)	সোনালী ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে সোনালী ডাক বুথ স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	সোনালী ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে এ পর্যন্ত ২০টি এটিএম বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

সরকারের কর্মসূচি	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম (বাস্তবায়নে ডাক অধিদপ্তর)	বাস্তবায়ন মেয়াদ	গৃহীত পরিকল্পনা/ পদক্ষেপ	পরিকল্পনা/পদক্ষেপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইশতেহার ৩.২১)	৩.৩০। ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' চালুকরণ এবং ৫ কোটি গ্রাহকের মাঝে সেবা সম্প্রসারণ (২০২১ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ, ২০২৩ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ ২০৩০ সালের মধ্যে ১.৫ কোটি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩.২ কোটি)	স্বল্প (২০২১ পর্যন্ত), মধ্য (২০২৩ সাল পর্যন্ত), দীর্ঘ (২০৩০ সাল পর্যন্ত)	ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' চালু এবং ৫ কোটি গ্রাহকের মাঝে সেবা সম্প্রসারণ এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ডাক অধিদপ্তরের ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে 'নগদ' সেবার গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রায় ২ কোটি ভাতা ভোগীদের 'নগদ' এর মাধ্যমে ভাতা বিতরণ করা হচ্ছে।

২.৯.৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সকল মেইল প্রসেসিং সেন্টারে ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন, চিলিং চেম্বারসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। এ সেন্টারসমূহ ডাক দ্রব্য স্ক্যানিং, দ্রুত বাছাই ও পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণ কাজে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে;
- অভ্যন্তরীণ ডাক দ্রব্য ট্র্যাকিং এর আওতায় আনার নিমিত্ত ইতোমধ্যে ডমেস্টিক মেইল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ডাক দ্রব্য ইস্যুর পরপরই প্রেরক মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে তার দ্রব্য বুকিংয়ের নিশ্চয়তা পেয়ে থাকেন। পরবর্তীতে প্রতিটি স্টেশনে অর্থাৎ চূড়ান্ত বিলি পর্যন্ত দ্রব্যের গতিবিধির রেকর্ড এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ট্র্যাকিং করে জানতে পারেন। আন্তর্জাতিক ডাক দ্রব্যের ট্র্যাক এন্ড ট্রেসিং সিস্টেম পূর্বেই চালু ছিল;
- সাশ্রয়ী রেটে ডাক সেবা প্রদানের জন্য ডাক সেবার পোস্টেজ রেট কমিয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ মাসে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;
- প্রচলিত পদ্ধতি ও অনলাইন ভিত্তিক জিআরএস'র মাধ্যমে গ্রাহকগণের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে;
- ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের ডাকঘরে ইতোমধ্যে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) POS মেশিন বিতরণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- স্বপ্নের পদ্মা সেতু উন্মুক্ত হওয়ায় ভাঙ্গা উপজেলা ডাকঘরে একটি এমএন্ডএসও স্থাপন করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে ঢাকার ডাক পরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। জিইপি গ্রামীণ ডাকঘর পর্যন্ত ইস্যু এবং বিলির কার্যক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। যাতে করে গ্রাহকগণ দ্রুততম সময়ে তাদের ডাক দ্রব্যাদি পেতে পারেন।

২.৯.১০ ডাক অধিদপ্তরের বার্ষিক আয় ও ব্যয়

- গত পাঁচ বছরে ডাক অধিদপ্তরের আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ-

অর্থবছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-)
২০২১-২০২২	২৩০,০৫,৩৬,০০০	৯৩৪,৩৪,৫৩,০০০	(-) ৭০৪,২৯,১৭,০০০
২০২০-২০২১	৩১৮,১৪,৭১,০০০	৯০৭,৫৭,৪৭,০০০	(-) ৫৮৯,৪২,৭৬,০০০
২০১৯-২০২০	৪৫১,৮০,৫০,০০০	৮৮৯,৮৭,৩৩,০০০	(-) ৪৩৮,০৬,৮৩,০০০
২০১৮-২০১৯	৪৪২,২৮,৭৪,০০০	৮৬০,৯৬,৯৫,০০০	(-) ৪১৮,৬৮,২১,০০০
২০১৭-২০১৮	৪০৪,৯২,৮৭,০০০	৮৪১,২৮,৬৮,০০০	(-) ৪৩৬,৩৫,৮১,০০০

- গত নয় অর্থবছরে ডাক অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়ের চিত্র নিম্নরূপ-

ডাক অধিদপ্তরের রাজস্ব (কোটি টাকা)

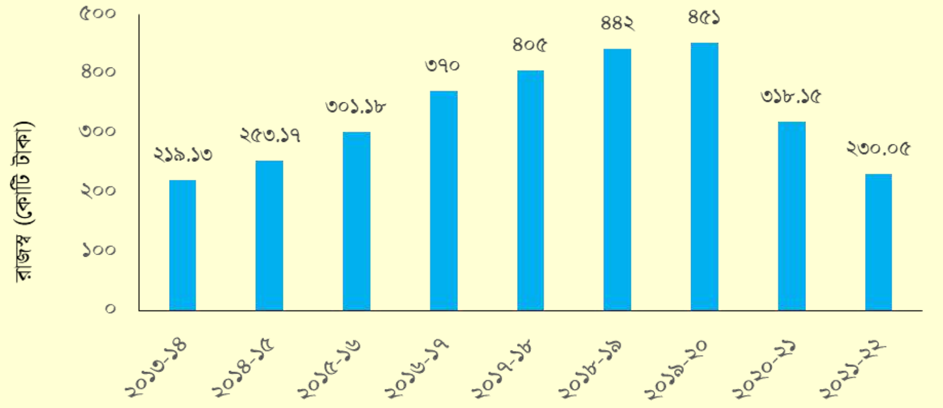

সাম্প্রতিক বছরসমূহে ডাক অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী গত ০৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ডাকযোগে ভূমিসেবা, ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা-এর উদ্বোধন করেন। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ জনাব খলিলুর রহমান উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এ সেবা চালুর ফলে ভূমি মালিক ১৬১২২ নম্বরে ফোন করেই খতিয়ান ও ম্যাপের আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া জমির মালিক খতিয়ান ও নামজারি ফি এবং ভূমি উন্নয়ন কর অনলাইনে প্রদান করতে পারবেন। সেই সাথে ডাকযোগে খতিয়ান (পর্চা)/জমির ম্যাপ নিজ ঠিকানায় নিতে পারবেন।

তথ্যসূত্র: ডাক অধিদপ্তর

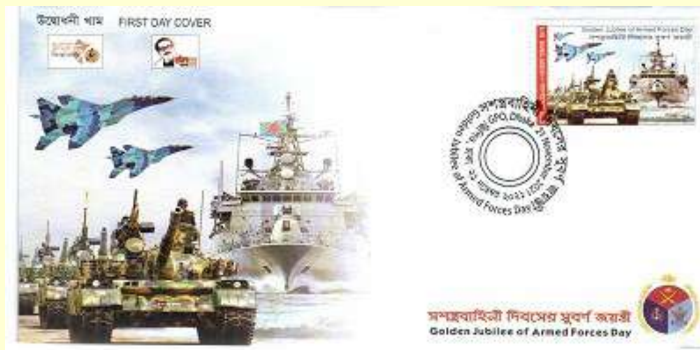

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক স্মারক ডাকটিকেট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটাকার্ড অবমুক্তকরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ গত ০৭ জুন ২০২২ তারিখ বঙ্গভবনে ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহগণনা, ২০২২ উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী খাম ও স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫ জুন ২০২২ তারিখে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে ‘পদ্মা সেতু’ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী মঞ্চে স্মারক ডাকটিকিট, স্যুভেনির শিট ও উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৬ মার্চ ২০২২ তারিখে মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ২৬ শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা গ্রহণ ও প্রেরণ কেন্দ্র সলিমপুর ওয়ারলেস স্টেশন বিষয়ে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি ‘ডাকটিকিটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ শীর্ষক অ্যালবামের মোড়কও উন্মোচন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ গণভবনে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, ২০২১’ এবং ‘৫-জি নেটওয়ার্ক সেবা উদ্বোধন’ উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী খাম ও ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৭ মার্চ ২০২২ তারিখ গণভবনে বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটা কার্ড অবমুক্ত করেন।

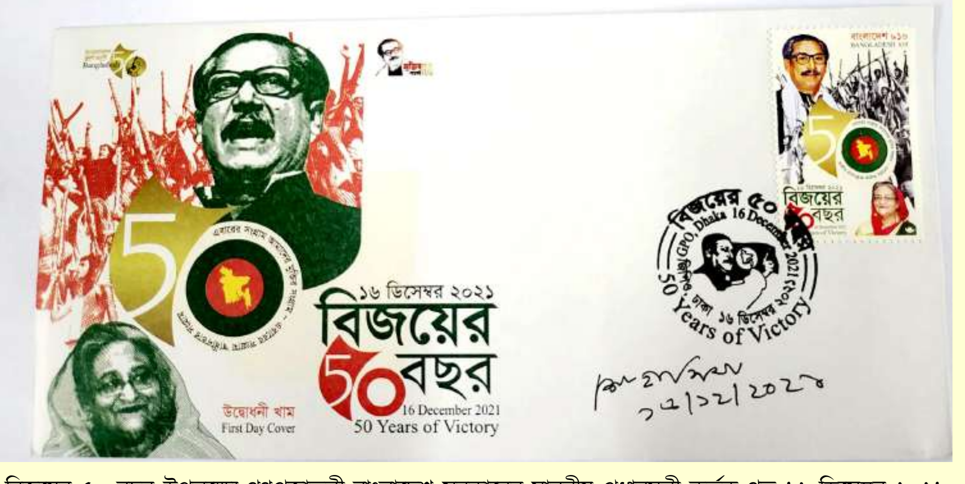

বিজয়ের ৫০ বছর উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ অবমুক্ত উদ্বোধনী খাম।

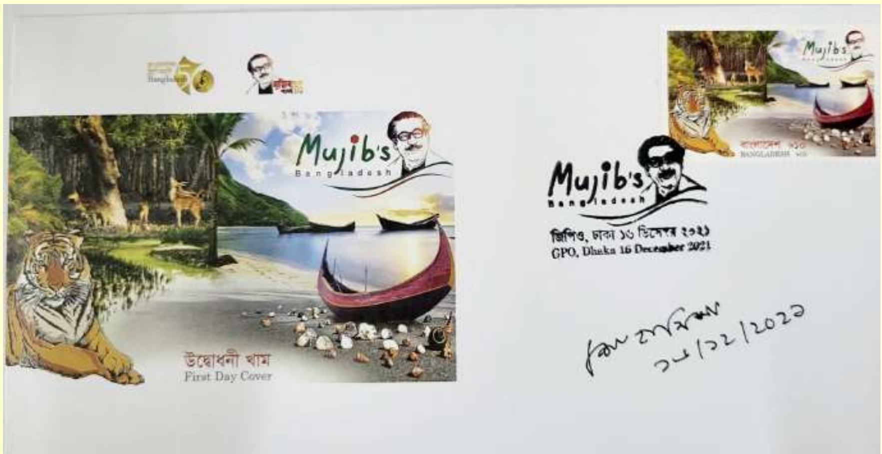

বিজয়ের ৫০ বছর উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ 'Mujib's Bangladesh' প্রতিপাদ্যে অবমুক্ত উদ্বোধনী খাম।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভুটান ও ভারতের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের সূচনা উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকেট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটাকার্ড অবমুক্ত করেন। অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার ও সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী, বাংলাদেশে ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েন্টশিল, সংসদ সদস্য অ্যারোমা দত্ত এবং সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের নেতৃবৃন্দও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

গত ২১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন এবং ডাটাকার্ড প্রকাশ করেন।

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

২.১০ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে কুরিয়ার সার্ভিসকে যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রবণতার সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠন করা জরুরী হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে দি পোস্ট অফিস অ্যাক্ট, ১৮৯৮-এর ধারা ৪ এবং ধারা ৮ সংশোধনপূর্বক কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও মানোন্নয়নের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠনের বিধান সংযোজন করা হয়। পরবর্তীতে আইনের সংশোধনী অনুযায়ী মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। বিধিমালার কতিপয় বিষয়ে রিট মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট কুরিয়ার সার্ভিসের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক কমিটি গঠন এবং কুরিয়ার সার্ভিসের লাইসেন্স গ্রহণের পূর্বে কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশনের সদস্য পদ গ্রহণ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ প্রদানপূর্বক উক্ত মামলার রায় ঘোষণা করেন। মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের আলোকে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১৩ প্রণীত হয় এবং এর আলোকে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যাত্রা শুরু করে।

২.১০.১ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে:

(ক) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ও এজেন্সি অনুমতিপত্র প্রদান;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লাইসেন্স ফি, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য ফি আদায় ও আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(গ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্র এবং অন্যান্য অধিকার নির্ধারণ;

(ঘ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মান (Standard) নির্ধারণ ও উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্তরূপে নির্ধারিত মান অনুসরণ করে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণ এবং মেইলিং ও কুরিয়ার সার্ভিসের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা (Guidelines) প্রণয়ন;

(ঙ) গ্রাহক এবং মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিরোধ, বা উক্তরূপ সার্ভিস প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার বিরোধ বা অন্য কোনো আন্তঃসংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসায় মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারক হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(চ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক লাইসেন্সের শর্তাবলি ভঙ্গ বা লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা, জামানত বাজেয়াপ্ত, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও উহা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তি ও গ্রাহকের অধিকার সংরক্ষণ;

(জ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসংক্রান্ত নির্দেশিকা (Guidelines) প্রণয়ন;

(ঝ) সর্বোচ্চ ডাক প্রেরণকারী গ্রাহক, সংস্থা বা ব্যক্তি ও সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদানকারী মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান;

(ঞ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকাণ্ড স্বচ্ছতা, নৈতিকতা ও জবাবদিহিতার সাথে সম্পাদন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) আন্তর্জাতিকভাবে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিসের মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্সিজ, ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন, ওয়ারশ কনভেনশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলি অনুসরণ এবং সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঠ) ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের নিয়মাবলি, আন্তর্জাতিক ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(ড) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঢ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স ফি, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য ফি'র হার নির্ধারণ;

(ণ) লাইসেন্সের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ত) কর্তৃপক্ষের জন্য, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন সম্পত্তি ক্রয় এবং অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ;

(থ) কোন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা অবসানের ক্ষেত্রে, আদালতের নির্দেশক্রমে, অবসায়ক নিয়োগ;

(দ) কোন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া ঘোষিত হবার ক্ষেত্রে, আদালতের নির্দেশক্রমে, প্রশাসক নিয়োগ।

২.১০.২ জনবল কাঠামো

ক্রমিক	পদের নাম	পদ সংখ্যা	নিয়োগের প্রকৃতি
১	চেয়ারম্যান	০১	প্রেষণ
২	সদস্য	০২	প্রেষণ
৩	সহকারী পরিচালক (গ্রেড-৯)	০২	সরাসরি নিয়োগ/প্রেষণ
৪	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (গ্রেড-১০)	০১	সরাসরি নিয়োগ
৫	হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১০)	০১	সরাসরি নিয়োগ
৬	পরিদর্শক (গ্রেড-১২)	০৪	সরাসরি নিয়োগ/প্রেষণ
৭	অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক(গ্রেড-১৪)	০৫	সরাসরি নিয়োগ
৮	গাড়িচালক (গ্রেড-১৬)	০২	সরাসরি নিয়োগ
৯	অফিস সহায়ক(গ্রেড-২০)	০৫	সরাসরি নিয়োগ
	মোট	**২৩**	

বর্তমানে চেয়ারম্যান এবং সদস্যসহ মোট ০৬ (ছয়) জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। অবশিষ্ট ১৭টি পদ শূণ্য রয়েছে।

২.১০.৩ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ

- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বর্তমানে নিম্নরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ রয়েছে:
  - অভ্যন্তরীণ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস;
  - আন্তর্জাতিক মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস;
  - অন-বোর্ড মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস।
- প্রদত্ত লাইসেন্সের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (অকু) ০৭টি, আন্তর্জাতিক মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (আকু) ০৪টি এবং অন-বোর্ড মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (অবোকু) ০৪টি উপশ্রেণিতে বিভক্ত।

গত ২৯ জুন ২০২২ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং চেয়ারম্যান, মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের মধ্যে APA চুক্তি স্বাক্ষর।

২.১০.৪ প্রদত্ত লাইসেন্সের হালনাগাদ তথ্য

অর্থবছর	অভ্যন্তরীণ কুরিয়ার সার্ভিস	আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিস	অন-বোর্ড কুরিয়ার সার্ভিস	মোট
১	২	৩	৪	৫(২+৩+৪)
২০১৩-১৪	৪৭	৪৮	২৪	১১৯
২০১৪-১৫	১৩	১৬	০২	৩১
২০১৫-১৬	০২	১২	০২	১৬
২০১৬-১৭	০৫	০৩	-	০৮
২০১৭-১৮	০৪	০৫	০২	১১
২০১৮-১৯	০৫	-	-	০৫
২০১৯-২০	০১	০২	-	০৩
২০২০-২১	০৬	-	-	০৬
২০২১-২২	১০	-	-	১০
মোট	**৯৩**	**৮৬**	**৩০**	**২০৯**

২.১০.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে নবায়নকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা

ক্রমিক	লাইসেন্সের ধরণ	নবায়নকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা
১	অভ্যন্তরীণ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (অকু)	১৬
২	আন্তর্জাতিক মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (আকু)	১২
৩	অন-বোর্ড মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস (অবোকু)	০২
	মোট	**৩০**

২.১০.৬ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত রাজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাব

অর্থ বছর	মোট আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	নীট আয় (টাকা)
১	২	৩	৪ (২-৩)
২০১৩-১৪	৬৭,৩৫,০০০	-	৬৭,৩৫,০০০
২০১৪-১৫	৫৩,১২,০০০	-	৫৩,১২,০০০
২০১৫-১৬	৭৫,৪৮,০০০	-	৭৫,৪৮,০০০
২০১৬-১৭	১,১৯,৯৭,৯২৫	৩,১১,৭১৫	১,১৬,৮৬,২১০
২০১৭-১৮	৯৮,১৬,৬৪৭	১৪,৭৭,২৪০	৮৩,৩৯,৪০৭
২০১৮-১৯	৯১,২১,২৩৬	৩০,৬১,৯৮৯	৬০,৫৯,২৪৭
২০১৯-২০	১,২৭,৬৩,৫৫০	৯,১৮,১৩৪	১,১৮,৪৫,৪১৬
২০২০-২১	১,৩১,০৩,৫২৮	৫,৫৪,৩৯২	১,২৫,৪৯,১৯৬
২০২১-২২	১,৬৮,৩৫,৭৩৫	৭০,৪৮,৫৭২	৯৭,৮৭,১৬৩
মোট	**৯,৩২,৩৩,৬৮১**	**১,৩৩,৭২,০৪২**	**৭,৯৮,৬১,৬৩৯**

২.১০.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে খাতভিত্তিক রাজস্ব আয়

ক্রমিক	সেবা/ব্যবসার প্রকৃতি	রাজস্ব আয় (টাকা)
১	লাইসেন্স ফি	৪৬,৩৭,০০০
২	নবায়ন ফি	২৫,৯০,০০০
৩	ক্ষতিপূরণ ফি	৯৬,০৮,৭৩৫
	মোট	**১,৬৮,৩৫,৭৩৫**

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কর্তৃক হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত কুরিয়ার সার্ভিস ওয়্যারহাউজ পরিদর্শন।

২.১০.৮ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

স্বল্প-মেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা

- বর্তমান ব্যবস্থাপনায় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি;
- বিভাগীয় শহরে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন বৃদ্ধিকরণ;
- শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বিত যোগাযোগের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি;
- পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার;
- গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি।

মধ্যমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা

- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ন;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ন;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ন;
- কর্তৃপক্ষের অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণ।

দীর্ঘমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা

- স্থায়ী জনবল নিয়োগ;
- স্থায়ী অফিস ভবন নির্মাণ;
- আইনি কাঠামোর আওতায় সেবা দানকারী কুরিয়ার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের জন্য ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ।

তথ্যসূত্র: মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

তৃতীয় অধ্যায়

২০২১-২২ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব ও ব্যয়

৩.১ পরিচালন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার অনুকূলে ১১৩৪,৫২,০৫,০০০.০০ (একহাজার একশত চৌত্রিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। মোট ব্যয়ের পরিমান ১০৩৫,৪৪,৩৩,৫৭০.০০ (এক হাজার পঁয়িত্রশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত সত্তর টাকা) এবং ব্যয়ের হার ৯১.২৭ শতাংশ। বরাদ্দের বিন্যাস ও প্রকৃত ব্যয় নিম্নরূপ:

(অংকসমুহ হাজার টাকায়)			
প্রতিষ্ঠানের নাম	**বরাদ্দ**	**ব্যয়**	**ব্যয়ের হার (%)**
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (সচিবালয়)	১২,০৭,১৪.০০	৯,৬৯,৭৩.০০	৮০.৩৩%
ডাক অধিদপ্তর	১০১৩,৪৬,৩২.০০	৯৩৪,৩৪,৫৩.০০	৯২.১৯%
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	১০৭,৮৮,৫০.০০	৯০,৬৯,৫৯.০০	৮৪.০৭%
মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান	১,১০,০৯.০০	৭০,৪৮.৫৭	৬৪.০৩%
মোট ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ =	**১১৩৪,৫২,৫০.০০**	**১০৩৫,৪৪,৩৩.৫৭**	**৯১.২৭%**

৩.২ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায় (২০২১-২২)

(অংকসমুহ হাজার টাকায়)			
প্রতিষ্ঠানের নাম	**লক্ষ্যমাত্রা**	**প্রকৃত আদায়**	**আদায়ের হার (%)**
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (সচিবালয়)	৫৫,০০.০০	৩৬,৪৬.০০	৬৬.২৯%
ডাক অধিদপ্তর	৫৫০,০০,০০.০০	২৩০,০৫,৩৬.০০	৪১.৮৩%
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	৩৯২৪,৯৫,০০.০০	৩৪৭৭,৭১,২৬.১২	৮৮.৬১%
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	৫,০০.০০	১,৩৬.০০	২৭.২০%
মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান	১,৮০,০০.০০	১,৬৮,৩৫.৭৩	৯৩.৫৩%
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড	১৯,৮০,০০.০০	০.০০	-
বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড	৪,৮৬,০০.০০	০.০০	-
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	৫,৫০,০০.০০	০.০০	-
বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড	৩৬,০০,০০.০০	০.০০	-
টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড	১,০৭,০০.০০	০.০০	-
মোট ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ =	**৪৫৪৪,৫৮,০০.০০**	**৩৭০৯,৮২,৭৯.৮৫**	**৮১.৬৩%**

৩.৩ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের গত ১৩ বছরের রাজস্ব আয়

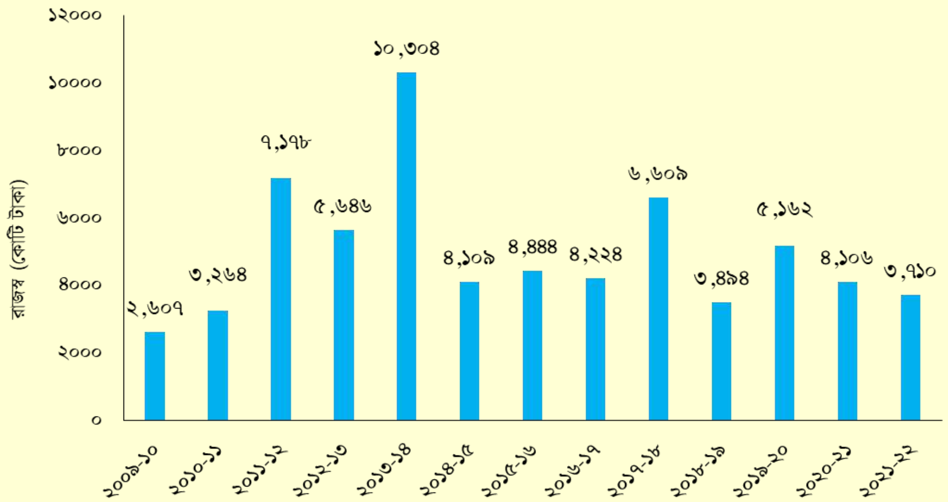

চতুর্থ অধ্যায়

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গত ১৪ বছরে (২০০৯-২০২২) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার

৪.১ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গত ১৪ বছরের কার্যক্রম ও অর্জন

(ক) আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০), বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০০৯; পোস্ট অফিস আইন, ১৮৯৮ (সংশোধিত ২০১০); সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪, মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৩; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২;
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮; বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২; বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২২; The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (ANS Operator's Quality of Service) Regulations, 2018; জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৮; আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার টেলিযোগাযোগ সেবা নীতিমালা, ২০১০; জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০০৯ (সংশোধিত ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮);

(খ) টেলিযোগাযোগ খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গাইডলাইন

- সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; 3G সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৩; 4G/LTE সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৭; ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল সিস্টেম ও সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১;
- ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১; ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে সার্ভিস রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১১;
- ভিওআইপি সার্ভিস প্রোভাইডার রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১২; ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১২; মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৬; টেলিকমিউনিকেশন ভ্যালু এ্যাডেড সার্ভিস রেজিস্ট্রেশন ও রেগুলেটরি গাইডলাইন, ২০১৮; টাওয়ার শেয়ারিং রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০১৮; স্যাটেলাইট অপারেটর রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন, ২০২২; সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন;

(গ) টেলিযোগাযোগ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

- কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সেবা বিপণনসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৭ সালে বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড গঠন করা হয়েছে;
- টেলিযোগাযোগ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং সরকারকে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য ২৪ জুন ২০১৫ তারিখে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজন করা হয়েছে;
- দেশে বেসরকারি খাতের মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০১৩ সালে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে;

(ঘ) টেলিযোগাযোগ খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন

- গত ১২ মে ২০১৮ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেইপ ক্যানাভেরালে অবস্থিত লঞ্চপ্যাড LC-39A থেকে Falcon 9 লঞ্চ ভেহিকেল ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রথম যোগাযোগ স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭তম নিজস্ব স্যাটেলাইটের অধিকারী

দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, চরাঞ্চল ও দ্বীপসহ সারাদেশে টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের অত্যাধুনিক ডিজিটাল সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। দেশে ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট টু হোম) প্রযুক্তিতে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এর প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য এ নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান Price Water House Coopers (PwC)-এর দাখিলকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের টেকনিক্যাল অংশের আলোকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ তৈরি এবং উৎক্ষেপণের বিষয়ে রাশিয়ান জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গ্লাভকসমস এর সাথে গত ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে একটি Memorandum of Collaboration (MoC) স্বাক্ষরিত হয়।

- স্যাটেলাইট পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের নিমিত্ত গাজীপুর এবং বেতবুনিয়ায় দুটি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন ও উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই স্থাপনা দুটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে;

- গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক এবং অধুনালুপ্ত সিটিসেলের 2G লাইসেন্সের মেয়াদ গত ০৯-১১-২০১১ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে লাইসেন্সসমূহ নতুন গাইডলাইন ও শর্তের আলোকে নবায়ন করা হয়েছে। নবায়নের সময় প্রতি MHz তরঙ্গ ১৫০ কোটি টাকায় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যা ইতঃপূর্বে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছিল;

- গত ১৯-০৯-২০১৩ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ ৫টি প্রতিষ্ঠানকে 3G লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। নিলামে প্রতি MHz 3G স্পেকট্রাম (২১০০ MHz ব্যান্ড) ২১ মিলিয়ন ডলার মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে; গত ১৯-০২-২০১৮ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ ৪টি প্রতিষ্ঠানকে 4G লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। 4G সেবা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে চালু করা হয়েছে। বর্তমানে সকল উপজেলা পর্যায়সহ গ্রামাঞ্চলেও 4G সেবা বিস্তৃত হয়েছে;

- ২০১৮ সালে নিলামে প্রযুক্তি নিরপেক্ষ ১৮০০ MHz ব্যান্ডের প্রতি MHz স্পেকট্রাম ৩১ মিলিয়ন ডলার এবং ২১০০ MHz ব্যান্ডের প্রতি MHz স্পেকট্রাম ২৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে;

- ২০০৬ সালে চালুকৃত SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন ক্যাবলের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কনসোর্টিয়ামের আপগ্রেড-৩ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যান্ডউইডথের পরিমাণ বর্তমানে ৬০০ Gbps-এ দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ব্যান্ডউইডথ বহনের জন্য ঢাকা ও কক্সবাজারের মধ্যে বিটিসিএল ও পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি লিমিটেডের অপটিক্যাল ফাইবার (প্রটেকশন) ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান ৪০ Gbps ক্যাপাসিটির অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন লিংককে ২৪০ Gbps এ রূপান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি লাইসেন্সধারী বেসরকারি এনটিটিএন প্রতিষ্ঠানসমূহও কক্সবাজার পর্যন্ত ব্যাকহল লিংক স্থাপন করে সেবা প্রদান করছে;

- "১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প" ডিসেম্বর ২০১৬-তে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় ১১৪টি উপজেলা হতে ১১০৮টি ইউনিয়নে প্রায় ৮০০০ কি:মি: অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ১২১৬টি ইউনিয়নে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার রয়েছে। ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সামরিক, বেসামরিক সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে;

- বিটিসিএল কর্তৃক "টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় Gigabit-capable Passive Optical Network (GPON), ভিত্তিক FTTx (Office/home/building) System চালু করা হয়েছে;

- দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 এর 'ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন' পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় স্থাপন করা হয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে SEA-ME-WE-5 এর ল্যান্ডিং স্টেশন ও সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বিদ্যমান দুটি সাবমেরিন ক্যাবলের বর্তমান মোট ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি প্রায় ৩৪০০ Gbps। দেশের আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ চাহিদার প্রায় ৫৫% বর্তমানে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে মেটানো হচ্ছে;

- তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে SEA-ME-WE-6 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে এটি চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে। 2MIU বিনিয়োগের ফলে SMW6 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিসিএল এর ক্যাপাসিটি হবে ১৩,২০০ জিবিপিএস;
- "উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় ৯০০০ কি.মি. এর অধিক অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও লাইসেন্সধারী NTTN অপারেটরগণও প্রায় সকল উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। ফলে দেশের প্রায় সকল উপজেলার জনগণের জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে;
- বিটিসিএল কর্তৃক "Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity" প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের তিনটি স্থানে IMS (IP Multi-media Subsystem) Platform, FTTx Technology এর AGW (Access Gate Way), GPON (Gigabit Passive Optical Network) ও MDU (Multi Dwelling Unit) -এর মাধ্যমে Fixed Access Network এবং বিটিসিএল এর IP Network স্থাপন করা হবে;
- **সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল** বাংলাদেশ বিনির্মাণে গ্রাহকদের সুবিধার্থে গত ০৬ জুন ২০২১ তারিখে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের স্ল্যাবভিত্তিক 'এক দেশ এক রেট' ট্যারিফটি উদ্বোধন করা হয়। নির্ধারিত ট্যারিফ অনুযায়ী ৫ Mbps ইন্টারনেটের মূল্য সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা, ১০ Mbps ইন্টারনেটের মূল্য সর্বোচ্চ ৮০০ টাকা এবং ২০ Mbps ইন্টারনেটের মূল্য সর্বোচ্চ ১,২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়;
- স্বল্প মূল্যে ইন্টারনেট, ট্রান্সমিশন ও ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে ১৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে IIG ও NTTN সেবার বিভিন্ন লেয়ারের জন্য ট্যারিফ নির্ধারণ করে দেয়া হয়;
- "দেশের সকল সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন" প্রকল্পের আওতায় দেশের ৫৮৭টি সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে বিটিসিএল এর বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে উচ্চ গতির ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সুবিধা প্রদান করবে। ইতোমধ্যে ৪৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে;
- মোবাইল নম্বর অপরিবর্তিত রেখে অন্য যেকোনো মোবাইল অপারেটরের সেবা গ্রহণ করার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে Mobile Number Portability Services (MNPS) লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি গত ০১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বাণিজ্যিকভাবে Porting কার্যক্রম শুরু করে। গত ২১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Mobile Number Portability (MNP) সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন; বিটিসিএলসহ ৭টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে International Terrestrial Cable (ITC) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;
- জনগণের নিকট স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিটিসিএল, পিজিসিবি, রেলওয়ে এবং ৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে; প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে বিদ্যমান দুইটি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিটিসিএল এবং একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে Broadband Wireless Access (BWA) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;
- টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য IGW, ICX, IIG, NIX, VSP, ISP, IPTSP, NTTN, NSP, Vehicle Tracking Service, MNP, Tower Sharing, TVAS ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে প্রায় ৩৪০২টি বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে;

- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) কর্তৃক গত ০৪ অক্টোবর ২০১৬ ডট বাংলা ('.বাংলা' .xn--54b7fta0cc) IDN ccTLD বাংলাদেশের অনুকূলে চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে '.বাংলা' ডোমেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে লালমনিরহাটের দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতায় 3G সেবা উদ্বোধন করেন;
- **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে টেলিটক এর মাধ্যমে দেশের ছয়টি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে বাণিজ্যিক ৫জি সেবার শুভ উদ্বোধন করেন।**
- গত ১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে Regulatory and Licensing Guideline for Tower Sharing License জারি করা হয়েছে। গত ১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে চারটি প্রতিষ্ঠানকে Tower Sharing License প্রদান করা হয়;
- স্যাটেলাইট পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের নিমিত্ত গাজীপুর এবং বেতবুনিয়ায় দুটি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন ও উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই স্থাপনা দুটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে;
- গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক এবং অধুনালুপ্ত সিটিসেলের 2G লাইসেন্সের মেয়াদ গত ০৯-১১-২০১১ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে লাইসেন্সসমূহ নতুন গাইডলাইন ও শর্তের আলোকে নবায়ন করা হয়েছে। নবায়নের সময় প্রতি MHz তরঙ্গ ১৫০ কোটি টাকায় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যা ইতঃপূর্বে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছিল;
- গত ১৯-০৯-২০১৩ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ ৫টি প্রতিষ্ঠানকে 3G লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। নিলামে প্রতি MHz 3G স্পেকট্রাম (২১০০ MHz ব্যান্ড) ২১ মিলিয়ন ডলার মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে; গত ১৯-০২-২০১৮ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ ৪টি প্রতিষ্ঠানকে 4G লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। 4G সেবা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে চালু করা হয়েছে। বর্তমানে সকল উপজেলা পর্যায়সহ গ্রামাঞ্চলেও 4G সেবা বিস্তৃত হয়েছে;
- ২০১৮ সালে নিলামে প্রযুক্তি নিরপেক্ষ ১৮০০ MHz ব্যান্ডের প্রতি MHz স্পেকট্রাম ৩১ মিলিয়ন ডলার এবং ২১০০ MHz ব্যান্ডের প্রতি MHz স্পেকট্রাম ২৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে;
- গত ৮ মার্চ ২০২১ তারিখে নিলামের মাধ্যমে ১৮০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে ৭.৪ মেগাহার্টজ ও ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে ২০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ ৫ বছর ৭ মাস ০২ দিনের জন্য গ্রামীনফোন, রবি ও বাংলালিংকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার বরাদ্দ মূল্য বাবদ আয় ভ্যাট সহ ৩০৫২.১৯ কোটি টাকা;
- সকল মোবাইল অপারেটর প্রতিনিধিগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে ২.৩ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের বরাদ্দযোগ্য ১০০ মেগাহার্টজ (১০ মেগাহার্টজ ১০টি ব্লক) এবং ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের বরাদ্দযোগ্য ১২০ মেগাহার্টজ (১০ মেগাহার্টজ ১২টি ব্লক) এর তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ১৯০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ (ভ্যাট ব্যতীত) ১.২৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে (১০,৬৪৫.৭০ কোটি টাকা) ১৫ বছরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- বার্ষিক তরঙ্গ চার্জ পরিশোধের ক্ষেত্রে ২জি, ৩জি ও ৪জি-এলটিই লাইসেন্সের শর্তের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক Contribution Factor ও Band Factor -এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনপূর্বক তরঙ্গের প্রযুক্তি নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের স্বার্থে একীভূত Contribution Factor ও Band Factor ঘোষণা করা হয়েছে। ০১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ হতে পরিবর্তিত ফর্মুলাটি কার্যকর করা হয়েছে;

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ উপলক্ষে অর্ধেক খরচে অর্থাৎ ভ্যাট ব্যতীত সর্বোচ্চ ২৫ পয়সা খরচে বাংলায় SMS সেবা চালু করা হয়েছে;
- টেলিটক সারাদেশে প্রায় ৫,৬৬৪টি 2G BTS এবং ৪,৮৮২টি 3G NodeB এবং ৩,৫৩৭টি 4G e-NodeB'র মাধ্যমে সকল জেলা শহরে ও ৪৮৭টি উপজেলায় 3G ও 4G মোবাইল সেবা প্রদান করছে। বর্তমানে টেলিটকের সর্বমোট ৬৯টি কাস্টমার কেয়ার সেন্টার, ২১টি কাস্টমার কেয়ার পয়েন্ট, ১টি কল সেন্টার (১২১) আছে। টেলিটকের বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬৭.৫ লক্ষ। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম ও ফলাফল প্রকাশ, চিকিৎসা, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিনোদন, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেলিটক জনগণকে ই-সেবা প্রদান করছে;

(ঙ) ডিজিটাল মাধ্যম ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

- সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে পর্নো-সাইটসহ দেশের মূল্যবোধের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ওয়েবসাইট বা কনটেন্টে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর প্রবেশ রোধ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ ধরণের ২২ হাজার পর্নোসাইট ও ২ হাজার জুয়ার সাইট বন্ধ করা হয়েছে;
- দেশে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন IIG PoP স্থাপনের প্রেক্ষাপটে রাজস্ব খাত হতে বিভিন্ন পর্যায়ে সিটিডিআর সিস্টেমের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ক্যাপাসিটি আরও বৃদ্ধির প্রয়োজনে 'সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স-ফেজ ২' প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে গ্রাহকগণের তথ্য যাচাইপূর্বক SIM/RUIM পুন:নিবন্ধন কার্যক্রম ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে চালু করা হয়েছে এবং নতুন সংযোগ গ্রহণে বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ৩১ মে ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সকল মোবাইল অপারেটর মোট ১১ কোটি ২১ লক্ষ গ্রাহকের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। অনিবন্ধিত সিমসমূহ ১লা জুন ২০১৬ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ২০ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত সকল মোবাইল অপারেটরের মোট ২০ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩ শত ৭৬টি SIM/RUIM বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ফলে মোবাইল ফোনে হুমকি, চাঁদাবাজি, জঙ্গি অর্থায়ন, অবৈধ কল টার্মিনেশন ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে;
- সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটসমূহে সমাজ ও দেশ বিরোধী প্রচারণা, গুজব, ধর্মীয় উগ্রবাদ ইত্যাদি ক্ষতিকর কনটেন্ট রোধ, মনিটরিং ও প্রতিহতকরণের লক্ষ্যে ফেসবুক, গুগল, মাইক্রোসফট এবং অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমসমূহের কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

চ) সাশ্রয়ী ও উন্নত মানের সেবা নিশ্চিতকরণ

- বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের অনুমোদিত কলরেট সর্বনিম্ন ০.৪৫ টাকা হতে সর্বোচ্চ ২.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্যাকেজের গড় কলরেট বর্তমানে ০.৫ টাকার নীচে নেমে এসেছে। এছাড়া সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড পালস চালু করায় মোবাইল গ্রাহকরা সাশ্রয়ী মূল্যে কথা বলতে পারছে;
- টেলিযোগাযোগ সেবার মান উন্নয়নের জন্য কল ড্রপ রোধ, নেটওয়ার্কের মান বৃদ্ধি, বিটিআরসির QoS সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলা, গ্রাহক কর্তৃক অবাঞ্ছিত প্যাকেজ বন্ধকরণ, কপিরাইট লঙ্ঘন রোধ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কল ড্রপের ক্ষেত্রে কল মিনিট ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে নিয়ে আসা, দেশে ইন্টারনেটের প্রসার বৃদ্ধি, ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস এবং ডিজিটাল সার্ভিসসমূহের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি

Mbps ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মাসিক চার্জ ২০০৯ সালের ২৭,০০০ টাকা হতে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে বর্তমানে সর্বনিম্ন ২৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;

- মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসসহ TVAS সেবায় ব্যবহৃত Unstructured Supplementary Service Data (USSD) এর জন্য Session Based USSD Pricing নির্ধারণ করা হয়েছে;
- BWA, ISP, PSTN, IPTSP সহ অন্যান্য সকল ANS অপারেটরগণের টেলিযোগাযোগ সেবার মান সংক্রান্ত সমন্বিত রেগুলেশন ANS Operator's Quality of Service Regulations, 2018 জারি করা হয়েছে;
- 'Limiting Exposure to Radiation of Electromagnetic Fields (9kHz to 300GHz)' শীর্ষক একটি খসড়া গাইডলাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। EMF-Radiation এর মাত্রা পরিমাপ করার জন্য বিটিআরসি ২ ইউনিট Radiation Measurement Equipment with Monitoring Vehicles ক্রয় করেছে;
- মোবাইল অপারেটরদের Promotional SMS/Campaign এর প্রাপ্তি রোধের জন্য Do Not Disturb (DND) সার্ভিস Activate করার পদ্ধতি জানিয়ে প্রতি মাসে অন্তত একবার গ্রাহকগণকে SMS করার জন্য বিটিআরসি হতে মোবাইল ফোন অপারেটরদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

(ছ) টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও সেবার আওতা বৃদ্ধি

- মোবাইল ফোনের সংযোগ সংখ্যা ২০০৮ সালের ৪.৬ কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২২ শেষে প্রায় ১৮.৪৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশে টেলিডেনসিটি ১১১.৯৭% এ উন্নীত হয়েছে যা ২০০৮ সালে ৩৪.৫% ছিল;
- ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ২০০৮ সালের মাত্র ৪০ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২২ শেষে প্রায় ১২.৬২ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ডেনসিটি দাঁড়িয়েছে ৭৬.৪২% এ যা ২০০৮ সালে মাত্র ২.৫% ছিল;
- ২০০৮ সালে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭.৫ Gbps যা জুন ২০২২ শেষে ৪,০০০ Gbps অতিক্রম করেছে;

(জ) টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি উৎপাদনে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি

- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি) ২০১২ সাল থেকে দেশে অপটিক্যাল ফাইবার উৎপাদন শুরু করেছে। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ৯,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করতে ২.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উচ্চগতির আরও ১টি নতুন সিথিং লাইন মেশিন স্থাপন করা হয়েছে;
- দেশীয় চাহিদা বিবেচনায় বাকেশি-তে HDPE Silicon Duct তৈরির জন্য প্রায় ১.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মেশিন স্থাপন করা হয়েছে যা সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডাক্ট প্ল্যান্টের উৎপাদন ৩,৫০০ কিলোমিটারে উন্নীত করতে নতুন ডাক্ট মেশিন সংযোজন করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য বাকেশিতে টেলিফোন কপার ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট এবং বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ২০,৮৮০.০০ কন্ডাক্টর কিলোমিটার, ৬,০০০.০০ কিলোমিটার, ২,০০০.০০ কিলোমিটার এবং ৭০৬ কিলোমিটার যা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে;
- বিটিসিএল-এর MoTN Project ও হাওড়-বাওড় Project এর অধীন ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮,৪৮১ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ১৮৭৮ কি.মি. ডাক্ট পাইপের ক্রয়াদেশ পাওয়া গেছে যার মূল্য প্রায় ৪৯.৬৩ কোটি টাকা;

- বিটিসিএলসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রায় ২৮,০৭১.২২৮ কন্ডাক্টর কিলোমিটার টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল সরবরাহ করা হয়েছে;
- আইসিটি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন ৭৭২টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপনে “”কানেক্টেড বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্পে ৮,১০৬ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ৫,০০০ কিলোমিটার এইচডিপিই সিলিকন ডাক্ট উৎপাদনপূর্বক সরবরাহের ক্রয়াদেশ পাওয়া যায় যার মূল্য প্রায় ১৫৮ কোটি টাকা;
- ওভারহেড কন্ডাক্টর ও ক্যাবল তৈরির প্ল্যান্টের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন একটি 1+6 Tubular Stranding Machine, একটি Continuous Annealing Machine, একটি 800mm Double Twist Bunching Machine এবং একটি Servo-hydraulic Universal Testing Machine (Steel Wire) ক্রয়ের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- বাকেশি'র উৎপাদন বহুমুখীকরণে প্রায় ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ২,৪০০ মেট্রিক টন (মাসে গড়ে ৬০০ কিলোমিটার) উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল ও বেয়ার বা ইনস্যুলেটেড ওয়্যার তৈরির প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্ল্যান্টটিতে বাণিজ্যিক উৎপাদন চালু হয়েছে;
- টেলিফোন শিল্প সংস্থা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন Core i5 এবং Core i7 প্রসেসর সমৃদ্ধ দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন করে বাজারজাত করছে। এ পর্যন্ত লক্ষাধিক ল্যাপটপ সংযোজন করা হয়েছে। এসব ল্যাপটপ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর বাংলাদেশ শিক্ষা বিভাগ এবং আইসিটি অধিদপ্তরে সরবরাহ করা হয়েছে;
- টেলিফোন শিল্প সংস্থায় ২০০৯ সালে ডিজিটাল এনার্জি মিটার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্ল্যান্ট ৮ (আট) প্রকারের মাল্টি-ফাংশনাল ডিজিটাল এনার্জি মিটার সংযোজন করা হয়। এ পর্যন্ত ডেসকো'র নিকট বিভিন্ন প্রকারের মোট ৪,৬৭,৬৬১টি, ডিপিডিসি'র নিকট ১,০০,০০০টি এবং আরইবি'র নিকট ৩০,৫০০টি মিটার বিক্রয় করা হয়েছে। ডেসকো এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন সমিতিতে মিটার সরবরাহ করা হচ্ছে। ডেসকো'তে ১ (এক) লক্ষ স্মার্ট মিটার সরবরাহের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে; টেশিসে ২০০৯ সালে মোবাইলের ব্যাটারি ও ব্যাটারি চার্জার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে; বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লি:, টেলিটক বাংলাদেশ লি: এবং বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লি: এ ডিডব্লিউডিএম, বাংলাদেশ বেতারে টেলিকম ইকুইপমেন্ট স্থাপন ও সরবরাহ করা হয়েছে।
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে টেলিভিশন এবং টেলিটক বাংলাদেশ লি: এ বায়োমেট্রিক ডিভাইস সরবরাহের লক্ষ্যে টেশিসে প্লান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে (SRDL) ২য় ফেইজ প্রকল্পে ১৫,৩০০ টি ল্যাপটপ ৯০০ টি স্কুলে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঝ) টেলিযোগাযোগ খাতে অবৈধ কার্যক্রম রোধ

- অবৈধ কল টার্মিনেশন রোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং অবৈধ কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত SIM/ RUIM ও যন্ত্রপাতি জব্দ করাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে;
- ভুয়া রেজিস্ট্রেশন বন্ধ এবং অবৈধ SIM Box ব্যবহারকারীদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষে সকল মোবাইল অপারেটরদের সমন্বয়ে বিটিআরসিতে SIM Box detection System স্থাপন করা হয়েছে। SIM Box ডিটেকশন সিস্টেমের মাধ্যমে শনাক্তকৃত SIM/RUIM দ্রুততম সময়ে বন্ধ করা হয়ে থাকে;
- বিটিআরসি'র নির্দেশনা মোতাবেক অপারেটররা Self-Regulation পদ্ধতি প্রয়োগ করায় অবৈধ কল টার্মিনেশনে SIM/RUIM এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত হচ্ছে;

- অবৈধ কল টার্মিনেশন কার্যক্রম রোধকল্পে Bi-Lateral connectivity সমূহ বিচ্ছিন্নকরণ, ISP ও IIG Bandwidth নিয়মিত পর্যালোচনা করা, আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ কল টার্মিনেশনের চার্জ সমন্বয় এবং VSAT এর ব্যবহার সীমিত করা হয়েছে। এর ফলে ও বিটিআরসি'র কঠোর নজরদারির কারণে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কলরেটের নিম্নে যাতে কোন Operator/IGW বৈদেশিক কল আদান-প্রদান করতে না পারে, সেলক্ষ্যে সকল IGW অপারেটরদেরকে মাসিক ভিত্তিতে তাদের ব্যাংক হিসাব বিবরণী (Local and Foreign Currency account) তথ্যাদি বিটিআরসিতে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- অবৈধ টার্মিনেশনে ব্যবহৃত SIM/RUIM এর সংখ্যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে জরিমানা করার প্রথা চালু করা হয়েছে; নকল ও অবৈধভাবে আমদানিকৃত মোবাইল সেট বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিটিআরসি কর্তৃক র‌্যাব এর সহায়তায় বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অবৈধ মোবাইল সেট বিক্রয় বন্ধকরণে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- Caller ID Spoofing রোধে সকল অপারেটরে প্রয়োজনীয় সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে; দেশের সকল বৈধ সেটের International Mobile Equipment Identity (IMEI) ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও যাচাইয়ের সুবিধাসহ একটি NOC Automation and IMEI Database (NAID) সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গত ২২ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে সিস্টেমটি উদ্বোধন করেন;

(ঞ) ডাক সেবার আধুনিকায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেবার বিস্তৃতিকরণ

- ‘পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ৮০০০টি গ্রামীণ ডাকঘর এবং ৫০০ টি উপজেলা ডাকঘরকে Digital Center হিসাবে রূপান্তর করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় গ্রাম পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা ও সুবিধা প্রদান, বিদেশ হতে আগত রেমিটেন্স সুবিধা প্রদান, ওয়েব ক্যামের মাধ্যমে বিদেশের আত্মীয়স্বজনের সাথে কথোপকথনের সুবিধা প্রদান, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সুবিধা প্রদান, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তথ্য প্রদানের সুবিধা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ভর্তির আবেদনপত্র পূরণের সুবিধা প্রদান এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে;

- ডাক বিভাগের কার্য প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৭১টি প্রধান ডাকঘর, ১৩টি মেইল অ্যান্ড সর্টিং অফিস এবং ২০০টি উপজেলা পোস্ট অফিস এবং টাউন সাব পোস্ট অফিসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে; তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৫৯০টি ডাকঘরের ভবন নতুন করে নির্মাণ কাজ করা হয়েছে এবং ১২৭৩টি ডাকঘরের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;

- ডাক পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বিদ্যমান রেল পরিবহন এবং ব্যক্তিখাতে ভাড়ায় ডাক পরিবহনের নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে “ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১৮টি গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে; মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন আধুনিক ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন করে প্রায় ৫০ বছরের পুরাতন সনাতন মেইল প্রসেসিং সেন্টারসমূহকে প্রতিস্থাপনপূর্বক আর্টিক্যাল, সর্টিং ও বিলি ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে পোস্টাল গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করতে পারবে;

- ব্যাংক হিসাব ছাড়াই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কেনাকাটার একটি সরকারি সেবা হিসাবে ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত সাধারণ জনগণের জন্য ব্যালেন্স ট্রানজেকশন নিশ্চিতকরণে ডাকঘরের মাধ্যমে 'ডাক টাকা' চালু করা হয়েছে। ডাকঘরে গিয়ে মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে মাত্র ২ টাকা দিয়ে হিসাব খুলে এ সেবা গ্রহণ করা সম্ভব। ডাক টাকা ব্যবহার করে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, অ্যাপ ও এমপিওএস-সহ কেনাকাটা বা লেনদেনে বিভিন্ন চ্যানেল ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। ডাকঘরের পোস্টাল ক্যাশ কার্ড কিনে এই হিসাবে ক্যাশ ইন (টাকা জমা দেওয়া, পাঠানো) এবং ক্যাশ আউট (টাকা ওঠানো) করা যায়। ফলে ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে লেনদেনও সম্ভব;
- 'নগদ' সার্ভিসটি বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের একটি ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে উদ্বোধন করা হয়; গত মে ২০১০ হতে ডাক অধিদপ্তর বাণিজ্যিকভাবে ইলেক্ট্রনিক/ মোবাইল মানি অর্ডার সেবা প্রবর্তন করে। বর্তমানে সমগ্র দেশে ২৭৫০ টি বিভিন্ন শ্রেণির ডাকঘরে এ সার্ভিসটি চালু রয়েছে। বর্তমানে 'নগদ' সেবার গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রায় ২ কোটি ভাতা ভোগীদের 'নগদ' এর মাধ্যমে ভাতা বিতরণ করা হচ্ছে।
- গত ২৬ মার্চ ২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পোস্টাল ক্যাশ কার্ড উদ্বোধন করেন এবং ০১ জুলাই ২০১১ তারিখ হতে ক্যাশ কার্ডের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। সকল জেলা উপজেলা ডাকঘরসহ দেশে ৮৩৮টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে অতি দরিদ্র পরিবারকে পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে ভাতা পরিশোধ করছে। এ সেবার মাধ্যমে টাকা উত্তোলন ও জমা প্রদান ও স্থানান্তর করা যায়। ডাক বিভাগ সোনালী ব্যাংকের সাথে এ সার্ভিসকে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কো-ব্র্যান্ডিং করছে;
- পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে আইএসপিপি-যত্ন প্রকল্পের ৬ লক্ষ গর্ভবতী মা-দের মাঝে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মতো ভাতা বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৭ মে ২০২১ তারিখে রাজধানীর আগারগাঁও-এ আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন নতুন ডাক ভবনের উদ্বোধন করেন;
- ৬,০০০ চলমান ডিজিটাল ডাকঘরে ব্যাংক এশিয়ার সহযোগিতায় ১৭,০০০ পিওএস চালু করা হয়েছে। ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৪টি স্থানে আধুনিক সুযোগ সুবিধা এবং চিলিং চেম্বার সম্বলিত ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে যাতে পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণ করা যাবে। গ্রামীণ পর্যায়ে ই-কমার্স সম্প্রসারণে এসব সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়ে গেছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ডাকঘরে ২৫০০০ পিওএস মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে;
- সোনালী ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে এ পর্যন্ত ২০টি এটিএম বুথ স্থাপন করা হয়েছে;
- স্বপ্নের পদ্মা সেতু উন্মুক্ত হওয়ায় ভাঙ্গা উপজেলা ডাকঘরে একটি এমএন্ডএসও স্থাপন করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে ঢাকার ডাক পরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। জিইপি গ্রামীণ ডাকঘর পর্যন্ত ইস্যু এবং বিলির কার্যক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। যাতে করে গ্রাহকগণ দ্রুততম সময়ে তাদের ডাক দ্রব্যাদি পেতে পারেন;
- ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ডাকযোগে ভূমিসেবা, ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা-এর উদ্বোধন করেন;

(ট) আন্তর্জাতিক সমন্বয় ও স্বীকৃতি

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বাংলাদেশের পক্ষে টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেটসহ ডিজিটাল যোগাযোগ ও প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈশ্বিক, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান ও জোট যেমন: ITU, UPU, ITSO, GSMA, CTO, APT, WEF, ICANN, IANA, APNIC ইত্যাদির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় করে থাকে;
- ২০১০ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে প্রথম বারের মত বাংলাদেশ সদস্যপদ অর্জন করে;
- ২০১৪ সালে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে বাংলাদেশ দ্বিতীয় মেয়াদে কাউন্সিল সদস্য দেশ হিসেবে পুন:নির্বাচিত হয়; বাংলাদেশ ২০১৬ এর অক্টোবরে ঢাকায় South Asian Telecommunication Regulator's Council (SATRC) এর ১৭ তম সভার আয়োজন করেছে;
- বাংলাদেশ ২০১৬ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের ২৬তম কংগ্রেসে পোস্টাল অপারেশনস কাউন্সিলের সদস্যপদে নির্বাচিত হয়ে ২০১৭-২০২০ মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করছে; Commonwealth Telecommunication Organization (CTO) ও বিটিআরসি যৌথভাবে ঢাকায় ৭-৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে Digital Bangladesh: Focusing on Cybercrime, Safe Internet and Broadband শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছে;
- ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত UPU Postal Congress, 2016-এ বাংলাদেশ Postal Operations Council (POC) এর সদস্য পদে নির্বাচন করে জয়লাভ করেছে; Asian Pacific Postal Union (APPU) এর Postal Financial Services Working Group-এ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। একই সাথে Supply Chain Working Group-এর সদস্য মনোনীত হয়েছে;
- থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ITU Telecom World, 2016-এ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ প্রকল্প Excellence Award লাভ করেছে; গ্রামীণ জনগণের নিকট বহুমাত্রিক ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ ডাক অধিদপ্তর এশিয়ান-ওসেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (ASOCIO) হতে ASOCIO-2017 Digital Government Award লাভ করেছে;
- ডাক বিভাগ eAsia Award প্রতিযোগিতায় এশিয়া প্যাসিফিক কাউন্সিল ফর ট্রেড ফেসিলিটেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক বিজনেস (এএফএসিটি)-এর নিকট হতে ই-কমার্স সেবা সংশ্লিষ্ট Postal Cash Card: Banking for Unbanked People-এর জন্য রৌপ্য পদক লাভ করেছে;
- ৮,৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তরের জন্য ডাক বিভাগকে দ্য ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (ডব্লিউআইটিএসএ)-এর Digital Opportunity Category-তে মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে; ডারবানে অনুষ্ঠিত 'ITU Telecom World Award 2018' এ বিসিএসএল উদ্ভাবনী তথ্যপ্রযুক্তি সমাধানের ব্যবহার, প্রসার এবং সামাজিক প্রভাবের জন্য 'Recognition of Excellence' পেয়েছে। এছাড়া, বিসিএসএল '2018 ASOCIO ICT Award'-এ 'Outstanding ICT Company Award' এর সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে;
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ২০৩০ অর্জনে ডিজিটাল সংযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় ITU/UNESCO Broadband Commission for Sustainable Development কর্তৃক প্রবর্তিত 2025 Broadband Advocacy Targets এর Target-2 (Make Broadband Affordable) এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০২০ সালে আংশিক এবং ২০২১ সালে সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে সক্ষম হয়েছে। Broadband Advocacy Target-2 এর মূল চাহিদা হলো ২০২৫ এর মধ্যে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশসমূহে এন্ট্রি লেভেলের ব্রডব্যান্ড সেবার মূল্য মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (Gross National Income (GNI) Per Capita) এর ২% এর নীচে নামিয়ে আনা।

- International Telecommunication Union (ITU) গত ২৯ জুলাই, ২০২১ তারিখে Global Cybersecurity Index (GCI), 2020 প্রকাশ করে। সূচকে বাংলাদেশ ১৮২টি বিবেচিত দেশের মধ্যে ৫৩ তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। ২০১৮ সালের GCI-তে ১৭৫টি বিবেচিত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৮ তম।

৪.২ ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে আগামীর পরিকল্পনা

- দেশে 5G প্রযুক্তির প্রচলন; 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণের ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানোর জন্য 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' উৎক্ষেপণ; স্যাটেলাইট সেবার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে চরাঞ্চল, উপকূলীয়, পাহাড়ি এবং দুর্গম অঞ্চলসমূহে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; বাংলাদেশকে তৃতীয় সাবমেরিন কেবলের সাথে (SEA-ME-WE-6) সংযুক্তকরণ; গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত 4G ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নিশ্চিতকরণ এবং টেলিটক কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ে 4G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ; দেশের সকল ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিস্তার;
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য দেশকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে Cloud Platforms, Internet of Things (IoT), Machine to Machine (M2M), Big Data, Artificial Intelligence, Block Chain ইত্যাদির জন্য অবকাঠামো ও পরিকাঠামো স্থাপন এবং দক্ষ জনবল সৃজন; দেশে ডিজিটাল কমার্সের বিকাশের জন্য সুষ্ঠু আইনি, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক কাঠামো গড়ে তোলা; ডিজিটাল সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক, আইনি এবং কারিগরি কাঠামো গড়ে তোলা; ডিজিটাল প্রযুক্তি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ খাতে সেবার মান নিশ্চিতকরণ; ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' এর সেবা সারাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতিকরণ; দেশের সকল গ্রামকে ডিজিটাল পোস্ট অফিসের সেবার আওতায় আনয়ন (২০২২ সালের মধ্যে ১০,০০০ গ্রামে ডিজিটাল পোস্ট অফিস স্থাপন); ২০২১ সালের মধ্যে দেশব্যাপী অ্যাড মেইল সার্ভিস প্রবর্তন; দেশব্যাপী ৫০০টি অভ্যন্তরীণ ই-কমার্স এর হাব প্রতিষ্ঠা;
- ২০ লক্ষ বিদ্যালয়গামী ছাত্রীর জন্য শিক্ষা বিমা "সুকন্যা" প্রবর্তন; ডিজিটাল যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা ম্যানুফ্যাকচারার কর্তৃক বাংলাদেশে ন্যূনতম নির্ধারিত মূল্য সংযোজন নিশ্চিতকরণ; বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড কর্তৃক Electrical Overhead Conductor, Service Drop Cable ও Bare & Insulated Wire উৎপাদন;
- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড FTTH এর জন্য ড্রপ ফাইবার ক্যাবল তৈরির প্লান্ট স্থাপন, Pigtail ও Patch Cord তৈরি; জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৮ অনুসরণে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ সংশোধন এবং ILDTS Policy, 2010 -কে যুগোপযোগী করে সংশোধন; টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি, নেটওয়ার্ক ও ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট এবং গ্রাহক যন্ত্রসমূহে বাংলাদেশ প্রমিত মান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন; দেশের চাহিদা অনুযায়ী টেলিযোগাযোগ খাতের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উৎপাদনের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা;

পঞ্চম অধ্যায়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

৫.১ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ

বরাদ্দের ধরণ	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	ব্যয় (কোটি টাকায়) (বরাদ্দের %)
জিওবি	৪৯৮.৬৯	**৪৯২.২৪ (৯৮.৭১%)**
প্রকল্প সাহায্য	৩০০.০০	**৩০০.০০ (১০০%)**
স্ব-অর্থায়ন	৫৫.৮২	**৫৫.৮২ (১০০%)**
১১টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট	৮৫৪.৫১	**৮৪৮.০৬ (৯৯.২৫%)**

৫.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পের মোট সংখ্যা ১৭টি, যার মধ্যে ২টি প্রকল্প সম্পূর্ণ স্ব-অর্থায়নে, ১টি বরাদ্দহীন। প্রকল্পের বিবরণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(ক) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য ও সাহায্যের উৎস)	**মোট** জিওবি (প্রকল্প সাহায্য)	**মোট** জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)
১	ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ প্রকল্প; (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	**৩৩১৪,৯৩.৫৫** ১৪৯৭,৬৫.৬১ (১৮১৭,২৭.৯৪ চীনা Concessional ঋণ)	**৪৬৩,৩৭** ১৬৩,৩৭ (৩০০,০০)	**৪৬২,৮২.৪৬** ১৬২৮২.৪৬ (৩০০,০০.০০) (৯২.৭৯%)
২	ডিজিটাল কানেক্টিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প; (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	**১৫৫,৩৯.০০** ১৫৫,৩৯.০০ (-)	**২৪,৩৪** ২৪,৩৪ (-)	**২৪,৩১.০৪** ২৪,৩১.০৪ (-) (৯৯.৮৮%)
৩	চট্টগ্রাম মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প; (জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)	**৬১,৯০.০০** ৬১,৯০.০০ (-)	**১৮,২১** ১৮,২১ (-)	**১৬,৭১.০০** ১৬,৭১.০০ (-) (৯১.৭৬%)
৪	বিটিসিএল এর আইপি নেটওয়ার্ক উন্নতকরণ ও সম্প্রসারণ; (এপ্রিল, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত)	**৯৪৫,৯০.০০** ৯৪৫,৯০.০০ (-)	**২,০৬** ২,০৬ (-)	**১,৩৭.০০** ১,৩৭.০০ (-) (৬৬.৫০%)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (সাহায্যের উৎস) [স্ব-অর্থায়ন]	**মোট** জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) [স্ব-অর্থায়ন]	**মোট** জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)
৫	অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়); (জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত)	**৯৫,১২.০০** ৯৫,১২.০০	**৬৩.০০** ৬৩.০০	**৫৩.০০** ৫৩.০০ (৮৪.১৩%)
৬	৫জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প; (জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত)	**১০৫৯১০.০০** ১০,৫৯১০.০০	০.০০	০.০০

(খ) টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য ও সাহায্যের উৎস) [স্ব-অর্থায়ন]	**মোট** জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) [স্ব-অর্থায়ন]	**মোট** জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)
১	সৌর বেজ স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক নেটওয়ার্ক কভারেজ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প; (অক্টোবর, ২০১৮ হতে অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত)	**৪০৬,১৭.৬৮** ১২৫২৪.৭৭ (২৫৫০০.০০ Indian LOC) [২৫৯২.৯১]	**৫০২** ৫০২ (-)	**৪৯৯.৭১** ৪৯৯.৭১ (-) (৯৯.৫৪%)
২	গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং ৫জি সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন; (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	**২২০৪,৩৯.০০** ২২০৪৩৯.০০ (-)	**২১২.০০** ১০৬ (-) [১০৬.০০]	**২০০.০০** ৯৪.০০ (-) [১০৬.০০] (৯৪.৩৪%)

(গ) ডাক অধিদপ্তর

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য ও (সাহায্যের উৎস)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)
১	জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের নির্মাণ/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়); (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	**২০৩০০.০০** ২০৩০০.০০ (-)	**৪২০০.০০** ৪২০০.০০ (-)	**৪১৬৭.০০** ৪১৬৭.০০ (-) (৯৯.২১%)
২	মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ; (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত)	**৩৬৫,৪৯.০০** ৩৬৫৪৯.০০ (-)	**৯০০.০০** ৯০০.০০ (-)	**৮৭৩.০০** ৮৭৩.০০ (-) (৯৭.০০%)
৩	ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	**৪৭৯,৮৬.০০** ৪৭৯৮৬.০০ (-)	**১০৬৩৮.০০** ১০৬৩৮.০০ (-)	**১০৪৫৩.০০** ১০৪৫৩.০০ (-) (৯৮.২৬%)
৪	বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের জন্য অটোমেটেড মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প; (জুলাই, ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত)	**৪৯৮.০০** ৪৯৮.০০ (-)	**১৬২.০০** ১৬২.০০ (-)	**১০১.০০** ১০১.০০ (-) (৬২.৩৫%)

(ঘ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য ও (সাহায্যের উৎস)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য)	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) (বরাদ্দের %)
১	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ; (এপ্রিল, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত)	**২৬১,৯৬.০০** ২৬১,৯৬.০০ (-)	**৫০,০০.০০** ৫০,০০.০০ (--)	**৪৯৬২.০০** ৪৯৬২.০০ (--) (৯৯.২৪%)

(ঙ) বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরের অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)
		মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য ও সাহায্যের উৎস) [স্ব-অর্থায়ন]	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) [স্ব-অর্থায়ন]	মোট জিওবি (প্রকল্প সাহায্য) [স্ব-অর্থায়ন] (বরাদ্দের %)
১	বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন প্রকল্প; (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত)	**৬৯৩,১৬.৭১** ৩৯২,৩৩.৬৭ (-) (-) [৩০০৮৩.০৪]	**১২৯,৭৬** ৭৫,০০ (-) [৫৪৭৬]	**১২৯,৭৬** ১২৯,৭৬ (-) [৫৪৭৬] (১০০%)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিত্র কার্যক্রম এবং কতিপয় ঐতিহাসিক দলিল

'বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বার্ধক্যের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি' প্রতিপাদ্যে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংঘ দিবস, ২০২২ উদযাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠান।

গত ২৯ জুন ২০২২ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।

বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত আইতো নাওকি (ITO Naoki) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার-এর সাথে গত ১২ এপ্রিল ২০২২ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি বিশেষ করে ৫জি-সহ ডিজিটাল প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগ সম্পর্কে মতবিনিময় হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার গত ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখে *'সেলুলার মোবাইলফোন অপারেটরসমূহের ডাটা এবং ডাটা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্যাকেজ সম্পর্কিত নতুন নির্দেশিকা'*-এর উদ্বোধন করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংঘ দিবস, ২০২২ (১৭ মে) উপলক্ষ্যে আয়োজিত রোড-শো এর শুভ উদ্বোধন করেন।

বিটিআরসি

বিটিসিএল

টেলিটক

ডাক অধিদপ্তর

বাকেশি

টেশিস

গ্রামীণফোন

রবি এজিয়াটা

বাংলালিংক

সামিট কমিউনিকেশন্স

ফাইবার এট হোম

আইএসপিএবি

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংঘ দিবস, ২০২২ (১৭ মে) উপলক্ষ্যে আয়োজিত রোড-শোতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এসোসিয়েশনের সুসজ্জিত বাহনসমূহ।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ডাক অধিদপ্তরের রংপুর জিপিও ভবন শুভ উদ্বোধন করেন।

১৬ ডিসেম্বর ২০২১ - মহান বিজয় দিবসে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রদর্শনী ট্রাক।

গত ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখ '৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও ৫জি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে করণীয়' শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২১ মার্চ ২০২২ তারিখ ২.৩ ও ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠানে নিলামে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণের সাথে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

গত টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ডিজিটালকরণ প্রকল্পের অধীনে ঢাকা বিভাগের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ০৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড গাজীপুরস্থ সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রে 'নক্ষত্রের দেশে বাংলাদেশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

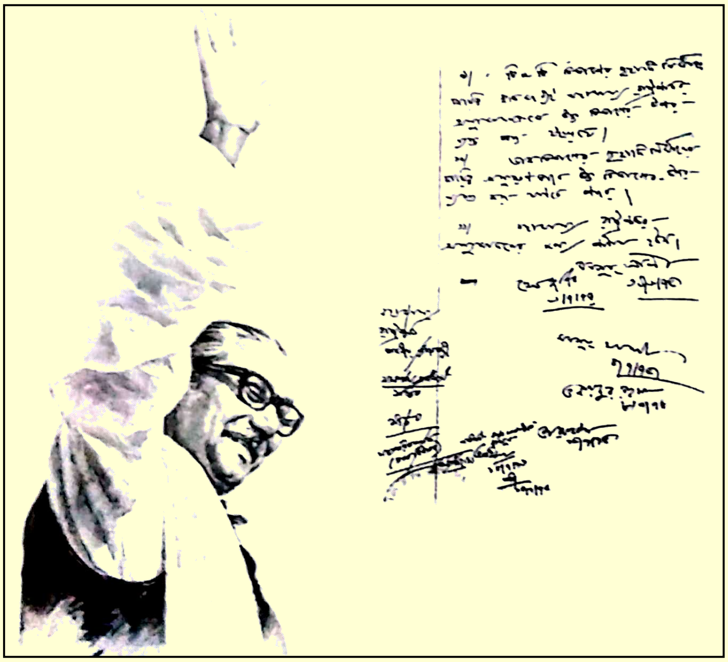

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ০৩ জুলাই ১৯৭৫ তারিখে স্বাক্ষরিত ডাক অধিদপ্তরের পৃথক প্রকৌশল শাখা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

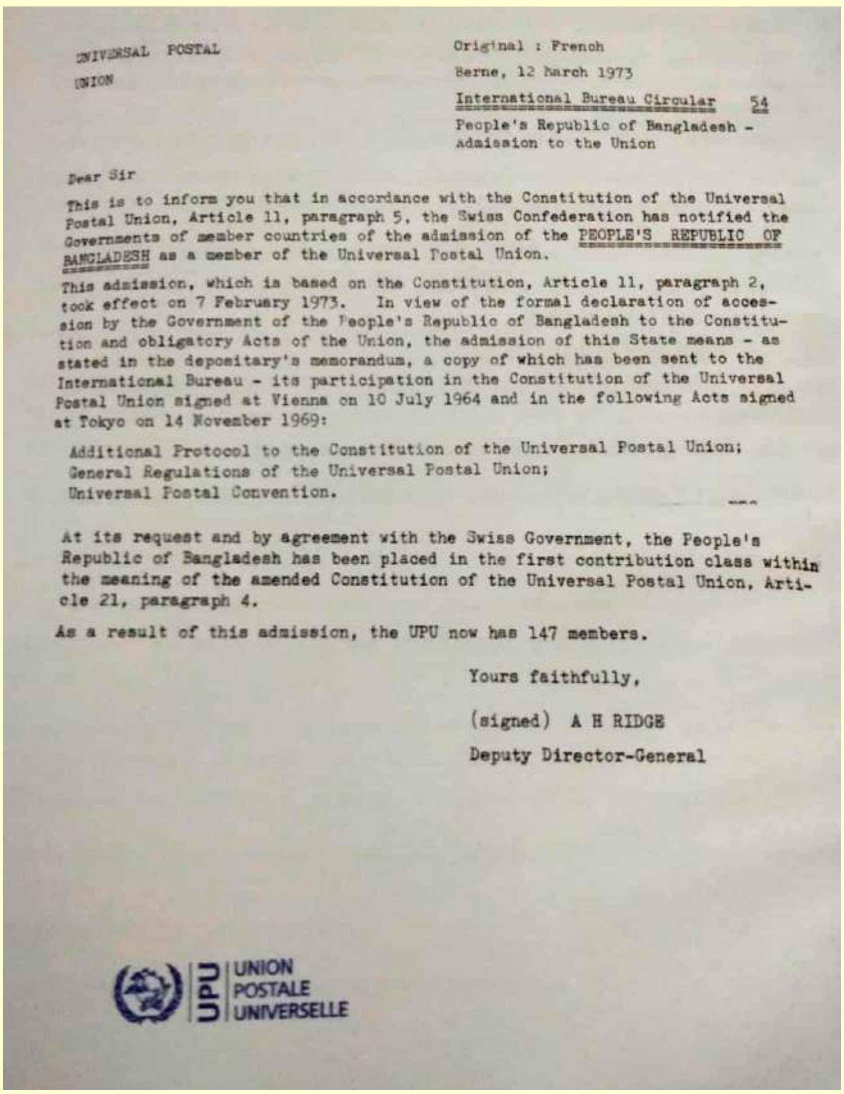

UNIVERSAL POSTAL
UNION

Original : French
Berne, 12 March 1973
International Bureau Circular 54
People's Republic of Bangladesh - Admission to the Union

Dear Sir

This is to inform you that in accordance with the Constitution of the Universal Postal Union, Article 11, paragraph 5, the Swiss Confederation has notified the Governments of member countries of the admission of the PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH as a member of the Universal Postal Union.

This admission, which is based on the Constitution, Article 11, paragraph 2, took effect on 7 February 1973. In view of the formal declaration of accession by the Government of the People's Republic of Bangladesh to the Constitution and obligatory Acts of the Union, the admission of this State means - as stated in the depositary's memorandum, a copy of which has been sent to the International Bureau - its participation in the Constitution of the Universal Postal Union signed at Vienna on 10 July 1964 and in the following Acts signed at Tokyo on 14 November 1969:

Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union;
General Regulations of the Universal Postal Union;
Universal Postal Convention.

At its request and by agreement with the Swiss Government, the People's Republic of Bangladesh has been placed in the first contribution class within the meaning of the amended Constitution of the Universal Postal Union, Article 21, paragraph 4.

As a result of this admission, the UPU now has 147 members.

Yours faithfully,

(signed) A H RIDGE

Deputy Director-General

UPU | UNION POSTALE UNIVERSELLE

Universal Postal Union (UPU)-এ বাংলাদেশের সদস্য হিসবে অন্তর্ভুক্তির পত্র।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION